Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/ 134	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	?
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	23, Chowringhee Road
Author/ Editor:	"A Bengali Lady"	Size:	12x17cms
		Condition:	Brittle
Title:	Kamini o Mrinmayi (The two homes)	Remarks:	Fiction

কামিন্নী ও মৃণ্ময়ী।

THE TWO HOMES

BY

A BENGALI LADY.

কলিকাতা,

চৌরঙ্গী রোড় ২৩ নং ভবনে প্রকাশিত।

Issued 5,000.

C. V. E. S.

Price Three Annas.

কামিনী ও মৃণ্ময়ী।

THE TWO HOMES.

—:——

BY

A BENGALI LADY.

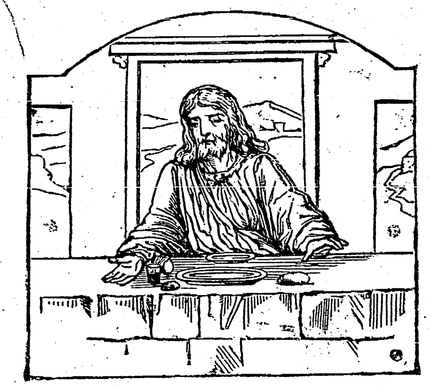

কলিকাতা;

চৌরঙ্গী রোড ২৩ নং ভবনে প্রকাশিত।

PRINTED AT THE METHODIST PUBLISHING HOUSE
CALCUTTA.

কামিনী ও মৃণ্ময়ী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"ইহা মনুষ্যের অসাধ্য বটে।"

"এই যে কামিনী এখানে বসিয়া পান সাজিতেছে! আমি এ ঘর ও ঘর খুঁজিতেছিলাম; মা তা দেখে, বলিয়া দিলেন যে, তুমি মায়ের ঘরে আছ। আমি যদি জানিতাম, আমার স্ত্রী গৃহিণী হইয়াছে, তাহা হইলে এত ব্যস্ত হইয়া খুঁজিতাম না।" এই কথা বলিয়া রাজেন্দ্র স্ত্রীর কাছে বসিয়া বলিল, "কেমন পান সাজিতে শিখিয়াছ, একটী পান দেওতো খাইয়া দেখি।"

কামিনী রাজেন্দ্রের মুখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, একটী পানের খিলি তুলিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান করিল।

রাজেন্দ্র পান মুখে দিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিল, আবার কি হইয়াছে—কথা কহিতেছে না কেন? পরে কামিনীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "কি হইয়াছে? কথা কও না কেন?" কোন উত্তর না পাইয়া আর বার জিজ্ঞাসা করিল,

"কামিনী, তুমি কি ক্লান্ত হইয়াছ? মায়ের কাছে শুনিলাম, আজ তুমি লক্ষ্মী হইয়া অনেক কাজ করিয়াছ। মা তোমার উপর বড় খুসি হইয়াছেন।"

কামিনী। খুসি হইবেন না কেন—দাসীর মত দিবানিশি কর্ম্ম করিলেই তোমার মা খুসি হন। পরের সুখ দুঃখ পরে বোঝে না।

স্ত্রীর মুখে এ প্রকার কথা শুনিয়া রাজেন্দ্রের প্রফুল্ল বদন ক্রমে ক্রমে বিষণ্ণ হইয়া গেল। মনে মনে ঈশ্বরের নিকট বুদ্ধি ও সহিষ্ণুতার জন্যে প্রার্থনা করিয়া প্রেমপূর্ণ ভাবে বলিল, "প্রিয়ে, তুমি বিরক্ত হইতেছ কেন? সকল স্ত্রীলোকেই গৃহকার্য্য করিয়া থাকে। ধনী, দরিদ্র, ভদ্র, ইতর, সকল অবস্থার স্ত্রীলোকে সংসারের কর্ম্ম দেখে শুনে, তা কি তুমি জান না? আর দেখ, তুমি একাই ত কর্ম্ম কর না; মা ও মৃণ্ময়ী প্রায় সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন। উহাঁরা কর্ম্ম করেন, আর তুমি বসিয়া থাক, ইহা দেখিলে আমার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হয়। আজ যখন মা বলিলেন, তুমি তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছ, আমি শুনিয়া যারপর নাই সুখী হইলাম। একটু কাজ কর্ম্ম করিলে মা ও আমি সুখী হই—আর তোমারও সুখ্যাতি হইবে।"

কামিনী। অমন সুখ্যাতিতে আমার কাজ নাই। শরীর মাটী করিয়া সুখ্যাতি!

রাজেন্দ্র আবার ঈষৎ হাসিল, স্ত্রীর চিবুক ধরিয়া তুলিয়া কহিল, "তোমার কথা শুনিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিতেছি না। মায়ের কাছে শুনিলাম, সকাল বেলা তুমি চাল ও ডাল বেচে দিয়া, তরকারি কুটে দিয়াছিলে, তার পরে আহার করিয়া শুইয়াছিলে। এই খানিক ক্ষণ ঘুম থেকে উঠে ঘর ঝাঁটি দিয়া পান সাজিতে বসিয়াছ। এই অল্প কর্ম্ম করাতে দুর্ব্বল ব্যক্তির ক্লান্তি বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু আমার স্ত্রীর শরীর সুস্থ ও সবল—ইহাতে আমার স্ত্রীর শরীর মাটী হওয়া দূরে থাকুক, ক্লান্তি হওয়া অসম্ভব। সত্য করিয়া বল ত ভাই, তোমার শরীরের কোন্ স্থানটায় বেদনা হইয়াছে?"

কামিনী স্বামীর প্রেম ও সদ্ব্যবহারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আরও অধিকতর বিরক্ত হইয়া বলিল, "বেদনা যদি দেখাইবার হইত, তা হ'লে তোমাকে দেখালেও আমার কোন লাভ হইত না;

তোমার মা সুখী হইলে তুমি সুখী হও; আমার কথা শুনে তো তোমার হাসি পাবেই—তুমি আমার দুঃখে দুঃখী হইবে না, তা তো আমি জান্‌তেম।"

কামিনীর কথা শুনিয়া রাজেন্দ্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, "কামিনী, আমার মনে দুঃখ দিতে কেন উদ্যত হইয়াছ? আজ তুমি গৃহকার্য্যে সাহায্য করিয়াছ, এ কথা মায়ের নিকট শুনিয়া যে টুকু সন্তোষ হইয়াছিল, তোমার কর্কশ কথা শুনিয়া তাহা দূর হইয়া যাইতেছে। কামিনী, আর কত কাল এরূপ করিবে? আপনিও সুখী হইবে না, আমাদিগকেও সুখী হইতে দিবে না; ঈশ্বরকেও অসন্তুষ্ট করিবে। কালি রাত্রে যখন তুমি আমাকে ভিন্ন হইবার কথা বলিয়াছিলে, আমি কত করিয়া তোমাকে বুঝাইলাম যে, তাহা করিলে তোমারই কষ্ট বৃদ্ধি হইবে, আমরাও সুখী হইব না। পরে একত্র ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া দেখিলাম, প্রভু বলিতেছেন, 'তোমরা আপনার সহিত পরের যেরূপ ব্যবহার ভাল বাস, তাহাদের সহিতও তদ্রূপ ব্যবহার কর।' তাহার পরে একত্র দুই জনে প্রার্থনা করিলাম। প্রার্থনার পরে তুমি আমাকে বলিয়াছিলে যে, আজ হইতে তুমি আমাকে ও মাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। আমি শুনিয়া এত সুখী হইলাম যে, তৎক্ষণাৎ আবার প্রভুর ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কামিনী, তবে কেন এ সকল কথা আবার তুলিতেছ? বিনয় করি, আর এরূপ করিও না; আত্মসুখে রত হইও না। আমি তোমার স্বামী; আমার ও আমার মায়ের মনে দুঃখ দিতে কেন চেষ্টা পাইতেছ?"

এ সকল কথা কামিনীর মনোমধ্যে প্রবেশ করিল না, বরং সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, "ভাল, আমি আত্মসুখী, আর তুমি কি?—তুমি কি আমার সুখ দেখ, না তোমার মা সুখী হইলে তুমি

সুখী হও? আমি পৃথক হইবার কথা বলি বল্যে তোমার মনে এত কষ্ট হয়, কিন্তু দেখ, আমি মা ছাড়িয়া পরের সঙ্গে রহিয়াছি। তোমার মাকে ছাড়িতে তোমার যত কষ্ট হয়, আমারও তত কষ্ট হয়। তোমার মায়ের সঙ্গে থাকিলে তুমি সুখী হও, আমি তো সুখী হই না; তবে ভেবে দেখ দেখি, আত্মসুখী কে—তুমি না আমি? আর ধর্ম্ম-পুস্তকের কথা বলিতেছ, তা তুমিই ধর্ম্মপুস্তক পড় আর আমি কি পড়ি না? ধর্ম্মপুস্তকে কি লেখা নাই, 'মনুষ্য আপন পিতা মাতা পরিত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে?' আর আমি যে পৃথক থাকিবার কথা বলি, তাহাতে তোমার কোন কষ্ট নাই—আমিও সুখী হইব। পৃথক হইয়া এক জন দাসী রাখিলে সে সকল কর্ম্ম করিবে, আমাকে কিছু করিতে হইবে না। এক সংসারে থাকিলে কখন দাসী রাখিতে পারিবে না, কেবল আমাকেই পরিশ্রম করিয়া কষ্ট পাইতে হইবে।"

রাজেন্দ্র। কেন? আমাদের কি দাসী নাই,—হরের মা প্রত্যহ পাট করিয়া দেয়।

কামিনী। হাঁ, পাট বরে বটে, রাঁধে না তো।

রাজেন্দ্র। না, হরের মা রাঁধে না; কিন্তু সত্য করে বল দেখি, তুমি এই খানে আসিয়া অবধি কত বার রাঁধিয়াছ?

কামিনী। রাঁধি না বলেই তো এত গোল হইতেছে।

রাজেন্দ্র। কেন? তুমি রাঁধনা বলিয়া, মা কিম্বা মৃণ্ময়ী কি কখন তোমাকে কিছু বলিয়াছেন, কিম্বা তুমি কাজ কর্ম্ম কর না বলিয়া তোমাকে কখন ভৎর্সনা করিয়াছেন?

কামিনী। ভৎর্সনা যে কেবল কথা দ্বারাই করে, তা তো নয়; এক এক ব্যক্তির একটী বক্র দৃষ্টিতে সহস্র ভৎর্সনা হয়। অধিক কি বলিব, আমি একটু বেলা করে উঠি বলিয়া মা ও মৃণ্ময়ী

কথায় কিছু বলেন না, কিন্তু এমনি ভাবে আমার দিকে চাহিয়া থাকেন যেন আমি কতই গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। এই যে আজ মৃণ্ময়ী আমাকে বলিল, "বৌ দিদি—তুমি নগেন্দ্রকে ভাত বাড়িয়া দেও, আমি ততক্ষণ মায়ের ঘর পরিষ্কার বরে আসি।" "আমি নিজে কখন ভাত বাড়িয়া খাই না—আমার বাপের বাড়ীতে দাসীতে ভাত বাড়িয়া দিয়া থাকে" (আর এ কথা যে সত্য, তাহা তুমি জান।) মৃণ্ময়ী হাসিয়া হাসিয়া বলিল, "ভাল, ভাই, আমার কাছে তো এই কথা বলে কাটাইয়া দিলে, আমি নগেন্দ্রের ভাত বাড়িয়া দিতেছি, আমি না হয় ছোট ভাইটীর দাসী হই; কিন্তু যদি কোন দিন দাদা তোমার কাছে ভাত চাহেন, তাহা হইলে ত ও কথা খাটিবে না।" আমি কি কিছু বুঝিতে পারি না? মৃণ্ময়ী পাকে প্রকারে আমাকে তোমার দাসী বলিল; আমাকে দাসী করিবে বলিয়া কি তুমি বিবাহ করিয়াছ? আমি তোমার দাসী হইতে আসি নাই। এ সকল কথা আমার প্রাণে সহে না।

এই প্রকার কথা বলিতে বলিতে কামিনী চক্ষে অঞ্চল দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "তোমাকে যদি বিবাহ না করিতাম, তাহা হইলে এ সকল কথা শুনিতে হইত না। আমার মত হতভাগিনী আর কে আছে? যিনি আমার একমাত্র দুঃখের দুঃখিনী, তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়া অবধি এই সকল কটু কথা সহ্য করিতে হইতেছে। যার জন্যে জন্মের মত মা পরিত্যাগ করিলাম, সেই বলে, আমি আত্মসুখী, আমি তার দাসী।"

অপর ঘরে গৃহিণী কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন, কামিনীর রোদন শব্দ শুনিয়া মাকের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, রাজেন্দ্র কপালে হস্ত রাখিয়া নতশিরে বসিয়া আছে—কামিনী আসনের উপরে বসিয়া রোদন করিতেছে—কতক পান সাজা হইয়াছে, কতক পান সুপারি, ছোট এলাচ, যাহা কামিনী রাগ করিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়াছিল,

ঘরের চতুর্দ্দিকে পড়িয়া আছে। গৃহিণী ঘরে প্রবেশ করিয়া দৃষ্টিপাত মাত্রে সকল বুঝিয়া লইলেন, কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় পুত্রবধূকে তিরস্কার না করিয়া, কটু কথা না বলিয়া পুত্রের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "বাহিরে আইস।"

রাজেন্দ্র ধীরে ধীরে উঠিয়া মাতার প্রতি কাতরভাবে দৃষ্টি করিল—সে দৃষ্টির অর্থ এই, আমার হৃদয় প্রায় বিদীর্ণ হইতেছে। গৃহিণী তাহা বুঝিতে পারিলেন, মৃদুস্বরে কহিলেন, "নিরাশ হইও না—বাহিরে চল।"

রাজেন্দ্র গৃহের বাহিরে গিয়া দালানে মাতার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

গৃহিণী কামিনীর নিকট গিয়া সস্নেহে বলিলেন, "মা, কাঁদিও না; ওঠ, আর তোমার পান সাজিয়া কাজ নাই—যাও, গা ধুইয়া কাপড় ছাড় গিয়া। আজ তুমি অনেক কাজ করিয়াছ—মৃণ্ময়ী আসিয়া বাকি পান সাজিবে এখন।"

কামিনী দেখিল, শ্বাশুড়ী তিরস্কার করিলেন না, তদ্বিপরীতে স্নেহের সহিত কথা বলিতেছেন। কামিনী লজ্জিতা হইয়া সত্বর উঠিয়া আপন কক্ষে চলিয়া গেল।

গৃহিণী, "মৃণ্ময়ী! মৃণ্ময়ী! মাঝের ঘরে কিছু কাজ আছে, এস"—বলিয়া ডাকিয়া দিয়া পুত্রের নিকটে দালানে গেলেন।

রাজেন্দ্র বলিল, "মা, সত্যই আমি নিরাশ হইতেছি, কামিনীর মন কখনই পরিবর্ত্তন হইবে না।"

গৃহিণী বলিলেন, "এখন আর ও সকল কথায় কাজ নাই. চল—মুখে হাতে জল দিয়া কিছু খাও। মনে রাখিও—'ইহা মনুষ্যের অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের সকলই সাধ্য।'"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"তিনি যদি আমাকে নষ্ট করেন, তথাপি আমি তাঁহাকে বিশ্বাস করিব।"

মাতার আদেশানুসারে রাজেন্দ্র জলযোগ করিয়া বাহিরের ঘরে গেল। গিয়া দেখিল, ঘরে কেহ নাই। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল, কারণ তাহার মন তখন নিতান্ত চিন্তাযুক্ত থাকায়, অন্যের সহিত কথা কহা ভার বোধ হইতেছিল। সুযোগ পাইয়া রাজেন্দ্র ধর্ম্মপুস্তক খুলিল, খুলিবামাত্র এই পদ দৃষ্ট হইল,—

"যাহারা প্রভুতে ভরসা রাখে, তাহারা কখনই লজ্জিত হইবে না।"

পুস্তক রাখিয়া দিয়া রাজেন্দ্র নত শিরে প্রার্থনা করিতে লাগিল। প্রার্থনা করাতে মন কতক শান্ত হইল। এমন সময়ে নগেন্দ্র বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছে দেখিয়া রাজেন্দ্র ভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিল, "চল, মাঠে বেড়াইতে যাই।" দুই ভ্রাতায় উড়নি লইয়া বাটী হইতে বাহির হইল। এদিকে বাটীর ভিতরে মৃণ্ময়ী পান সাজিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। গৃহিণীও মৃণ্ময়ীর সহিত বৈকালিক আহারীয় প্রস্তুত করিতে গেলেন।

কামিনী গা ধুইয়া এক খানি পাঁচ পেড়ে শাড়ী পরিয়া শয়নগৃহে বসিয়া রহিল। যখন দেখিল, সকলে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে, তখন বাক্স খুলিয়া সধবার একাদশী নামক নাটক বাহির করিয়া পাঠ করিতে বসিল। এই প্রকার পুস্তক পাঠ করিতে গৃহিণী ও রাজেন্দ্র উভয়েরই নিষেধ ছিল; কারণ উহাতে বর্ণিত নায়ক নায়িকাদের অদ্ভুত ও অলৌকিক চরিত্র পাঠ করিয়া কোমলমতি বালক ও বালিকাগণের মন নিতান্ত চঞ্চল হয় ও নিত্য সাংসারিক কার্য্যের প্রতি অনিচ্ছা ও বিদ্বেষ

জন্মে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কামিনীর মাতা নাটক ইত্যাদি পাঠের বিষয়ে বলিতেন যে, উহা পাঠ করিলে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, ও এই "কলি-কালের" লোকের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয়, সে বিষয় শিক্ষা পাওয়া যায়। নির্ব্বোধ কামিনী তাহাই বিশ্বাস করিত।

সকলে আপন আপন কর্ম্মে ব্যস্ত—এই সুযোগে পাঠকের নিকট এই সকল ব্যক্তির পরিচয় দি।

রাজেন্দ্র কামিনীর পরস্পর কি সম্পর্ক, তাহা পাঠক বুঝিয়াছেন, এ বিষয় আর কিছু বলিতে হইবে না। রাজেন্দ্র গৃহিণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর, স্বভাবতঃ ধীর, ধৈর্য্যশীল ও বুদ্ধিমান। আকৃতি বীর পুরুষের ন্যায়। গৃহিণীর দ্বিতীয় পুত্র যোগেন্দ্র সাত বৎসর বয়ঃক্রমে লোকান্তরগত হয়। মৃণ্ময়ী গৃহিণীর একমাত্র কন্যা; বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর, গৌরাঙ্গী ও সুন্দরী। নগেন্দ্র সর্ব্বকনিষ্ঠ, বয়স দশ বৎসর। বালস্বভাব বশতঃ অত্যন্ত চঞ্চল, সকলের প্রিয়পাত্র, সর্ব্বাপেক্ষা মৃণ্ময়ী অধিক আদুরে। রাজেন্দ্র ও মৃণ্ময়ী উভয়ই নূতন জন্মপ্রাপ্ত খ্রীষ্টের দাস দাসী। আট মাস হইল, রাজেন্দ্রের বিবাহ হইয়াছে। অপরিবর্ত্তিতমনা কামিনী তাহার পত্নী। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, রাজেন্দ্র নিজে পরিবর্ত্তিতমনা হইয়া অপরিবর্ত্তিতমনাকে কিরূপে বিবাহ করিল?—ইহার একই উত্তর দেশাচার। এ বিষয়ে দেশীয় খ্রীষ্টীয়ন-দের মধ্যে পূর্ব্বপুরুষদের রীতিনীতি এখনও কিছু কিছু চলিয়া আসিতেছে। বিবাহের কথা বরকন্যাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া প্রায় অপর লোকেই স্থির করিয়া থাকে। তাহার পরে পাত্র গিয়া একবার পাত্রীর রূপ, বয়স, ক্বচিৎ বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া বিবাহে মতামত দিয়া থাকে। বর কন্যার স্বভাবের উৎকর্ষাপকর্ষ অল্পলোকে চিন্তা বা অনুসন্ধান করে। কখন যদি কোন পাত্রী বা পাত্রের স্বভাবে কোন দোষ দেখা যায়, তাহা হইলে কেহ কেহ বলিয়া থাকে, বিবাহ হইলে ঘরকন্নার ভার পড়িলে

ভাল হইবে;—বা বিবাহ হইলে, আপনার ঘরে আনিয়া আপনার মত করিয়া লইব। হায়. কি ভ্রম! এইরূপ ভ্রমে অন্ধ হইয়া অনেকেই যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দাম্পত্যসূত্রে বদ্ধ হইয়া কিয়ৎকাল সুখে যাপন করে বটে, কিন্তু যত ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই উভয়ে উভয়ের দোষ দেখিতে পাইয়া উভয়ে উভয়ের উপর অসন্তুষ্ট হইতে থাকে। পুরুষ বলে, "তোমার এ সকল দোষ যদি আগে জানি-তাম, তাহা হইলে কখনই তোমাকে বিবাহ করিতাম না।" স্ত্রী মনে মনে, কখন বা মুখে বলে, "আমিও প্রতারিত হইয়াছি।" এমন অবস্থায় যদি উভয়েই ধর্ম্মবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে দিন দিন বিবাদ ও কলহ বৃদ্ধি পায় ও মনান্তর দৃঢ় হইয়া পড়ে।

দেশীয় প্রথা অনুসারে রাজেন্দ্রের বিবাহের কথা স্থির হইয়াছিল, পরে গৃহিণীর অনুরোধে রাজেন্দ্র কামিনীকে দেখিতে যায়। কামিনী দেখিতে সুন্দরী, তাহাতে আবার রাজেন্দ্র দেখিতে আসিবে জানিতে পারিয়া উত্তমরূপে সজ্জা করিয়া বসিয়াছিল। বিশেষতঃ কামিনীর একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, কোন ধনী ব্যক্তিকে বিবাহ করে। রাজেন্দ্রের "পাকা বাটী" ও বাগান আছে, শুনিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, রাজে-ন্দ্রকেই বিবাহ করিবে। অতএব যখন রাজেন্দ্র উহাকে দেখিতে যায়, তখন কামিনী যথার্থই সদ্ব্যবহার করিয়া ছিল। আবার যখন গৃহিণীর পরামর্শানুসারে রাজেন্দ্র কামিনীর পিত্রালয়ে তিন চারি দিবস থাকিয়া উহার স্বভাব লক্ষ্য করে, কামিনী তখন সাবধান ছিল, সুতরাং রাজেন্দ্র উহার কোন দোষ জানিতে পারে নাই। এক দিবস রাজেন্দ্র কামিনীর সহিত কথোপকথন করে ও কামিনীকে জিজ্ঞাসা করে, "ভাল, আমি দরিদ্র প্রচারক; আমাকে বিবাহ করিতে কি তোমার ভয় হয় না?" কামিনী মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, তুমি যত দরিদ্র, তা শুনিয়াছি; মন বুঝিতেছ বুঝি—তা আমাকে ঠকাইতে পারিবে না। প্রকাশ্যে বলিল, "যে যীশুর দাস,

সে কখনই দরিদ্র নয়।" অমনি রাজেন্দ্রের মন গলিয়া গেল এবং পর দিবস বিবাহের কথা স্থির করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিল। বিবাহের এক মাস পরেই কামিনীর প্রকৃত প্রকৃতি প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু এ বিষয় পরে বলিব, এখনও গৃহিণীর পরিচয় দেওয়া হয় নাই, তাঁহার বিষয় কিছু বলি।

গৃহিণী বিধবা—বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, কোন কালেই সুন্দরী নন, তবে সুন্দরের মধ্যে চক্ষু দুইটী—চক্ষু সুন্দর—চক্ষুর দৃষ্টিও সুন্দর—কোমল, স্নিগ্ধ, প্রেমপূর্ণ। গৃহিণী সকল সদ্‌গুণযুতা—খ্রীষ্টের সত্য দাসী। প্রেম, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, দয়া, সৌজন্য, নম্রতা, পরিমিতভোগ ইত্যাদি পবিত্র আত্মিক ফল সকলই গৃহিণীর চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যাইত। রাজেন্দ্রের পিতা অষ্টাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে হিন্দু ধর্ম্ম, জাতি কুল ইত্যাদি সকল পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের দাস হন। খ্রীষ্টীয়ান হইবার এক বৎসর পরে প্রচারকের কর্ম্ম প্রাপ্ত হন, ও তাহার ছয় মাস পরেই আমাদের গৃহিণীকে বিবাহ করেন। সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, প্রচারকের বেতন অতি সামান্য, অতএব কি প্রকারে আমাদের গৃহিণীর সদ্বিবেচনা, উত্তম ব্যবস্থা, পরিমিত ব্যয় দ্বারা রাজেন্দ্রের পিতার সাংসারিক অবস্থার উন্নতি হয়, কিরূপে ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া গৃহ সামগ্রী প্রস্তুত হয়, এবং কিরূপে গৃহিণীর যত্নে তাঁহাদের ঘরের চারি দিকে এক এক করিয়া তাল, নারিকেল, আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের বৃক্ষ সকল দেখা দেয়, এ সকল বলিতে গেলে পুস্তক বাড়িয়া যাইবে, এবং তাহা আমাদের উদ্দেশ্যও নয়। যে কয় ব্যক্তির পরিচয় দিয়াছি, সেই কয় জনের জীবন চরিত পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিবার অভিপ্রায়ে এই ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিত হইল।

রাজেন্দ্রের পিতা গৃহিণীকে গুণময়ি বলিয়া ডাকিতেন, পাড়া প্রতিবাসীরাও উহাঁকে গুণময়ি বলিয়া জানিতেন, কারণ যাহার যে অবস্থা

হউক না কেন, যাহার যে প্রকার ক্লেশ বা দুঃখ উপস্থিত হউক না কেন, গৃহিণী সকলের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। আমাদের গুণময়ী গৃহিণীর সহিত যখন পাঠকের পরিচয় হয়, তাহার সাত বৎসর পূর্ব্বে রাজেন্দ্রের পিতার কাল হয়।

মৃত্যুর দুই তিন দিবস পূর্ব্বে যখন রাজেন্দ্রের পিতা পীড়িত হইয়া শয্যাগত ছিলেন, দিবসিক প্রার্থনা সমাপ্ত হইবার পরে তিনি দুঃখে মগ্না প্রিয়তমা পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "গুণময়ি, ঈশ্বর তোমার অগ্রে আমাকে লইতেছেন, এই জন্যে সহস্র মুখে তাঁহার ধন্যবাদ করিতেছি। বল দেখি, ইহাতে কি পিতার প্রেম চিহ্ন দেখিতে পাইতেছ না?"

গুণময়ী স্বামীর চরণে হস্ত রাখিয়া বসিয়াছিল; স্বামীর কথা শুনিয়া সরিয়া আসিল, স্বামীর বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিল ও রোদন করিতে করিতে বলিল, "তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়া অপেক্ষা জীবন দেওয়া সহজ বোধ হইতেছে।"

পীড়িত সাধু কিছু ব্যথিত হইলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিলেন—

"এ জীবনে প্রভুর দাস হওনাবধি প্রভু আমাকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই; আমার পক্ষে যাহা মঙ্গলদায়ক, তাহা করিয়াছেন; এক্ষণে তাঁহার নিকটে জীবনের শেষ প্রার্থনা এই, আমাকে তোমার অগ্রে লইতেছেন, ইহাতে আমাদের সন্তানদের পক্ষে ও আমাদের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, তাহাই তিনি করিতেছেন, ইহা যেন তুমি দেখিতে পাও।"

গুণময়ী অধিকতর রোদন করিতে লাগিল। বলিল, তুমি আমার আগে গেলে আমি কি ইহাদিগকে মানুষ করিতে পারিব? কখনও বাহিরে কর্ম্ম করিতাম না, ইহাদের রক্ষা করিতাম। দাস দাসীদের ভরসায় ইহাদের রাখিয়া গেলে, ইহাদের ধর্ম্মশিক্ষা কিরূপে হইবে?

তুমি যেরূপ ব্যবহারে ও কথায় ইহাদিগকে শিক্ষা দিতে, তাহা দাসীদের দ্বারা হইবে না।”

গুণময়ী রোদন সংবরণ করিয়া মনে২ প্রার্থনা করিতে লাগিল।

ক্লান্ত ও মৃদু স্বরে আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, “গুণময়ি, বল দেখি, অগ্রে কাহার যাওয়া ভাল?’ স্বামীর প্রশ্ন শুনিয়া গুণময়ি,—খ্রীষ্টের দাসী গুণময়ী—মস্তক তুলিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া উত্তর দিল,—

“ ইহা প্রভুর কার্য্য, তাঁহার বিবেচনায় যাহা উত্তম, তাহাই তিনি করুন। তিনি যদি আমাকে নষ্ট করেন, তথাপি আমি তাঁহাতে ভরসা রাখিব।”

আনন্দের সহিত আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি বলিলেন, “প্রভুর গৌরব হউক!”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

“আমাকে ক্ষমা করুন।”

হরের মা বৈকালিক কর্ম্ম কাজ করিয়া চলিয়া গেলে গৃহিণী ও মৃণ্ময়ী রন্ধনাদি সমাপ্ত করিয়া মাঝের ঘরে আসিয়া রাজেন্দ্রের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মৃণ্ময়ী একটী সাজী হইতে গৃহিণীকে শিল্প কার্য্য অর্থাৎ মোজা লইয়া প্রদান করিয়া ও নিজেরও কার্য্য লইয়া মাতার নিকট আসিয়া শিল্পকার্য্য করিতে লাগিল। কামিনী বৈকাল হইতে ঘরের বাহির হয় নাই। অল্পক্ষণ পরে রাজেন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিল, নগেন্দ্র আল্‌নায় উড়নি রাখিয়াই মাতার কোলে ঝাঁপিয়া পড়িল। মৃণ্ময়ী শিল্প কার্য্য রাখিয়া দিয়া দুই ভ্রাতার চটি জুতা, গামছা ও এক ঘটি জল লইয়া বাহিরে রকে

রাখিয়া দিয়া রন্ধনগৃহে আহারের আয়োজন করিতে গেল। সকল প্রস্তুত করিয়া মৃণ্ময়ী অগ্রে মাতা ও ভ্রাতাকে ডাকিয়া, পরে কামিনীকে ডাকিতে গেল। এ বাটীর নিয়ম ছিল, দিবাভাগে স্ত্রী ও পুরুষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আহার করিত, কিন্তু রাত্রে পরিবারস্থ সকলে একত্র বসিয়া আহার করিত; কেবল যখন বাটীতে কোন অতিথি আসিত, তখন, পুরুষ মাত্রেরই আহারীয় বাহিরের ঘরে প্রেরিত হইত।

মৃণ্ময়ী কামিনীর কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল, কোন উত্তর না পাইয়া, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে, কামিনী শয়ন করিয়া আছে। নিকটে গিয়া দেখে, কামিনী জাগরিত। মৃণ্ময়ী বলিল, “বৌ, ভাত বাড়া হইয়াছে, এস; মা ও দাদা তোমার অপেক্ষা করিতেছেন।”

কামিনী। আমি পা ধুইয়া বসিয়া আছি, এখন রান্না ঘরে গেলে পায়ে কাদা লাগিবে।

কথা শুনিয়া মৃণ্ময়ীর হাসি পাইল। ভাবিল, পা অপরিষ্কার হইলে কি আর পরিষ্কার করিবার উপায় নাই? ঘরে কি জল নাই? কিন্তু ভ্রাতৃভার্য্যার ভয়ে হাস্য সংবরণ করিয়া, ও মনের কথা মনে রাখিয়া বলিল, চটি পায়ে দিয়া এস।”

কা। চটি কোথায় পাইব? যে জোড়া বাপের বাড়ী থেকে আনিয়াছিলাম, তাহা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

মৃ। কেন?—দাদা যে এক জোড়া চটি কিনে দিয়াছেন, তাহা ত তুমি আজও পায়ে দেও নাই।

কা। পোড়া কপাল অমন চটির—আমি আজ পর্য্যন্ত অমন জুতো কখন পায়ে দিই নাই।

মৃণ্ময়ী বুঝিল, না আসিবার মন; অতএব রন্ধনগৃহে ফিরিয়া গেল।

রাজেন্দ্র আগ্রহ-সহ দ্বারের দিকে চাহিয়াছিল, কিন্তু মৃণ্ময়ীকে একাকিনী আসিতে দেখিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নয়ন নত করিল।

কামিনীর ভাত উহার কক্ষে রাখিয়া আসিয়া, মৃণ্ময়ী মাতার ও ভ্রাতার সহিত আহার করিতে বসিল।

আহারের সময়ে কেহ কোন কথা বলিল না। সকলে চিন্তায় মগ্ন। নগেন্দ্র ভাব দেখিয়া চুপে চুপে মৃণ্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, বৌ বুঝি আবার রাগ করেছে?" মৃণ্ময়ী ইঙ্গিতে নিষেধ করাতে সে অমনি নীরব হইয়া রহিল।

আহারের পরে গৃহিণী ও তাঁহার দুই পুত্র বাহিরে আচমন করিতে বসিলেন। মৃণ্ময়ী উচ্ছিষ্ট পাত্র সকল একত্র করিয়া রাখিল, ও অবশিষ্ট কর্ম্ম শেষ করিয়া, রন্ধনগৃহে চাবি দিয়া মাঝের ঘরে প্রদীপ জ্বালিল, এবং মাতা ও ভ্রাতাকে পান আনিয়া দিলে পর সকলে মাঝের ঘরে গিয়া বসিল। রাজেন্দ্র বলিল, মৃণ্ময়ী, আজ আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি। ধর্ম্মপুস্তক আন, প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিব।"

মৃণ্ময়ী ধর্ম্মপুস্তক আনিয়া ভ্রাতাকে প্রদান করিল, রাজেন্দ্র দুঃখিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রার্থনার সময়েও কি কামিনী বাহিরে আসিবে না?"

এ কথা শুনিয়া গৃহিণী উঠিয়া কামিনীর কক্ষ মধ্যে গেলেন। দেখিলেন, কামিনী শয়ন করিয়াছে, শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কামিনীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "মা, প্রার্থনা হইবে; উঠ মাঝের ঘরে চল।"

কামিনী রাগান্বিত হইলেও গৃহিণীর সম্মুখে কখনও কিছু বলিতে পারিত না। আর গৃহিণী এরূপ মিষ্টভাষিণী যে, তাঁহার কথা শুনিলে কেহই রাগ করিয়া অনেকক্ষণ থাকিতেও পারিত না। কামিনীর মন নিতান্ত কঠিন নহে। গৃহিণীর স্নেহভাব দেখিয়া স্বীয় বিবেক কামিনীকে তিরস্কার করিতে লাগিল। এক এক বার ইচ্ছা হইল, শাশুড়ীর বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়া নিজ দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, কিন্তু অহঙ্কার ও শয়তানের বাধা কামিনীর হৃদয়ে প্রবল হইল। আর দুর্ব্বলা,

আত্মসুখী কামিনী সে বাধা গ্রাহ্য করিয়া নীরবে রহিল। কিন্তু শাশুড়ীর অনুরোধ অমান্য না করিয়া তাঁহার সঙ্গে মাঝের ঘরে গেল। আসিয়া স্বামীর, মৃণ্ময়ীর ও গৃহিণীর দুঃখিত ভাব দেখিয়া আর বার বিবেক কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইল, তবু মুখে কথা নাই।

রাজেন্দ্র ধর্ম্ম পুস্তক খুলিয়া পঞ্চাশের গীত পাঠ করিল। পাঠান্তর "আমি পাপী, খ্রীষ্টের চরণ যাই ধরে," এই গানটী গাহিতে আরম্ভ করিল। মৃণ্ময়ী ও নগেন্দ্র উহার সহিত যোগ দিল। রাজেন্দ্র উত্তম গায়ক। যাহা গাইত, তাহাই মিষ্ট লাগিত। যাহা গাহিত, হৃদয়ের সহিত গাহিত। কন্যা পুত্রের গান শুনিতে শুনিতে গৃহিণীর চক্ষু আর্দ্র হইল, কামিনী দেখিয়া শুনিয়া অধৈর্য্য হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল, "বাস্তবিক, এমন স্বামী, শাশুড়ী ও ননদ অল্প লোকের দেখিয়াছি—আমি কি অন্যায় করিতেছি? এমন যীশুপ্রিয় সাধুদের মনে অকারণে কষ্ট দিতেছি।" গান শেষ করিয়া রাজেন্দ্র প্রার্থনা আরম্ভ করিল। প্রার্থনায় নিজ দুর্ব্বলতা, অসহিষ্ণুতা, স্বীকার করিল। প্রভুর কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিজ অযোগ্যতা স্বীকার করিল। পরে ধৈর্য্য ও শক্তির নিমিত্ত অতি কাতরভাবে নিবেদন করিয়া প্রার্থনা শেষ করিল। পরে গৃহিণী প্রার্থনা করিলেন, যেন তাঁহার সন্তান সন্ততি (প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিয়া) সকল খ্রীষ্টের সত্য দাস দাসী হয় ও যেন তিনি নম্রতা, সহিষ্ণুতা, ও প্রেমের সহিত তাহাদিগকে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা দিতে পারেন, এই নিমিত্ত শক্তি প্রার্থনা করিলেন। কামিনীর মন গলিয়া গেল—কামিনী রোদন করিয়া ভাবিতে লাগিল, আমার স্বামী ও শাশুড়ী যথার্থই খ্রীষ্টীয়ান—ইহাঁরা যখন প্রভুর নিকট নিজ দোষ স্বীকার করিয়া নম্রতার জন্যে প্রার্থনা করেন, তখন না জানি আমি কত অপরাধিনী। নিজ দাস দাসীর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া প্রভু কামিনীর হৃদয়ে পবিত্র আত্মার দ্বারা আঘাত করিতে ছিলেন। প্রার্থনা

শেষ হইতে না হইতে নগেন্দ্র মাতার ক্রোড়ে উঠিয়া বসিয়া দুই বাহু দ্বারা দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "মা, তুমি দুঃখিত হইও না; আমি কখনও তোমার অবাধ্য হইব না।" ইহা শুনিয়া কামিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না—নম্রতাসহ গৃহিণীর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিল, "মা আমি অনেক দোষ করিয়াছি; আমাকে ক্ষমা করুন।"

রাজেন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল—গৃহিণী কামিনীকে হৃদয়ে তুলিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন, "প্রভু তোমাকে ক্ষমা করুন।" পরে মৃদুস্বরে বলিলেন, তোমার স্বামীর নিকট ক্ষমা চাহিও।"

কামিনী বিদায় হইয়া শয়নগৃহে চলিয়া গেলে, রাজেন্দ্র প্রফুল্ল বদনে বলিল, "মা প্রভুর কি প্রেম; তিনি আমাদিগকে শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষাতে ফেলেন না।" সপ্রেম ভাবে গৃহিণী পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, আমরা যে মাংসমাত্র, তাহা তাঁহার মনে আছে।" কিয়ৎক্ষণ পরে রাজেন্দ্র আনন্দিত চিত্তে কামিনীর পশ্চাৎ গমন করিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কামিনী আর বার শয়তান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। শয়তান বলিল—ছিঃ, ছিঃ, তোর একটুও সাহস নাই? ক্ষমা চাহিলি, অধীনতা স্বীকার করিলি—আবার স্বামীর নিকট ক্ষমা চাহিবি? জন্মের মত নত হইয়া থাকিবি?—" দুর্ব্বলা কামিনী আর বার আত্মার শত্রুর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া মন কঠিন করিয়া বসিয়া রহিল।

অপর যে সকল কার্য্য ছিল, মৃণ্ময়ী তাহা শেষ করিয়া নিজ কক্ষে শয়ন করিতে গেল, কিন্তু শয়ন করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মপুস্তক বাহির করিয়া পাঠ করিল, পরে প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিল।

এ দিকে গৃহিণী নগেন্দ্রকে লইয়া প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিতে গেলেন। নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "মা, বৌ এত তুষ্ট কেন?" গৃহিণী উত্তর করিলেন, "বৌ আজও যীশুকে মন দেয় নাই।"

"যীশুকে মন দিলে কি লোকে ভাল হয়?"

গৃহিণী। আমরা কেহই নিজ শক্তিতে কোন দোষ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি না। যীশুকে মন দিলে তিনি আমাদের শক্তি দেন। তাঁহার শক্তিতে আমরা পাপকে জয় করিতে পারি।

ন। মা আমি যীশুকে মন দিলে তিনি আমাকেও ভাল করিবেন তো? আমি তুষ্ট হইতে চাহি না।

গৃ। যীশুকে মন দেও, তাঁহাতে বিশ্বাস কর; তিনি তোমাকে অবশ্যই পাপ হইতে রক্ষা করিবেন।

এই কথা শুনিয়া সন্তোষচেতা বালক মাতাকে আলিঙ্গন করিয়া সচ্ছন্দে নিদ্রা গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মৃণ্ময়ী।

মৃণ্ময়ী গৃহিণীর ঘরের পরবর্ত্তী ঘরেই থাকিত। গৃহিণীর গৃহ দিয়া উহাতে প্রবেশ করিতে হইত, অপর দ্বার ছিল না। কুঠরীর দুই দিকে দুইটী গবাক্ষ ছিল। এই গবাক্ষ দুইটীর নিকট মৃণ্ময়ী ও নগেন্দ্র দুইটী পুষ্প বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল, একটী গোলাপ অপরটী বেল। এ দুই বৃক্ষে মৃণ্ময়ী ও নগেন্দ্র স্বয়ং প্রত্যহ জল দিত। আর যখন উহাতে ফুল ফুটিত, তখন দুই ভ্রাতা ভগিনীর আহ্লাদের সীমা থাকিত না। আর মৃণ্ময়ীর কক্ষমধ্যে যদি পাঠক কি পাঠিকা একবার দৃষ্টি করেন, নিশ্চয় সন্তুষ্টচিত্তে মৃণ্ময়ীর গৃহকার্য্যে নিপুণতা স্বীকার করিবেন। কক্ষমধ্যে একটী ছোট খাট, উহার চাদর পরিষ্কার, বালিশের ওয়াড় পরিষ্কার, মশারী পরিষ্কার; এক পার্শ্বে একটী ছোট বিরুর উপরে একখানা

আর্শী, আর্শীর কাছে একখানি চিরুণী; চিরুণী খানি এক বার হাতে তুলিয়া দেখ, উহাতে এক গাছি চুল কিম্বা একটুও ময়লা জমে নাই। দেওয়ালের গায়ে একটী ক্ষুদ্র সেল্‌ফ। সেল্‌ফের উপরে কতকগুলি পুস্তক সাজান আছে, উহাতে বিন্দুমাত্র ধূলা নাই। পার্শ্বে এক খানি জলচৌকি। জলচৌকির উপরে একটী গেলাস, ঘটি ও এক খানি পাথর—সকলই পরিষ্কার। গেলাস ঘটিতে "মুখ দেখা" যাইতেছে, ঘটির উপর এক খানি গামছা, তাহাও "ধব্ ধব্" করিতেছে। গৃহিণী প্রত্যেককে দুই খানি করিয়া গামছা কিনিয়া দিতেন। তাহার এক খানি ব্যবহৃত হইত, এক খানি ধোবার বাড়ী যাইত। এই নিয়মের দ্বারাই গৃহিণীর বাটীর গামছা সকল এত পরিষ্কার থাকিত। জলচৌকির পায়ায়, খাটের পায়ায়, দেওয়ালে, দ্বারে, কোন স্থানে চূণ বা ক্ষয়েরের একটী দাগ ছিল না। আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকেরা প্রায় এই সকল স্থানে হাত মুছিয়া থাকেন, কিন্তু গৃহিণী মৃণ্ময়ীকে সর্ব্বদা নিকটে একখানি "ঝাড়ন" রাখিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে মৃণ্ময়ীর এই সকল বস্তু এত পরিষ্কার থাকিত। কক্ষমধ্যে একটী আল্‌নাও ছিল, তাহাতে বস্ত্রগুলি পরিষ্কার ও উত্তমরূপে সাজান। উহার সহিত একখানিও অপরিষ্কার বস্ত্র ছিল না। পাঠিকা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে কি মৃণ্ময়ীর বস্ত্র কখনও অপরিষ্কার হইত না? হইত, সকলেরই বাটীতে অল্প বা অধিক পরিষ্কার বস্ত্র থাকে। কিন্তু গৃহিণী মৃণ্ময়ীকে এরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, মৃণ্ময়ী কখনই পরিষ্কার বস্ত্রের সহিত অপরিষ্কার বস্ত্র রাখিত না। মৃণ্ময়ীর খাটের নিম্নে যে পেটেরা দেখিতে পাইতেছ, তুমি উহা খুলিলে, মৃণ্ময়ী অপরিষ্কার বস্ত্র কিরূপে রাখে, দেখিতে পাইবে। যখন মৃণ্ময়ীর বয়স নয় বৎসর, তখন সে গৃহিণীকে বলে, "মা তোমার ও দাদার যেমন আলাদা আলাদা ঘর, তেমনি আমাকেও একটি আলাদা ঘর দেও!" বাটীর মধ্যে তিনটী

বড় বড় কুঠরী ছিল, একটিতে রাজেন্দ্র, অপরটিতে গৃহিণী থাকিতেন। দিবাভাগে লোক জন আসিলে মাঝের ঘরে বসিত। তবে গৃহিণীর ঘরের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র কুঠরী ছিল, রাজেন্দ্রের পিতা জীবিত থাকিতে উহা সূতিকাগৃহ রূপে ব্যবহৃত হইত। গৃহিণী মৃণ্ময়ীকে ঐ ঘর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করিয়া দিলেন, ও বলিয়া দিলেন, "যে দিবস দেখিব, তুমি এ ঘর অপরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছ, সেই দিবস হইতে আর ইহাতে ঢুকিতে পাইবে না।" মৃণ্ময়ী কিরূপে মাতৃ আদেশ রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, পাঠক বা পাঠিকা স্বয়ং তাহা দেখিয়াছেন, সে সকলই মৃণ্ময়ীর। মৃণ্ময়ী ইহা নিজ সদ্ব্যবহার দ্বারা উপার্জ্জন করিয়াছে। মৃণ্ময়ীএক একটী গৃহকার্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিবার সময়ে গৃহিণী উহাকে একটী দ্রব্য দিবার অঙ্গীকার করিতেন, আর সে কার্য্যে পটু হইলেই, মৃণ্ময়ীকে তাহা দত্ত হইত। এইরূপে মৃণ্ময়ী গৃহকার্য্য করিতে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া, অন্যান্য বালিকা অপেক্ষা নিপুণা হইয়া উঠিয়াছে।

পর দিবস প্রাতে মৃণ্ময়ী সকলের অগ্রে উঠিল। অগ্রে এক খানি ঝাড়ন লইয়া নিজ ঘর পরিষ্কার করিল। তাহার পরে আপনার হাত মুখ ধুইয়া, মাতা ও ভ্রাতৃদ্বয়ের নিমিত্ত মুখ ধুইবার জল, দন্ত মার্জ্জনী ও গামছা গুছাইয়া রাখিয়া দিয়া, নিজ কক্ষে আসিয়া বসিল। প্রথমে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিল, পরে নতশিরে প্রার্থনা করিল, যেন সে দিবসের কার্য্যের জন্য সে ঊর্দ্ধ হইতে শক্তি ও বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহার পরে ভ্রাতৃবধূর মন পরিবর্ত্তনের জন্যে ও সহোদরের মনের সুখের নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। এইরূপ প্রার্থনা ও ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে মৃণ্ময়ী কখনই ত্রুটী করিত না। যখন মৃণ্ময়ী বালিকা ছিল, তখন গৃহিণী, এখন যেরূপ নগেন্দ্রকে লইয়া করেন, মৃণ্ময়ীকে সঙ্গে লইয়া ঐ রূপ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও প্রার্থনা করিতেন; তাহাতেই মৃণ্ময়ী ও রাজেন্দ্রের এই অভ্যাস স্থায়ী হয়।

মৃণ্ময়ী বাহিরে আসিয়া দেখিল, কামিনী ব্যতীত পরিবারস্থ আর সকলেই উঠিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। রাজেন্দ্র জলযোগ করিয়া প্রচার করিতে বাহির হইল, নগেন্দ্র নিজ পাঠ অভ্যাস করিতে বসিল, গৃহিণী হরের মার সঙ্গে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। মৃণ্ময়ী গৃহিণীর নিকটে গিয়া বলিল, "মা যদি বল ত আমি একবার বুড়ী দিদির বাড়ী যাই।"

গৃ। এমন সময় বুড়ী দিদির বাড়ী গিয়া কি করিবে?

মৃ। হরের মা বলিতে ছিল যে, বুড়ী দিদির হাত পায়ের গাঁইট ফুলিয়াছে, যদি বল ত আমি যাইয়া তার ঘরের কাজ কর্ম্ম করিয়া দিয়া আসি।

এ কথা শুনিয়া হরের মা বলিল, "হাঁ, মাঠকুরাণী, বুড়ী বড় কষ্ট পাইতেছে, কাল দুই প্রহরের পরে আমি এক কলসি জল তুলিয়া দিয়া দুইটী ভাতেভাত রাঁধিয়া দিই, তবে বুড়ীর খাওয়া হয়।" গৃহিণী শুনিয়া বলিলেন,—"যাও, আর তোমার দিদিকে বলিও, আমি এখান থেকে ভাত পাঠাইয়া দিব।"

মৃণ্ময়ী হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল।

"বুড়ী দিদি" কে? ইহা জানিবার জন্য পাঠিকার কৌতূহল হইয়া থাকিবে। বৃদ্ধা মৃণ্ময়ীর সম্পর্কীয় কেহই নয়—পাড়ায় বহুকাল অবধি বাস করিতেছে। প্রায় আশী বৎসর বয়ঃক্রম, পুত্র কন্যা দৌহিত্র পৌত্র একে একে সকলেই পরলোক গমন করিয়াছে। বৃদ্ধা একাকিনী উহাদের পশ্চাতে পড়িয়াছিল। মণ্ডলী হইতে মাসিক দুই টাকা পাইত, এবং প্রতিবেশীগণ, বিশেষতঃ আমাদের গৃহিণী উহাকে সাহায্য করিতেন। গৃহিণীর বাটীর অতি নিকটেই থাকিত, এই জন্যে গৃহিণী মৃণ্ময়ীকে উহার নিকট একাকিনী যাইতে দিলেন।

মৃণ্ময়ী গিয়া দেখিল, বৃদ্ধরা দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, ডাকিবামাত্র বৃদ্ধা

উত্তর দিয়া বলিল, "কে ও? মৃণ্ময়ী দিদি? দাঁড়াও, খুলে দি।" অনেক কষ্টে বৃদ্ধা দ্বার খুলিয়া দিলে, মৃণ্ময়ী দেখিল যে, উহার শরীরের প্রত্যেক সন্ধিস্থান অত্যন্ত ফুঁলিয়াছে। মৃণ্ময়ী বলিল, "দিদি, তুমি বড় কষ্ট পাইতেছ শুনিয়া, তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তুমি বাহিরে দাবায় আসিয়া বৈস, আমি তোমার বাসী পাট করিতেছি।"

বৃদ্ধার চক্ষে জল আসিল, বলিল, "ঈশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন। তুমি যেমন অনাথিনীর উপকার কর, তেমনই পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।"

বুড়ী দিদির একটী মাত্র পর্ণকুটীর, তাহাও অত্যন্ত ক্ষুদ্র, দাবায় রন্ধন ও গৃহমধ্যে শয়ন করা হয়। মৃণ্ময়ী অগ্রে দাবা ঝাঁটি দিয়া একটী মাদুর এক পার্শ্বে পাতিয়া বুড়ী দিদিকে বসিতে দিয়া, উহার মুখ ধুইবার জল ইত্যাদি সকল ঠিক করিয়া দিল। তাহার পরে ঘর, উঠান ঝাঁটি দিয়া উনান লেপিয়া অপরিষ্কার বাসন কলসি বাহির করিয়া, মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া ঘরে সাজাইয়া রাখিল। তাহার পরে এক কলসি জল নিকটের পুষ্করিণী হইতে তুলিয়া রাখিল। বৃদ্ধা অনিমিষ চক্ষে স্নেহের সহিত মৃণ্ময়ীর কর্ম্ম লক্ষ্য করিতেছিল। বৃদ্ধা বলিল, "ঈশ্বরের কি মহানুগ্রহ! দেখ, যদিও আমার আত্মীয় কেহ নাই, তথাচ আমার সকলই আছে; আমার কিছুরই অভাব নাই।" মৃণ্ময়ী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন দিদি—অভাব নাই কেমন করে?"

বৃদ্ধা। দেখ, আমার যখন যাহা আবশ্যক, প্রভু তখনই তাহা দিয়া থাকেন। পরশ্ব আমার এ সকল গাঁইটে ব্যথা ধরে, তথাচ কষ্টে দুটী ভাতে ভাত রান্ধিয়া আহার করি। কাল প্রাতে যখন উঠি, তখন আর হাত নাড়িতে পারিলাম না, অনেক যাতনা সহ্য করিয়া, ঘর ঝাঁটি দিয়া আমার পিতা আমার জন্যে কি প্রেরণ করেন, এই অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। নিশ্চয়ই জানিতাম, যদিও আমি রাঁধিতে পারিলাম না,

তিনি আমাকে অনাহারে রাখিবেন না। বেলা দুইটার সময় হরের মা এই পথ দিয়া যাইতেছিল, আমি শুইয়া আছি দেখিয়া কাছে এসে ডাকিল, আমি তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হরের মা যেই শুনিল, আমার আহার হয় নাই, অমনি আমার জন্যে রাঁধিতে বসিল ও আমাকে আহার করাইয়া তাহার পরে ঘরে গেল। মৃণ্ময়ী, আমার সন্তান বেহ জীবিত থাকিলেও ইহা অপেক্ষা অধিক করিত না। দেখ, আবার আজও আমার অসুখ আছে বলিয়া আমার পিতা তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি সুখে শুইয়া আছি, তুমি আমার সকল কর্ম্ম করিয়া দিলে। আমার যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা সকলই পিতা যোগাইয়া দিতেছেন, আমার কিছুরই অভাব নাই, আমার ধনী পিতার গৃহে কিছুরই অকুলান নাই।

বলিতে বলিতে বৃদ্ধার মুখমণ্ডল স্বর্গীয় প্রেমে উজ্জ্বল হইল। মৃণ্ময়ী ভক্তিভাবে উহার মুখপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "সত্যই বটে, 'আমি যুবা ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হইলাম, কিন্তু ধার্ম্মিক লোককে পরিত্যক্ত কিম্বা তাহার বংশকে অন্ন ভিক্ষা করিতে দেখিলাম না।"

বৃদ্ধা শুনিয়া বলিল, "হাঁ, যীশুতে বিশ্বাসকারিরা কখনই ক্ষুধার্ত্ত বা তৃষ্ণাতুর হইবে না।"

মৃণ্ময়ী সকল কার্য্য করিয়া বিদায় লইবার সময়ে বলিল, "দুই প্রহরের সময়ে ভাত লইয়া আবার আসিব।"

মৃণ্ময়ী বাটীতে আসিয়া দেখিল, গৃহিণী স্নান করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কামিনী তখনও নিজ কক্ষ হইতে বাহির হয় নাই। মৃণ্ময়ী ভাবিল, হয় তো কাল্‌কের ব্যবহারের জন্যে কিছু লজ্জিত হইয়াছে, না ডাকিলে বাহিরে আসিবে না। অতএব কামিনীর ঘরে গিয়া বলিল, "বৌ, নাইতে যাবে, এস!"

কা। পুকুরে যাওয়া আমার অভ্যাস নাই। চিরকাল তোলা জলে স্নান করি। তোমার খাতিরে কদিন পুষ্করিণীতে স্নান করিয়াছি, আর করিব না।

মৃ। কেন? তাতে কো অসুখ করে নাই তো?

কা। না, অসুখ করে নাই বটে; তবু আমার ভাল লাগে না।

মৃ। পুষ্করিণীতে স্নান করা বড় আমোদ। আমি একা যাইতেছি, চল না বৌ, আমার সঙ্গে যাইবে, চল? আমি তোমার জন্য তৈল আনি, ও আপনিও তৈল মাখিয়া একটী কলসি লইয়া আসি।

কা। আমি জল তুলিতে পারিব না, পুষ্করিণীতে স্নান করিতেও চাহি না।

মৃণ্ময়ী হাসিয়া উঠিল—বলিল, বৌ, আমি একটী বৈ দুটী কলসির নাম করি নাই, তুমি কেন, ভাই, মনে করিলে যে, তোমাকেই জল তুলিতে হইবে? আর জল না আনিলেও চলে, হরের মা জল তুলিয়া থাকে; তবে আমি ইচ্ছা ক'রে জল তুলি, যেন জল তোলা অভ্যাসটা থাকে।"

কা। এমন দাস্যবৃত্তি অভ্যাস করিতে তোমার কেন এত ইচ্ছা হয়?

মৃ। দাস্যবৃত্তি কেন? ইহা ঘরের কার্য্য। ভাবিয়া দেখ, যদি কখন হরের মায়ের ব্যামোহ হয়, তবে ঘরের জল তো আমাদেরই তুলিতে হইবে। যদি অভ্যাস না থাকে, তবে একে বারে অত জল তুলিতে কি কষ্ট হইবে না? তাই মা ও আমি প্রত্যহ দুই তিন কলসি জল তুলিয়া থাকি। আর মা বলিয়াছেন, যদি ছয় মাস রোজ তিন কলসি করিয়া জল তুলি, তিনি আমাকে একটী পিতলের কলসি কিনিয়া দিবেন।

মৃণ্ময়ীর হাস্য মুখ ও মিষ্ট কথা শুনিয়া কামিনী আর কোন প্রত্যুত্তর করিতে পারিল না। আর কামিনী স্বীয় সরলান্তঃকরণ নন-

দীকে ভালও বাসিত। কিন্তু উহার আত্মার শত্রু উহাকে যে সকল পরামর্শ দিতেছিল, কামিনী তাহা গ্রহণ করিয়া মন কঠিন করিয়া বসিয়াছিল। এমন কি, গত রাত্রে রাজেন্দ্র এক আশাযুক্ত হইয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল যে, কামিনী অবশ্যই নিজ দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, কিন্তু কামিনী স্বামীর সহিত একটীও কথা কহে নাই। এখন মৃণ্ময়ীর কথায় কামিনী বলিল, "না, ভাই, তুমি যাও, আমি বাটীতেই স্নান করিব। হরের মাকে বল, জল তুলিয়া দিক্।

যে পুষ্করিণীতে স্নান হইত, তাহা রাজেন্দ্রেরই পুষ্করিণী। উহাতে পুরুষ মাত্রেই আসিত না। কেবল পাড়ার স্ত্রীলোকেরা স্নান করিত।

মৃণ্ময়ী দুঃখিতা হইয়া একাকিনী স্নান করিতে চলিয়া গেল।

—:—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রবিবারের নিমিত্ত আয়োজন।

মৃণ্ময়ী স্নান করিয়া আসিয়া কামিনীর জলযোগের আয়োজন করিয়া দিয়া, স্বয়ং জল খাইয়া রন্ধন করিতে বসিল। গৃহিনী রন্ধন গৃহের এক পার্শ্বে বসিয়া মোজা বুনিতেন ও কোন্ ব্যঞ্জন কিরূপে পাক করিতে হয়, তাহা মৃণ্ময়ীকে শিক্ষা দিতেন এবং কখন কখন নিজেও কিছু পাক করিতেন। রন্ধনাদি সমাপ্ত করিয়া মৃণ্ময়ী ভ্রাতৃদ্বয়ের স্নানের তৈল, গামছা, পা ধুইবার জল, চটি জুতো যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া মাঝের ঘরে যাইয়া পান সাজিতে বসিবে, এমন সময়ে রাজেন্দ্র প্রচার করিয়া প্রত্যাগমন করিল। প্রচার করিয়া আসিবার সময়ে প্রাত্যহিক বাজার করিয়া আনিত। পুত্র আসিয়াছে দেখিয়া, গৃহিণী ক্রীত বস্তু সকল তুলিতে গেলেন, নগেন্দ্র মাতার সাহায্য করিতে লাগিল, রাজেন্দ্র

মাঝের ঘরে মৃণ্ময়ীর নিকট বসিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিল। পরে নগেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া স্নান করিয়া আসিয়া, আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে গেল। কামিনী যথানিয়মে শাশুড়ী ননদের সহিত আহার করিল।

আহারের পরে মৃণ্ময়ী বুড়ী দিদির অন্ন লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া কামিনী বলিল,

"ভাল মৃণ্ময়ী এই কাটফাটা রৌদ্রে এক সামান্য বুড়ীর জন্যে এত ক্লেশ করিয়া তোমার কি লাভ?"

মৃণ্ময়ী মধুময় হাসি হাসিয়া বলিল, "বৌ, কখনও কি শুন নাই, 'আমার এই ক্ষুদ্রতম শিষ্যদের মধ্যে যাহার প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহা আমারই প্রতি করিয়াছ?' ইহা অপেক্ষা আর কি লাভ আছে? বৌ, বুড়ী দিদি 'পর' নয়, আমরা একই পিতার সন্তান; কুৎসিতাও নয়, যীশুর সৌন্দর্য্যে ভূষিতা।"

কামিনী হাসিতে হাসিতে বলিল, "ক্ষমা কর, ভাই; আর কাজ নাই। যাও, যাও, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, যাকে সকলে ঘৃণা করে, তুমি তাকেই ভাল বাস।"

মৃণ্ময়ী হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে নগেন্দ্র আসিয়া বলিল, "দিদি, ভাতের পাথর আমার হাতে দেও, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

মৃণ্ময়ী। বিস্তর দূর নয়, আমি অনায়াসে লইয়া যাইতে পারিব।

ন। তবে যদি বল ত আমি তোমার সঙ্গে ২ যাই।

মৃণ্ময়ী। এস।

পথে মৃণ্ময়ী জিজ্ঞাসা করিল, "নগেন্, আমার সঙ্গে কেন আসিলে?"

ন। বুড়ী দিদিকে দেখিতে।

মৃণ্ময়ী। হাসিতে লাগিল, বলিল, নগেন্, তুমি যে বুড়ী দি আম মাকে ভাল বাস, তা আমি জানি। কিন্তু সত্য করিয়া বল দেখি, বুড়ী দিদির গাছের পেয়ারা কেমন মিষ্ট ?"

নগেন্দ্র উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। উত্তর করিল, "দিদি, তুমি কেমন ক'রে জানিতে পারিলে যে, আমি পেয়ারা খাইতে পাইব মনে করিয়া এসেছি ?"

মৃণ্ময়ী বলিল, "এই যে আপন মুখে স্বীকার করিলে, আর আমি জানিতে পারিব না কেন ?" এমন সময়ে তাহারা বুড়ী দিদির বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃণ্ময়ী বৃদ্ধার নিকটে আহারীয় গুছাইয়া দিলে, বৃদ্ধা হৃষ্টচিত্তে উহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আহার করিতে লাগিল। আহার করিতে করিতে হঠাৎ বুড়ী দিদির দৃষ্টি নগেন্দ্রের উপর পড়িল। দেখিল যে, নগেন্দ্র বার বার পেয়ারা গাছের দিকে দৃষ্টি করিয়া মৃণ্ময়ীকে ইঙ্গিতে বলিতেছে, "কেমন বড় বড় পেয়ারা, দিদি ?" বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ অনুমতি করিলে নগেন্দ্র লম্ফ দিয়া উঠানে নামিল ও নিমিষ মধ্যে পেয়ারা গাছে উঠিয়া পেয়ারা পাড়িয়া খাইতে আরম্ভ করিল। নগেন্দ্র যদিও বালক, তথাচ অত্যন্ত সুবোধ ছিল। অন্যান্য বালকের ন্যায় কাঁচা ফল পাড়িয়া নষ্ট করিল না, পাকাই পাড়িল ; স্বয়ং দুইটী খাইয়া, আর সকল মৃণ্ময়ীর নিকট আনিয়া দিল। সর্ব্বাপেক্ষা পক্ক ফল দুইটী নগেন্দ্র স্বতন্ত্র রাখিয়াছিল, তাহা মৃণ্ময়ীকে দিয়া বলিল, "এই দুইটী বুড়ী দিদির।" মৃণ্ময়ী ঘরের মধ্য হইতে একটী বাটি আনিয়া ফল দুইটী কাটিয়া বুড়ী দিদির সম্মুখে রাখিল। বৃদ্ধা আচমন করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে খাইতে লাগিল। মৃণ্ময়ী উচ্ছিষ্ট পাথর ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া আনিয়া, অঞ্চল খুলিয়া পান বাহির করিয়া ও শিলের এক পার্শ্বে চূর্ণ করিয়া বৃদ্ধার হস্তে দিল। পরে বৃদ্ধা বলিল, মৃণ্ময়ী, যদি সময় থাকে, তবে ধর্ম্মপুস্তক

পাঠ করিয়া ও প্রার্থনা করিয়া যাও।" মৃণ্ময়ী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি কুলুঙ্গী হইতে এক খণ্ড রেশমের বস্ত্রে জড়িত ধর্ম্মপুস্তক বাহির করিয়া আনিল, ও বৃদ্ধার নিকট রাখিয়া পাঠ করিল, পরে প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইয়া, নগেন্দ্রের সঙ্গে বাটী প্রত্যাগমন করিল।

মৃণ্ময়ী বাটী আসিয়া নিজ কক্ষ হইতে দুই খান লিখিবার খাতা বাহির করিয়া এক খানি নগেন্দ্রকে দিল ও অপর খানি আপনি লইয়া ইংরাজী লিখিতে বসিল। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল লিখিয়া মৃণ্ময়ী ও নগেন্দ্র এক খানি ইংরাজী পুস্তক লইয়া রাজেন্দ্রের নিকট পাঠ করিতে গেল। অদ্য শনিবার এই জন্যে নগেন্দ্র বাটীতে ছিল, অন্যান্য দিবস নগেন্দ্র এমন সময়ে নিকটস্থ মিসন স্কুলে শিক্ষা করিতে যায়। পাঠান্তর মৃণ্ময়ী মাতার নিকট বসিয়া শিল্প কর্ম্ম আরম্ভ করিল। নগেন্দ্র ছিপ লইয়া পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে গেল।

অদ্য শনিবার, ধোবানীর আসিবার দিন ; অতএব অপরাহ্ন তিন-টার সময়ে মৃণ্ময়ী শিল্প কার্য্য রাখিয়া দিয়া—সুশিক্ষিতা মৃণ্ময়ী ধোবা-নীর জন্য মলিন বস্ত্র সকল সংগ্রহ করিতে লাগিল। আমাদের পাঠি-কারাও সুশিক্ষিতা, ধোবানীর আসিবার দিন কি কি করিতে হয়, তাহা অবশ্য বুঝিতে পারেন ; তথাচ মৃণ্ময়ী কি কি করিত, তাহা জানি-বার নিমিত্ত নিশ্চয়ই কৌতূহল জন্মিয়া থাকিবে। আমরাও পাঠিকা-দের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবারই নিমিত্তে বিস্তারিত রূপে তাহা বর্ণন করিতেছি।

মৃণ্ময়ী প্রথমে সমস্ত পরিষ্কার বস্ত্র দালানে একত্র করিল। পরে বালিসের ওয়াড়, চাদর ইত্যাদি আনিয়া রাখিল। তাহার পর সমস্ত অপরিষ্কার বস্ত্র এক এক খানি করিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল, যে যে স্থানে ছিন্ন বা ছিদ্র দেখিল, অতিশয় যত্নপূর্ব্বক তাহা সারিয়া রাখিল। এই নিয়ম পালন করাতে সচ্ছিদ্র বস্ত্র ধোবার বাড়ী দেওয়াতে বহুছিদ্র-

বিশিষ্ট হইয়া আসিত না। তাহার পরে ধোবানী আসিলে মৃণ্ময়ী এক খানি খাতা বাহির করিয়া ধৌত বস্ত্র সকল মিলাইয়া লইল। তদ্রূপ মলিন বস্ত্র গুলিনও লিখিয়া ধোবানীকে দিল। তাহার পরে প্রত্যেক ধৌত বস্ত্র খুলিয়া যে খানির যেখানে যাহা আবশ্যক ছিল, তাহা করিল; পিরাণের ও চাপকানের ভাঙ্গা বোতামগুলি বদল করিয়া দিল, বালিসের ওয়াড়ের যেখানে যে ছিদ্র হইয়াছিল. তাহা সারিয়া রাখিল; এবং সমস্ত বস্ত্র যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিল। গৃহিণীর, নগেন্দ্রের ও মৃণ্ময়ীর নিজের বস্ত্র মৃণ্ময়ীর নিকটেই থাকিত। রাজেন্দ্র ও কামিনীর বস্ত্র কামিনী রাখিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, স্ত্রীদিগের যেরূপ করা কর্ত্তব, তদনুসারে কামিনী আজ পর্য্যন্ত কখনও স্বামীর বস্ত্রাদির তত্ত্বাবধান করে না। তাহাতে যখন কিছু সারিবার থাকিত, রাজেন্দ্র মৃণ্ময়ীর নিকট আনিত।

প্রায় দুই বৎসর হইল, গৃহিণী মৃণ্ময়ীর হস্তে এ কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি স্বয়ং মৃণ্ময়ীর নিকটে বসিয়া, তাহাকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে, এই সকল কার্য্য তাহার দ্বারাই করাইতেন।

মৃণ্ময়ী নিজের কার্য্য শেষ করিয়া রাজেন্দ্রের ও কামিনীর বস্ত্র কামিনীর ঘরে লইয়া যাইতেছিল, দ্বারের নিকটে গিয়া শুনিতে পাইল; রাজেন্দ্র কামিনীর সহিত কথা কহিতেছে। স্বর শুনিয়া বোধ হইল, যেন রাজেন্দ্র কামিনীকে তিরস্কার করিতেছে। মৃণ্ময়ী আর সে ঘরে গেল না। বস্ত্রগুলি রাখিয়া দিয়া বৈকালিক পান সাজিতে বসিল। পান সাজা হইলে মৃণ্ময়ী রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

অন্যান দিবস অপেক্ষা শনিবার বৈকালে অধিক কর্ম্ম করিতে হইত। কারণ পরদিবস রবিবার, রবিবারে যত অল্প কর্ম্ম করা যাইতে পারে, ততই ভাল; এই জন্য শনিবারে দ্বিগুণ কর্ম্ম করা হইত। রবিবারে যত জল লাগিত, সে সকলই শনিবারে তুলিয়া রাখা হইত।

গৃহিণী ও মৃণ্ময়ী এ কার্য্যে হরের মাকে সাহায্য করিতেন। তাহার পরে রবিবার প্রাতঃকালের নিমিত্ত দুই তিন খানি ব্যঞ্জনও পাক করিয়া রাখা হইত। রন্ধনের পরে অপরিষ্কার বাসন ও রন্ধনগৃহ পরিষ্কার করা হইত। এই নিয়ম পালন করাতে রবিবার প্রাতে ঘর ও উঠান ঝাঁট দেওয়া ভিন্ন আর অন্য কোন বাসী পাট করিবার আবশ্যক হইত না, ও হরের মাও রবিবারে অনায়াসে অবসর পাইয়া গীর্জ্জায় যাইতে পারিত।

গৃহিনীর এই রূপ উত্তম ব্যবস্থা দেখিয়া প্রতিবেশিনীরাও তদ্রূপ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। কেবল গৃহিণীর বাটীতে নয়, কিন্তু পাড়াতে রবিবারের কর্ত্তব্য কার্য্য এই রূপে পালন হইত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"তিনি কঠিনান্তঃকরণকে কোমল করেন।"

রাজেন্দ্র ও কামিনী এতক্ষণ কি কথা কহিতেছিল, কোন পাঠিকা তাহা জানিবার জন্য কি ব্যস্ত হইতেছেন? কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, জানিতে পাইবেন।

যখন মৃণ্ময়ী ও নগেন্দ্র রাজেন্দ্রের ঘরে গিয়া ইংরাজী পাঠ করে, তখন কামিনীও সেই স্থানে বসিয়া শ্রবণ করিতেছিল। পাঠ শেষ করিয়া মৃণ্ময়ী চলিয়া গেলে, রাজেন্দ্র বলিল, "মৃণ্ময়ী উত্তম রূপে ইংরাজী পাঠ করে, আমার একান্ত ইচ্ছা যে তুমিও ইংরাজী পাঠ করিতে শিক্ষা কর।"

কা। ইংরাজী শিখিয়া আমার লাভ কি? ঘর লেপনে, না রন্ধনে কাযে আসিবে?

রা। হাঁ, রন্ধনে অনেক কাযে লাগিবে। ইংরাজীতে পাচিকার

পুস্তক নামে একখানি পুস্তক আছে, তাহাতে অনেক প্রকার রন্ধনের নিয়ম লিখিত আছে।

কা। সে সকল শাক পাত সিদ্ধ নহে। সে সকল সাহেবী খানা। তাহা শিখিলে সাহেবী চালে চলিতে হয়। ইংরাজী খানা টেবিলে না খেলে মিষ্ট লাগে না।

রা। সত্য না কি? ভাল, এক বার রন্ধন করিয়া দেও, মেজেতে রাখিয়া ও আসনে ব'সে সাহেবী খানা খাইলে মিষ্ট লাগে কিনা, পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

কা। তুমি সদাই আমার কথা হেসে উড়াইয়া দেও।

এই বলিয়া কামিনী বড় মানিনীর ন্যায় বদন খানি ভারী করিয়া ফিরিয়া বসিল।

রাজেন্দ্র কামিনীর হাত ধরিয়া বলিল, "কমিনী, কাল রাত্রি হইতে আমার সঙ্গে কথা বল নাই; এখন যদিও বা কথা বলিতে আরম্ভ করিলে, তা আবার **রাগ করিলে** কেন?"

কামিনী চক্ষে অঞ্চল দিল।

রা। ও কি, ও? কাঁদিতেছ না কি?

কা। একে ত আমার মন কেমন২ করিতেছে, তাহাতে আবার তুমি আমার কথায় ঠাট্টা করিয়া হাসিলে; তাতে আমার আরও কষ্ট হয়।

"মন কেমন২ করিতেছে," শুনিয়া রাজেন্দ্রের মন আশ্বাসিত হইল। মনে করিল, কাল যে অন্যায় করিয়াছে, হয় তো কামিনী তাহা স্বীকার করিবে। রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "মন কেমন২ করিতেছে কেন?

কা। আমি সমস্ত দিন একা থাকি। এখানে আমার কেহ সমবয়স্যা নাই, কাহারো সঙ্গে কথা কহিতে পাই না। আমার মন বড় কেমন২ করিতেছে। আমি মায়ের কাছে যাইব।

হায়! কামিনী যে নিজ আত্মার শত্রুর জালে নিতান্তই বদ্ধ হইয়াছে, রাজেন্দ্র এখন বুঝিতে পারিয়া দুঃখিত হইল। সে নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিল। কামিনীও রোদন সম্বরণ করিয়া আপনার কথার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসিল, "তুমি কি পিত্রালয়ে যাইতে চাঁহ?"

কা। হাঁ, আমি অনেক দিন মাকে দেখি নাই।

রা। অনেক দিন কেমন করিয়া? এই দুই মাস মাত্র হইল, এখানে আসিয়াছ।

কা। তোমার পক্ষে দুই মাস ঢের দিন নয়, কেননা তুমি দিবা রাত্র মা, বোন, ভাই লইয়া মনের সুখে আছ। আমার ন্যায় আত্মীয় স্বজন ছেড়ে পরের সঙ্গে থাকিতে হইলে দুই মাস দুই বৎসর বোধ হইত।

"পরের সঙ্গে," এই বাক্য রাজেন্দ্রের বক্ষে দারুণ আঘাত করিল। রাজেন্দ্র ব্যথায় কাতর হইয়া, আবার নীরবে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

স্বামীর, গৃহ স্বামীর সংসারই নিজের গৃহ ও নিজের সংসার; স্বামীর পরিবার কখনও পর নয়; যদি বালিকাকাল অবধি কামিনী এই রূপ শিক্ষা পাইত, তাহা হইলে কখনই এমন কথা তাহার মুখে আসিত না। স্বামীর গৃহে ও স্বামীর পরিবার মধ্যে যাবজ্জীবন বাস করিতে হইবে, অতএব কন্যাগণকে বালিকাবস্থা হইতে গৃহকার্য্য ও সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক মাতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে যত গৃহকার্য্যে নিপুণা হইবে, তাহার সংসার ততই সুখের হইবে। স্বামীর যখন যেমন অবস্থা, হৃষ্টচিত্তে সেই অবস্থাতেই স্বামীর পরিবারস্থ সকলের সহিত সমভাব প্রকাশ করিয়া থাকাই উত্তমা

স্ত্রীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহা অল্প মাতা কন্যাকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তদ্বিপরীতে "আমার মেয়ে মেম হবে—গাউন পর্‌বে, চেয়ারে বস্‌বে কত খানসামা বাবুর্চী চাকর থাক্‌বে," এই রূপে আদর করিয়া অনেক জননী অনেক মেয়ের মাথা খাইয়া থাকেন। যাহার সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়, শেষে তাহাকেই কষ্ট পাইতে হয়। আবার অনেক মাতা, অবস্থা সঙ্গত না হইলেও, "শোপ, পাউডর" মাখাইয়া, টেল বাঁধিয়া ও ফ্রক পরাইয়া, বালিকাবস্থা হইতেই কন্যাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন।

রাজেন্দ্র মনের বেদনা দমন করিয়া, ধীরে ২ বলিল, "কামিনী, মাতাকে ছাড়িয়া আসিয়াছ বলিয়া তোমার মন কেমন ২ করিতে পারে, সে জন্য তোমাকে দোষিতেছি না, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, সকল স্ত্রীলোককেই এইরূপ করিতে হয়। আবার যখন আমার ভাল মন্দে তোমার ও আমার পরিবারের অবস্থার ভাল মন্দ নির্ভর করে, তখন আমি ও আমার পরিবার তোমার 'পর' নই।—আর এক কথা, আমি দরিদ্র প্রচারক। তোমার নিত্য যাওয়া আসাতে আমার অনেক ব্যয় হয়; তাহাতে আবার মৃণ্ময়ীর বিবাহ উপস্থিত। আমার অনুরোধ রাখ, মৃণ্ময়ীর বিবাহ হইয়া যাউক, তাহার পরে যাইও।"

কা। মৃণ্ময়ীর বিবাহের এখনও এক মাস বাকি। এক মাস অপেক্ষা করিতে পারিব না। আমার যাওয়া আসায় তোমার ব্যয় হয়, মৃণ্ময়ীর বিবাহে কি তোমার কিছু ব্যয় হইবে না? কই, তাহাতে তো কাতর নও? বল না কেন, আমাকে সুখী করিতে তোমার ইচ্ছা নাই?

রাজেন্দ্র অতি গম্ভীর ও প্রেমভাবে বলিল,—

"কামিনী, আজ কাল আমার একই চিন্তা, একই চেষ্টা, যেন তুমি যথার্থই সুখী হও। যদি আমার সাধ্য হইত, এই দণ্ডে তোমাকে সুখী করিতাম। কিন্তু আমার সাধ্য নয়। তোমার সুখ দুঃখ তোমার হাতে। ঈশ্বর

জানেন, আমি কি রূপে তোমার সুখের নিমিত্ত দিবারাত্র প্রার্থনা করিয়া থাকি। তুমি যে মনের কষ্টে আছ, তাহা আমি জানি। কষ্টের মূল কি, তাহাও বুঝি। তুমিও কিছু অজ্ঞাত নও, ঈশ্বরের সত্য সেবক না হইলে কখনই প্রকৃত সুখী হইতে পারা যায় না। আজিও তুমি স্বর্গীয় পিতাকে প্রেম করিতে শিক্ষা কর নাই, কাজেই তাঁহার আজ্ঞা পালন করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়। আর এক কথা, পিত্রালয়ে তুমি যে সকল যুবতীদের সহিত আলাপ কর, তাহাদের কেহই প্রভুর সেবিকা নয়। তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া তোমার আত্মিক উন্নতি কখনই হয় নাই, ইহা তুমি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছ। আমি তোমাকে ভাল বাসি, তুমি চলিয়া গেলে আমার কষ্ট হয়। এ কথা স্বীকার করিতে আমি লজ্জিত নই, কিন্তু সে জন্যে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক নই, তাহা মনে করিও না। আমার ভাল বাসা স্বার্থমূলক নয়; যদি সেখানে গেলে তোমার আত্মিক মঙ্গল হইবার কিছু মাত্র সম্ভাবনা থাকিত, অকাতরে ছাড়িয়া দিতাম।"

স্বামীর কথা শুনিয়া কামিনী কিয়ৎক্ষণ চিন্তায় মগ্ন রহিল। কামিনী জানিত যে, রাজেন্দ্র যাহা যাহা বলিতেছিল, সকলই সত্য। স্বামীর আলয়ে থাকিয়া কামিনীর যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্মমতি হইতেছিল, পিত্রালয়ে গেলে তাহা একেবারেই বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। নিয়মিত রূপে প্রত্যহ প্রার্থনা করা ও ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করা সে বাটীর নিয়ম ছিল না,—সে বাটীর বলিয়া নয়, সে পল্লীতে কেহ ঐ রূপ করিত কি না, সন্দেহ। রবিবার দুই বেলা গীর্জ্জায় যাওয়া প্রথা ছিল সত্য, কিন্তু, প্রভুর পথে চলিতে শিক্ষা পাইব বা প্রভুর সেবা করিতে যে সকল পরীক্ষা বা বাধা উপস্থিত হয়, সে সকল হইতে উত্তীর্ণ হইতে শিক্ষা পাইব, এই আশায় সে পাড়ার অল্প লোকে গীর্জ্জায় যাইত। কেহ বা রেল রোডের ডুরে পরিব, বা পাঁচ পেড়ে শাড়ী পরিব, কেহ বা

লেশ লাগান কামিজ পরিব, তার উপর সরু কালপেড়ে শাড়ী পরিব, কেহ কলিকাতায় গিয়া যে নূতন ফেশনের চুল বাঁধা শিখিয়া আসিয়াছে, সেই রকম চুল বেঁধে গিরিজায় যাইব, সকলে আমার দিকে চেয়ে থাকিবে, আর কুমুদ পোড়ামুখী হিংসায় জ্বলে মরিবে, এই রূপ চিন্তা করিয়া অনেক যুবতী রবিবারের নিমিত্ত প্রস্তুত হইত। গঙ্গাস্নান করিলেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে, এই বিশ্বাসে যেরূপ হিন্দু মহিলারা গঙ্গাস্নান করিয়া থাকে, সেই ভাবে দুই বেলা গিরিজায় গেলে পাপের ক্ষমা অবশ্যই হইবে, মনে করিয়া বৃদ্ধারা দুই বেলা গিরিজায় যাইয়া, বালুকার উপরে আপন আপন আত্মার পরিত্রাণের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিত।

পাঠিকা, ক্ষমা করুন! কামিনীর বিষয় লিখিতে লিখিতে অন্য কথা উপস্থিত করিয়া ফেলিয়াছি, অনুরোধ করি, ক্ষমা করুন।

কামিনী স্বামীর কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ চিন্তায় মগ্ন রহিল। মনের ভিতর শয়তান ও পবিত্র আত্মা উভয়ের যুদ্ধ হইতে লাগিল। বিবেক কহিল, পবিত্র আত্মার পরামর্শ গ্রহণ কর; এখন যদিও কিছু দিন কষ্ট হইবে, কিন্তু অনন্তকাল সুখী হইবে। শয়তান বলিল, ভবিতব্যের কথা কে বলিতে পারে? আমার কথা রাখ, বাপের বাড়ী চল—হাতে হাতে সুখ পাইবে। দুর্ব্বল আত্মসুখাভিলাষিণী কামিনী আত্মবিনাশকের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া রাজেন্দ্রকে বলিল, "আমি মার কাছে যাইব। আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে, আর দুই দিন এখানে থাকিলে বাঁচিব না। এমন কি, তুমি না পাঠাও ত আমি আপনি লোক করিয়া চলিয়া যাইব।"

রাজেন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "কল্য রবিবার, কল্য কোন মতেই যাওয়া যাইতে পারিবে না। মাকে বলিয়া, রাখিব, সোমবার তোমার যাইবার উদ্যোগ করিয়া রাখিবেন। মঙ্গলবারে তোমাকে পাঠাইয়া দিব।"

কা। তুমি সঙ্গে যাইবে না?

রা। যদি আমার অভিমতে যাওয়া হইত, আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক সঙ্গে যাইতাম। না, আমি সঙ্গে যাইব না। যখন পত্র দ্বারা লিখিয়া পাঠাইবে যে, তোমার এরূপ যাওয়া অন্যায় হইয়াছে ও তজ্জন্য তুমি দুঃখ করিতেছ, তখন তোমায় দেখিতে বা আনিতে যাইব; নতুবা কখনও যাইব না। কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে নিয়তই তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিব। তুমি পরিত্যাগ করিলেও তিনি কখনই আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। তিনি কঠিনান্তঃকরণকে অবশ্যই কোমল করিবেন।

রাজেন্দ্র উঠিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, রন্ধনগৃহের দ্বারে গৃহিণী দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি "রাজেন্দ্র," বলিয়া ডাকিলেন। মাতার রব শুনিয়া রাজেন্দ্র ফিরিয়া দেখিল। পুত্রের মুখ দেখিয়া গৃহিণী ভাব বুঝিতে পারিয়া, মৃণ্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি একা রাঁধিতে পারিবে? তোমার দাদার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

মৃণ্ময়ী দ্বারের নিকট আসিয়া ভ্রাতার মুখ দেখিয়া সকলই বুঝিতে পারিল, এবং মাতার বক্ষে মস্তক রাখিয়া কহিল, "মা, তুমি দাদার কাছে যাও। আমি তোমার কন্যা—এক বেলাও কি একা রাঁধিতে পারিব না?"

গৃহিণী মৃণ্ময়ীর মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "মা, তোমার মঙ্গল হউক; তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী।"

গৃহিণী রাজেন্দ্রকে মৃণ্ময়ীর ছোট কুঠরীতে লইয়া গেলেন, অগ্রে জলযোগের আয়োজন করিয়া, স্নেহের সহিত পুত্রকে ভক্ষণ করিতে

অনুরোধ করিলেন। তাহার পরে পুত্রের নিকট বসিয়া সকল কথা শুনিলেন। কামিনীর যাওয়ার বিষয়ে গৃহিণীর মত হইল। অনেক প্রবোধবাক্যে রাজেন্দ্রকে বুঝাইলেন। পাঠিকা, মাতা পুত্রের সে সকল কথা আমাদের জানিবার আবশ্যক নাই; এই মাত্র বলিতেছি, বুঝিয়া লও যে, একবার মৃণ্ময়ী কোন আবশ্যক-নিবন্ধন নিজ কুঠরীতে যাইতে ছিল, কিন্তু দ্বারের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিল। গৃহিণী ও রাজেন্দ্র প্রার্থনা করিতেছিলেন।

—:—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"তুমি সাব্বাথ দিবস পবিত্ররূপে পালন করিও।"

পরদিবস মৃণ্ময়ী সকলের স্নানের অগ্রে উঠিয়া প্রার্থনাদি সমাপ্ত করিয়া অন্য সকলের স্নানের আয়োজন করিয়া দিয়া স্বয়ং স্নান করিয়া আসিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রবিবারে হরের মা প্রাতে পাট করিতে আসিত না। সমস্ত বাসী পাট শনিবার রাত্রে করিয়া রাখা হইত। স্নান করিয়া আসিয়া মৃণ্ময়ী মাঝের ঘরে সকলের জলযোগের আয়োজন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে পরিবারস্থ সকলে স্নানাদি করিয়া মাঝের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজেন্দ্র প্রার্থনা করিল, যেন তাহাদের সকলকে উপযুক্তরূপে রবিবার প্রতিপালন করিবার জন্য প্রভু শক্তি দান করেন। তাহার পরে সকলে জলযোগ করিয়া গিরিজায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এই বাটীতে রবিবারে যে কেহ আসিত, সকলেই বুঝিতে পারিত যে, এ গৃহে অদ্য কোন সাংসারিক কার্য্য হইতেছে না। অথচ প্রত্যেক কুঠরী ও উঠান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিতে পাইত।

রবিবারে অন্যান্য দিবস অপেক্ষা রন্ধনাদিও অল্প হইত। এই

নিয়ম পালন করাতে পরিবারস্থ সকলেরই দুই বেলা গিরিজায় যাইবার সুবিধা হইত।

দ্বিপ্রহরের আহারের পরে, কোন কোন গৃহে দেখা যায়, ভ্রাতা ভগিনীরা কেহ বা ঘুমায়, কেহ বা "আজ রবিবার, আজ অবসর আছে; কাল কর্ম্মে যাইব, আজ এই কার্য্য করে রাখি," বলিয়া সাংসারিক কর্ম্মে লিপ্ত হয়—তাহা এ বাটীতে হইত না। আহার করিয়া পরিবারস্থ সকলে মাঝের ঘরে গিয়া বসিত, রাজেন্দ্র প্রচার করিতে যাইত, কিম্বা বাহিরের ঘরে কোন কোন ভ্রাতার সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে বসিত। মাঝের ঘরে সকলে একত্র হইলে গৃহিণী সকলের সহিত ধর্ম্মবিষয় কথোপকথন করিতেন; আর যে দিন রাজেন্দ্র তাঁহাদের সহিত মিলিত হইত, সে দিন রাজেন্দ্র নিজ প্রচার কর্ম্মের বর্ণনা করিত—বাজারে বা গ্রামে প্রচার করিতে গেলে, যে সকল ঘটনা—উৎসাহ, নিরুৎসাহ বা বিপদ যাহা যাহা ঘটিত—অতি উত্তমরূপে সে সকল বর্ণনা করিত। পরিবারস্থ সকলই এই বিষয় শুনিতে ভাল বাসিত। অতএব রবিবারে রাজেন্দ্র আসিয়া মাঝের ঘরে বসিলে সকলের আনন্দের সীমা থাকিত না। কখন বা প্রাতঃকালে যে উপদেশ শ্রবণ করা হইত, সেই অনুসারে চলিতেছে কি না, এই বিষয়ে আত্মপরীক্ষা করিত। কখনও বা কোন পীড়িত প্রতিবেশীর নিকটে গিয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও গীত গাহিয়া এবং প্রার্থনা করিয়া প্রভুর কার্য্যে সময় কাটাইত। এই রূপে এই সৎ খ্রীষ্টীয়ান পরিবার ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনদ্বারা ধর্ম্মপ্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া রাখিত।

কামিনীর পিত্রালয়ে যাইবার কথা শুনিয়া অবধি গৃহিণী চিন্তায় মগ্না ছিলেন। কামিনী পিত্রালয়ে গিয়া যে প্রকার পরীক্ষায় পতিত হইবে, তাহা গৃহিণী বুঝিতে পারিতেন। এত অবাধ্য হইলেও গৃহিণী পুত্রবধূকে ভাল বাসিতেন, ও যাহা কিছু বলিতেন, প্রেমপূর্ণ ও সস্নেহ

ভাবে বলিতেন। এখন পিত্রালয়ে যাইবার পূর্ব্বে, কি প্রকারে কামিনীকে সদুপদেশ দিবেন, গৃহিণী এই বিষয় চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি জানিতেন, যে প্রকার প্রকৃতি, তাহাতে উহার ইচ্ছায় বাধা দিলে, কোন সুফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। অথচ চলিয়া যাইবার অগ্রে কোন সদুপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিরূপে তাহা দত্ত হইতে পারে, এই নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছিলেন, ও উপায় দেখিতেছিলেন। গত রাত্রি হইতে গৃহিণী এই চিন্তায় মগ্ন আছেন, ও যাহার নিকটে জ্ঞান প্রার্থনা করিতেছিলেন, তিনি কখনই নিরাশ করিবেন না, বরং "যদি কাহার জ্ঞানাভাব থাকে, তবে যিনি তিরস্কার করেন না, কিন্তু অকাতরে দান করেন, সেই ঈশ্বরের নিকটে সে যাচ্ঞা করুক, তাহাতে তাহাকে দত্ত হইবে।" গৃহিণী ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞার উপরে নির্ভর করিতেন। সেই করুণাময় প্রার্থনার উত্তর-দাতা ঈশ্বর ত্বরায় নিজ দাসীর প্রার্থনার উত্তর প্রদান করিলেন।

যখন উহাঁরা মাঝের ঘরে বসিয়াছিলেন, তখন নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,

"মা, রবিবারে বাবা কি কি করিতেন, তাহা আমার কিছুই মনে পড়ে না।"

গৃ। যখন তোমার পিতা স্বর্গে যান, তখন তুমি নিতান্ত শিশু ছিলে, তাঁহার বিষয় তোমার মনে থাকা সম্ভব নয়। যে নিয়মে আমরা এখন রবিবার পালন করিয়া থাকি, তোমার পিতাই ইহার স্থাপন কর্ত্তা।

মৃ। তিনি কখন কখন গিরিজায় উপদেশ দিতেন। আজ যে পদ বিষয়ে উপদেশ দত্ত হইয়াছে, পিতাও ঐ পদ বিষয়ে এক দিন উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে আছে। "এখন যাও, উপযুক্ত সময় পাইলে আমি তোমাকে ডাকিব," এই পদ পাঠ করিয়া তিনি

একটি বৌএর বিষয়ে যে গল্পটী বলেন, তাহা আমার এখনও মনে আছে, আর মনে হইলে কেমন ভয় হয়।

গৃ। হাঁ; তোমার কথায় আমারও সে বিষয় মনে পড়িল, তিনি যে স্ত্রী লোকটীর কথা বলিয়াছিলেন, সে গল্প নয়, সত্য ঘটনা।

এই কথা শুনিয়া বালক নগেন্দ্র অমনি মাতার গলা জড়াইয়া ধরিল, বলিল,

"মা, মা, সে কি কথা, আমি কখনও শুনি নাই—আজ যদি বলিতে দোষ না থাকে, তবে বলনা, আমি শুনিব?"

গৃ। "ভাল, স্থির হইয়া বৈস, আমি বলিতেছি। এ কথা অদ্য-কারই উপযুক্ত। আমার মনে ছিল না; ঈশ্বর স্মরণ করাইয়া দিলেন। ঈশ্বর করুন যেন এই কথা শুনিয়া তোমাদের কিছু শিক্ষা লাভ হয়।"

নগেন্দ্র গৃহিণীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিল, ও স্থিরভাবে গৃহিণীর মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিল। গৃহিণী বলিলেন,

"কোন কার্য্য বশতঃ তোমার পিতা কলিকাতায় গিয়া এক মাস থাকেন। যার বাটীতে বাসা করিয়াছিলেন, এক দিন প্রাতে সেই ব্যক্তি বলিল, "মহাশয় যদি কোন কর্ম্ম না থাকে, তবে চলুন, ঘোষাল-দের বৌটীকে দেখে আসি।" তোমার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘোষালদের বৌ কে? আর কেনই বা তাহাকে দেখিতে যাইব?" সে ব্যক্তি বলিল, "বৌটী আমার কোন বন্ধুর পুত্রবধূ, মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু উহার মনে না জানি কি ভয় প্রবেশ করিয়াছে, সর্ব্বদা 'হায়! আমার দশা কি হইবে? হায়! আমি কি করিলাম, সুস্থ থাকিতে ত্রাণকর্ত্তাকে খুঁজিলাম না, এখন আর সময় নাই, আর সময় নাই।" এই বলিয়া চীৎকার করে, কিছুতেই তাহার মনের শান্তি জন্মিতেছে না। চলুন, আপনি তাহার সঙ্গে কথা কহিবেন, হয় ত তাহাতে তাহার মনে কিছু সান্ত্বনা জন্মিতে পারে।" তোমার পিতা ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ

তাহার সঙ্গে ঘোষালদের বাটীতে গেলেন। গিয়া দেখেন যে, বৌটী যুবতী ও পরমা সুন্দরী। তোমার পিতা বলিয়াছিলেন যে, এত যে, পীড়ায় কৃশ হইয়া গিয়াছিল, তথাচ সৌন্দর্য্যে শয্যা উজ্জ্বল করিয়াছিল। যখন তোমার পিতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন, তখন বৌটী চক্ষু মুদিয়া স্থির হইয়া শয়ন করিয়াছিল। তোমার পিতা তাহার খাটের নিকটে গিয়া কাণের কাছে মুখ রাখিয়া বলিলেন, "প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্তে আমাদিগের সমস্ত পাপ পরিষ্কৃত হয়।" এ কথা শুনিবামাত্র বৌটী চক্ষু মেলিয়া সভয়ে বলিল, "এ কথা কে বলিল? এ কথা ত অনেক বার শুনিয়াছি, কিন্তু ইহা আমার বিষয়ে খাটিবে না। হায় আমার আর সুযোগ নাই।" বৌটী বলিল, যখন "সময় ছিল, তখন রূপের অহঙ্কারে মত্ত ছিলাম। মনে করিতাম, বৃদ্ধ হইলে ধর্ম্ম বিষয়ে মন দিবার অনেক সময় পাইব—এখন জগতের সুখ প্রাণ ভরিয়া ভোগ করা যাউক। হায়, হায়! কি ভ্রম, কি ভ্রম! আমার সে সাধের বৃদ্ধাবস্থা কোথায়। এই দেখ, পূর্ণ যৌবনাবস্থায় মৃত্যু শয্যায় পড়িয়া আছি। ভাল থাকিতে দুই পায়ে ত্রাণকর্ত্তাকে দূরে ফেলিয়াছি, এখন তিনি কেন আমাকে গ্রহণ করিবেন? তাঁহার পবিত্র নাম মুখে আনিতে আমার ভয় হয়। হায়! আমি একবারেই ডুবিলাম, আমার আর সুযোগ নাই।" এই সকল কথা কহিয়া বৌ চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল ও তাহার পরে একবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া ও চক্ষু মুদিত করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তোমার পিতা ধর্ম্মপুস্তকের নানা প্রকার পদ ধীরে ধীরে পাঠ করিলেন, ক্রুশে হত দস্যুর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন, যীশুর নিকটে পাপ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলে, তিনি তোমাকে অবশ্যই গ্রহণ করিবেন।" কিন্তু বৌটী আর কথা কহিল না। একবারমাত্র তোমার পিতার বোধ হইল যে, তাহার মুখের ত্রাসযুক্ত ভাব পরিবর্ত্তন হইল। কিন্তু কোন উত্তর না

পাওয়াতে তোমার পিতা প্রার্থনা করিয়া চলিয়া আইলেন। তোমার পিতা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বৌটীর চীৎকার শব্দ সমস্ত দিবস তাহার মন হইতে অন্তর হয় নাই। তাহার পর দিবস আর বার তিনি সেই স্থানে গেলেন। গিয়া দেখিলেন যে, দেহ মাত্র পড়িয়া আছে, আত্মা নিজ কর্ম্মের নিকাশ দিবার জন্য গিয়াছে। শান্তিতে মৃত্যু হইয়াছিল কি না, কেহ বলিতে পারিল না; সে আর কথা কহে নাই। সেই যে একবার তাহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হয়, সেই বিন্দুমাত্র আশা তোমার পিতার মনে ছিল।

গৃহিণীর কথা শেষ হইবামাত্র জগেন্দ্র উঠিয়া মাতার বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়া বলিল, "মা আমি যীশুকে ভাল বাসি। আমি এক এক বার দুষ্ট হইয়া তোমার ও যীশুর মনে কষ্ট দিই, তা জানি; কিন্তু মা, তুমি বলিয়াছ, যীশুর নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি আমাকে ভাল হইবার শক্তি দিবেন, আমি সর্ব্বদা সেই প্রার্থনা করিব।" গৃহিণী পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমার নিজের ইচ্ছা অপেক্ষা যেন তুমি যীশুর ইচ্ছা পালন করিতে শিক্ষা কর এই আমার প্রার্থনা।"

কামিনী স্থির থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া নিজ কক্ষে চলিয়া গেল। যাইবার সময় গৃহিণী দেখিলেন যে, উহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ।

কামিনী নিজ কক্ষে গিয়া পিত্রালয়ে যাইবার বিষয়ে পূর্ব্বাপর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিল। দুঃখের বিষয় এই যে, কামিনী কখন ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও পবিত্র আত্মার দীপ্তির নিমিত্ত প্রার্থনা করিত না, অতএব তোমার বাক্য আমার পদের দীপস্বরূপ।" এই কথার অর্থ কি, তাহা জানিত না, ঊর্দ্ধ হইতে যে শক্তি পাওয়া যায়, তাহাও কখনই প্রাপ্ত হইত না; কামিনী চিন্তা করিয়া স্থির করিল, মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিব—যাওয়াই ভাল।

ধর্ম্মপুস্তক পাঠে অবহেলা করিলেই ধর্ম্ম জীবন ক্রমে শুষ্ক হইয়া

যায়। দুঃখের বিষয় এই, বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান পরিবার মধ্যে অধিকাংশ স্থলে যে ধর্ম্ম জীবন শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে, ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও প্রার্থনা করিতে অবহেলা তাহার কারণ। গিরিজায় যাওয়া হয়, স্বীকার করি; কিন্তু যদি কেবল কুমুদ পোড়া মুখীকে নূতন রকমের চুল বান্ধা দেখাইতে যাওয়া হয়, তাহাতে ফল কি?

—:—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পাদ্রি সাহেবের পত্নী।

রবিবারে বৈকালিক গিরিজার পরে পাদ্রি সাহেবের মেম মৃণ্ময়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আমি অনেক দিন তোমাদের বাটী যাই নাই, কালি সকালে বেড়াতে বেড়াতে তোমাদের বাড়ী যাইব।"

মৃণ্ময়ী বলিল, আপনি অবশ্যই যাবেন, আমরা অত্যন্ত সুখী হইব।"

অতএব পরদিবস প্রত্যূষে উঠিয়া মৃণ্ময়ী গৃহকার্য্য সকল শেষ করিল, স্নান করিয়া পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রস্তুত হইল। মাঝের ঘরে একখানি সুন্দর গালিচা বিছাইল, ও মেমের জন্য দুই তিন খানি চৌকি বাহিরের ঘর হইতে আনিয়া রাখিল। বাগান হইতে সুগন্ধি পুষ্প তুলিয়া একটী তোড়া বান্ধিয়া রাখিল। কামিনী মেম দেখিতে বড় ভাল বাসিত, এজন্য প্রত্যূষে উঠিয়া সজ্জা করিয়া বসিয়া রহিল। নগেন্দ্র রাস্তায় দাঁড়াইয়া মেমের প্রতীক্ষায় রহিল ও দূর হইতে মেমকে দেখিতে পাইবামাত্র বাড়ীর মধ্যে দৌড়িয়া আসিয়া —"মা, দিদি, মেম আসিতেছেন, মেম আসিতেছেন বলিয়া সংবাদ দল। মেম আসিলে পর গৃহিণী উঠানে আসিয়া উহাঁর হাত ধরিয়া মাঝের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন—অনন্তর নানা প্রকার কথা আরম্ভ হইল। অবশেষে মেম গৃহিণীকে কহিলেন, "মৃণ্ময়ী, তোমাদের

স্কুলে যে মিস্ কেরী শিক্ষা দিতেন, তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি উত্তম ইংরাজী পাঠ করিতে পার ও শিল্পকার্য্যও অনেক প্রকার শিক্ষা করিয়াছ। তোমার ইংরাজী পাঠ করা আমি শুনিতে চাহি।"

মৃণ্ময়ী কুণ্ঠিতভাবে গৃহিণীর প্রতি দৃষ্টি করিল, গৃহিণী বলিলেন, "পুস্তক লইয়া আইস।"

মৃণ্ময়ী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া, পুস্তক আনিয়া মেমের হস্তে প্রদান করিল। মেম এক স্থান মনোনীত করিয়া বলিলেন, "এই খানে পাঠ কর।"

মৃণ্ময়ী পাঠ করিল, ও মেম অনুরোধ করাতে তাহা অনুবাদও করিল।

মেম শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "অতি উত্তম পাঠ করিয়াছ ও মানেও ঠিক হইয়াছে। তুমি কি ইংরাজি কথা কহিতে পার?"

মৃ. আমি প্রায় সকল কথা বুঝিতে পারি, কিন্তু অভ্যাস নাই বলিয়া কহিতে গেলে ভুল হয়।

মে। আমার আরও একটী অনুরোধ আছে।

মৃ। আজ্ঞা করুন।

মে। যদি তোমার কোন শিল্পকর্ম্ম প্রস্তুত থাকে, আমাকে দেখাও।

আবার মৃণ্ময়ী অনুমতি পাইবার জন্য মাতার প্রতি দৃষ্টি করিল। গৃহিণী বলিলেন, "যাহা বুনিয়াছ, বাহিরে লইয়া আইস।"

মৃণ্ময়ী নিজের বিছুর পার্শ্বের ছোট দেরাজ খুলিয়া সে সমস্ত আনিল, ও মেমের নিকটে বসিয়া প্রথমে নিজের ছয় জোড়া মোজা বাহির করিয়া দেখাইল। গৃহিণী বলিলেন "সে গুলিন দেখাও তো।"

মৃণ্ময়ী কুণ্ঠিতভাবে আরও ছয় জোড়া পুরুষের মোজা বাহির করিয়া মেমকে দেখাইল।

মেম দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি তোমার দাদার জন্যে বুনিয়াছ?"

মৃণ্ময়ী লজ্জিত হইয়া মস্তক নত করিল—গৃহিণী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "না; উহা আমার জামাতার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।"

মে। কি, মৃণ্ময়ীর বিবাহ হইয়াছে? আমি ত জানি না।

মৃ। না; আজও হয় নাই, এক মাস পরে হইবে; যখন হইবে তখন আপনারা অবশ্য জানিতে পাইবেন।

অন্য কথা তুলিবার অভিপ্রায়ে মৃণ্ময়ী কার্পেটের উপর ফুল তোলা চারি খানি বড় বড় আসন ও উপরে রেসমের ফুল তোলা পুরুষের একটী টুপী বাহির করিয়া মেমের হস্তে দিল। তিনি ঐ সকল উত্তম কার্য্য দেখিয়া "অতি উত্তম, এইটী খুব সুন্দর হইয়াছে, বলিয়া প্রত্যেকের সুখ্যাতি করিলেন।

মে। এই সকল প্রস্তুত করিতে ঢের দিন লাগিয়াছে?

গৃ। হাঁ, দুই বৎসরের অধিক লাগিয়াছে।

মে। এ সকল দিয়া আপনারা কি করিবেন?

গৃ। আমার ইচ্ছা মৃণ্ময়ী যখন পতিগৃহে যাইবে, তখন ইহার কিছু কিছু সঙ্গে লইয়া যাইবে; এই জন্য এ সকল তৈয়ার করান হইয়াছে।

মে। বেশ, বেশ; আমি দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তাল, মৃণ্ময়ী কি কোন গৃহকার্য্য শিখে নাই?

গৃ। মৃণ্ময়ী আমার গৃহকার্য্য সব শিখিয়াছে। আমার সংসারের প্রায় সমস্ত কার্য্য মৃণ্ময়ী করিয়া থাকে। মৃণ্ময়ী আমার ডাইন হাত, মৃণ্ময়ী গেলে আমি ডাইন হাত হারা হইব।

বলিতে বলিতে গৃহিণী প্রেমাশ্রুপূর্ণ-নয়নে মৃণ্ময়ীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মৃণ্ময়ী মাতার মুখে সুখ্যাতি শুনিয়া কৃতার্থ হইল ও ভাবিল "আমার সকল পরিশ্রম সার্থক।"

মে। এই সকল প্রস্তুত করাইতে, বোধ হয়, আপনার যথেষ্ট খরচ হইয়া থাকিবে?

গৃ। খরচ হইয়াছে বই কি? কিন্তু আমার টাকা নয়; ইহাতে আমার এক পয়সাও নাই, ইহা মৃণ্ময়ীর।

মে। মৃণ্ময়ী টাকা পাইল কোথায়?

গৃ। মৃণ্ময়ী এক বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে স্কুলে পাঁচ টাকা পারিতোষিক পায়, সেই টাকায় মৃণ্ময়ী অনেক প্রকার শিল্প কার্য্য করিয়া বিক্রয় করে, তাহাতে পাঁচ টাকায় পোনের টাকা লাভ হয়। ইহা ভিন্ন মৃণ্ময়ী আমার বা পরিবারের মধ্যে অপর কাহারও নিকটে যে দুই আনা চারি আনা পাইয়াছে, তাহা মিষ্টান্নে ব্যয় না করিয়া, উল ইত্যাদি কিনিয়া শিল্প কার্য্য করিয়াছে।

মে। বেশ, বেশ; বড় সন্তুষ্ট হইলাম। মৃণ্ময়ী, তুমি বেশ কাপড় পরিয়া থাক। তোমাকে সুন্দর দেখায়। অন্য খ্রীষ্টিয়ান ভগিনীরা কেন এই রূপ করে না? আমি দেখিতে পাই, কোন কোন ভগিনী কামিজের উপর মিহিন শাড়ী পরিয়া গিরিজায় যান। বোধ হয়, ভগিনীরা ইংরাজ মেমেদের মতন হইতে চাহেন, কিন্তু কি ভ্রম! আমরা কখন কামিজ পরিয়া বাহিরে যাই না। দেখিয়া আমার বড় লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু মৃণ্ময়ী, তুমি কখন তাহা কর নাই, তোমরা সকলই বেশ করিয়া কাপড় পরিয়া থাক।

বাহিরে হউক বা গৃহে হউক, মৃণ্ময়ী অগ্রে গলা হইতে পা পর্য্যন্ত একটী কামিজ পরিয়া তাহার উপরে ধুতি ও একটী জাকেট পরিত, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা থাকিত। এই জন্যে মেম উহার বস্ত্র পরিধার রীতির সুখ্যাতি করিলেন।

পরিচ্ছদ বিষয়ে বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান কামিনীরা অনেক সময়ে ভ্রম করিয়া থাকেন; যাঁহারা গাউন পরেন, তাঁহাদের অনেকে সুরীতি ক্রমে গাউন পরিতে জানেন না। আবার প্রায় সকলেই গাউনের সঙ্গে চিক, বালা, বাতানা, হার মাকড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করেন, এ রীতি সুরুচিসঙ্গত নহে। যাঁহারা শাড়ী পরেন, তাঁহাদেরও অনেকে সুরুচি জানেন না। আমরা দেখিয়াছি, অনেকে রঙ্গিণ কাপড়, কস্তা পেড়ে, এক হাত চৌড়া পেড়ে কাপড় পরিয়া গিরিজায় যান। কামিজ পরেন, মোজা পরেন, জুতা পরেন, আবার মলও পরেন। মল চন্দ্রহার অতি জঘন্য অলঙ্কার, হিন্দু ভদ্র মহিলারা এ সকল পরিত্যাগ করিতেছেন, কিন্তু খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে এ সকলের যথেষ্ট আদর আজিও রহিয়াছে।

পরে মেম জিজ্ঞাসিলেন, মৃণ্ময়ীর বিবাহ কাহার সহিত হইবে?

মৃ। বিজয় মাধব বসু নামে একটি ছেলের সঙ্গে।

মে। সে কি করে?

মৃ। আগে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে শিক্ষা করিত। এখন পাস হইয়া নিজ গ্রামে চিকিৎসা করিতেছে।

কামিনী এত ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, মেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কোন শিল্প কার্য্য আমাকে কি দেখাইবে না?"

কামিনী কখনও কোন শিল্প কার্য্য করে নাই, কাজেই দেখাইবারও কিছু ছিল না। মেম জিজ্ঞাসা করাতে লজ্জিত ভাবে উত্তর করিল, "আমার কোন শিল্প কার্য্য নাই।"

মেম ভাবিলেন, "শুনিয়াছি, বাঙ্গালীদের মধ্যে পুত্রবধূ গৃহের সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে; এও হয়ত তাই করে।" জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?—তোমার কি সময় নাই?"

কামিনী আবার লজ্জিত হইয়া নীরবে রহিল, কোন উত্তর করিতে

পারিল না। গৃহিণী ও মৃণ্ময়ী কোন কথাই কহিলেন না। কিন্তু বালক নগেন্দ্র বলিল; "মা আর দিদি সংসারের সব কর্ম্ম করেন, বৌ কেবল শুয়ে বোসে থাকেন।"

সে আরও কিছু বলিত, কিন্তু গৃহিণীর তিরস্কার-ব্যঞ্জক কটাক্ষ দেখিয়া ক্ষান্ত হইল।

মেম জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি গৃহকার্য্য কর না?"

কা। আমার অভ্যাস নাই, আমি কখন ওসব কাজ করি নাই।

মে। তা হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষা করিতে দোষ নাই। তোমার শাশুড়ীর অবর্ত্তমানে সংসারের ভার তোমার উপর পড়িবে। এখন হইতে শিক্ষা কর, তাহা হইলে তখন সহজ হইবে।

পরে গৃহিণীকে বলিলেন, "রৌদ্র বৃদ্ধি হইতেছে, আমি বাটী ফিরিয়া যাইব, আইসুন, যাইবার পূর্ব্বে প্রভুর ধন্যবাদ করি।"

প্রার্থনা শেষ হইলে মৃণ্ময়ী একটী পান ও ফুলের তোড়া মেমের হস্তে দিল। মেম সন্তুষ্ট হইয়া গ্রহণ করিলেন ও বিদায় হইলেন।

প্রায় মাসের মধ্যে দুই তিন বার ইনি গ্রামে খ্রীষ্টীয়ান ভগিনীদিগকে দেখিতে আসিতেন ও তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। গ্রামস্থ সকলেই মেমকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত।

নবম পরিচ্ছেদ।

মাতার পরামর্শ।

"ভাল কথা, কামিনীকে দেখিয়াছ?"

"কামিনী! কোন্ কামিনী?"

"কামিনীকে চিন না? নিমাইয়ের মেয়ে কামিনী?"

"সে কি? কামিনী ইহার মধ্যে আবার এসেছে? এই তো সে দিন শ্বশুর বাড়ী গিয়াছিল, এত শীঘ্র আসিবার কারণ কি।"

"বোধ হয়, ঝগড়া করিয়া আসিয়াছে। তুমি জান না? সে যে

তোমার ভারী বন্ধু। আমি তোমার কাছে সব শুনিতে পাইব বলিয়া আসিয়াছি. তুমি আবার উল্টে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

"না; আমি কিছুই জানি না। চল, ভাই, দেখিয়া আসি, কাণ্ড খানা কি।" এই কথা বলিয়া দুইটী যুবতী একখানি মেটে ঘরের দাবা হইতে নামিল। ইহাদের এক জনের নাম মনোরমা, অপর জনের নাম রেবতী। রেবতী প্রাতে উঠিয়া কোন গৃহকার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া. মনোরমার নিকট কামিনীর সংবাদ জানিতে আসিয়াছিল। এই পাড়ায় আরও কএকটী যুবতী ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই বাটীতে কোন কর্ম্মে মাতার সাহায্য করিত না, কিন্তু পাড়াময় বেড়াইয়া লোকের নিন্দা করিয়া কাল কাটাইত।

দাবা হইতে নামিয়া মনোরমা রেবতীর হাত ধরিয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে তাহার মাতা ডাকিয়া বলিল, "কোথায় যাইতেছ? মাথায় কাপড় দিয়াই যাও।"

মনোরমা হাসিয়া কহিল, "এ প্রকারে চুল বেঁধে মাথায় কাপড় দিলে ত কাপড় থাকে না। আমি কামিনীদের বাড়ী যাইতেছি।"

মনোরমার মাতা বলিল, "এখন কি না গেলেই নয়? আহারের পরে যেও এখন। আমি একা সব কাজ করিতেছি, আমার একটু সাহায্য করিলে কি ভাল হয় না?"

মনোরমা বলিল, "আগে বেড়াইয়া আসি—পরে কাজ করিব।" মনোরমার মাতা কিছু বিরক্ত হইল, এবং দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিল, "এত পাড়া বেড়ান ভাল নয়; আমার কথা শুন, কোন দিন বিপদে পড়িবে।"

কথা না শুনিয়া মনোরমা চলিয়া গেল।

ইহারা দুই জন কামিনীদের বাটীতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে, চলুন, পাঠিকা, আমরা অগ্রে গিয়া কামিনীর পিত্রালয় কি রূপ, তাহা দেখি।

ঐ যে সম্মুখে দুই খানি মেটে ঘর দেখিতেছেন, উহাই কামিনীর পিত্রালয়। উহার ছোট ঘর খানা রন্ধনশালা। দৃষ্টিপাত মাত্রেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাটীতে যাহারা বাস করে, তাহারা পরিচ্ছন্নতা ভাল বাসে না। এত বেলা হইয়াছে, এখনও ঘর দ্বার ঝাঁটি দেওয়া হয় নাই। উঠানে মাসান্তর ঝাঁটা পড়ে কি না, সন্দেহ। জল কাদা, বাসন মাজার নূড়া, কড়ার কালি, মাছের কাঁটা, তরকারির খোসা, দুই একটি বড় ২ হাড় ও মুরগির পালক ইত্যাদি উঠানময় পড়িয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক ঘরের দ্বারের নিকট ঘর ঝাঁটি দেওয়া জঞ্জালে ঢিবি হইয়াছে, উঠানে তিন চারি স্থানে বাসি উনানের ছাইয়ের ঢিবি দেখা যাইতেছে। চল, পাঠিকা, গৃহ মধ্যে প্রবেশ করি, উঠানে যে দাঁড়ান যায় না! গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াও কোন পরিষ্কার স্থান পাওয়া কঠিন, টেবিলের উপরে তরকারির ঝোল, ঘরের মেজেতে ভাত, দেয়ালে পানের পীক, খাটের পায়াতে চুনের দাগ, জানালায় ও দরজায় গয়ারের দাগ, এখানে সেখানে মাছের কাঁটা, অপরিষ্কার বাসন ইতস্ততঃ ছড়ান রহিয়াছে। পাঠিকা, কিছু বুঝিতে পারিতেছ কি? এই বাটীর লোকেরা কি গৃহকার্য্য জানে, বোধ হয়?

মনোরমা ও রেবতী আসিয়া দেখিল, কামিনী দাবায় বসিয়া সোপ দিয়া মুখ ধুইতেছে। একটী যুবা (বাটীর চাকর) উহার হস্তে জল ঢালিয়া দিতেছে। পাঠিকা, কামিনী ঐরূপ করিতেছে বলিয়া কি উহাকে নির্লজ্জ মনে করিতেছ? আমাদের দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান ভগিনীদের বিবিয়ানা চালে চলিতে ইচ্ছা। ইংরাজ ভদ্র স্ত্রীলোকে অতি নিভৃত গৃহে স্নানাদি করিয়া থাকেন, তখন সে গৃহে পুরুষমাত্রই প্রবেশ করিতে পায় না। আমাদের ভগিনীরা ইহা বিস্মৃত হইয়া দাবা ও উঠান বা পুকুরের ঘাট "গোসল খানা" করিয়া থাকেন। যদি হঠাৎ আমার পাঠিকার ন্যায় ভদ্র মহিলা বাটী মধ্যে প্রবেশ করেন, তাহা

হইলে উহাঁদিগকে উক্ত অবস্থায় দেখিয়া মনে করিবেন, সে বিষয় ভাবেন না।

কামিনী মুখ ধুইতেছে, কামিনীর মা চেয়ারে বসিয়া চা খাইতেছেন, নিকটে রূপার চুড়ি হাতে ও অপরিষ্কৃত বস্ত্র পরিহিতা এক জন মুসলমানী চাকরাণী দাঁড়াইয়া আছে। এই চাকরাণী পাচিকা! তাই ইহার কাপড়ে হাঁড়ির কালি, ও হাত পোঁচার নানা দাগ। কামিনীর ভ্রাতার, বয়স সতের আঠার পেণ্টুলন কামিজ পরিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া শীস্ দিয়া পায়রা উড়াইতেছে। মনোরমা ও রেবতীকে দেখিয়া কামিনী তাড়াতাড়ি করিয়া মুখ হাত ধুইয়া উঠিল এবং উহাদের হাত ধরিয়া দাবায় চেয়ারে বসাইল। কামিনী জিজ্ঞাসিল, "ইহারই মধ্যে তোমাদের খবর দিলে কে?"

মনোরমা।—আমার ভাল বাসার এত টান।

কামিনী হাসিতে লাগিল। কামিনীর মাতাও আসিয়া উহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

মনো। দুই মাস হইতে না হইতে যে চলে এলে? কারণ কি?

কা। মায়ের জন্যে মন কেমন কেমন করিতে লাগিল, তাই মাকে দেখিব বলিয়া আসিয়াছি।

মাতা। আমি জানি, আমাকে ছাড়িয়া কামিনী কখনই থাকিতে পারিবে না।

রেবতী। কেন? মা ছাড়িয়া কি কেহ কখন থাকে না? তবে মেয়ে ছেলে স্বামীর ঘর করে কেমন করে।

মা। স্বামীর ঘর করিবে না কেন? স্বামীর ঘর সকলই করিয়া থাকে। আমি করিতেছি না? কিন্তু তাই করিয়া কি শাশুড়ী ননদের ঘর আজ কাল কে করিয়া থাকে? এক হিন্দুদের মধ্যে করে। ইংরাজদের দেখ না কেন? বিবাহ হইলে স্বতন্ত্র ঘরে থাকে।

মনো। ঠিক বলিয়াছ, তাহাতেই তো আমি দিব্বি করিয়াছি, ভিন্ন ঘর না করিলে কখনই যাইব না।

রে। তোমার স্বামীও তো তাই এই প্রায় সাত মাস হইল, আইসে নাই।

মনো। আসিবে কোন্ মুখে? আমি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছি, যদি আমাকে চাও, মাতা, ভগিনী, ভ্রাতা ত্যাগ কর; আর উহাদের চাও তো আমার আশা ছাড়িয়া দেও। পাকা কথা বাবা!

মা। উত্তম করিয়াছ! আমিও কামিনীকে বলি, পুরুষের সকল কথায় কি হুঁ দিতে আছে? উহারা যাহা বলিবে, তাহাতেই রাজি হইলে কি মান থাকে? এত করিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া দিই, কিন্তু এই আট মাস হইল বিবাহ হইয়াছে, আজও কামিনী শাশুড়ী ননদকে তাড়াইতে পারিল না।

কা। মা, তুমি বুঝ না; যদি সকলের শাশুড়ী ননদের মত আমার শাশুড়ী ননদ হইত, তাহা হইলে এ কাজ আমি অনায়াসে করিতে পারিতাম। আমার শাশুড়ীর মত ধার্ম্মিকা আমি তো কখনও দেখি নাই। সত্য কথা বলিতে কি, মা, তাঁহার সহিত কথা কহিতে আমার ভয় করে। কেমন মনে হয়, ঈশ্বর যেন তাঁহার সহিত আছেন,—তাঁহার মনে দুঃখ দিলে ঈশ্বর আমাকে তাহার প্রতিফল দিবেন।

মা। মূর্খ মেয়ে,—তোমার শাশুড়ীকে কি আমি দেখি নাই? উনি আবার ধার্ম্মিকা! অমন কপটী ভণ্ড তপস্বী আর দুটী নাই।

কা। না, না, মা; অমন কথা বলিও না। উনি কপটী নন, আমি কত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। যদি পৃথিবীতে সত্য খ্রীষ্টীয়ান থাকে, তবে আমার শ্বশুর বাটীর উহাঁরা সকলই সত্য খ্রীষ্টীয়ান। আমার শাশুড়ীর সঙ্গে বিবাদ করিব কি করিয়া? আমি তাঁহার কাছে কত দোষ করিয়াছি, তিনি কিন্তু কখন তোমার জামাতার কাণে সে কথা তোলেন

নাই। আর আমাকে যখন তিরস্কার করেন, তখন এমনি মিষ্ট ভাবে করেন যে, আমি উত্তর করিতে পারি না, এক এক বার এমনি লজ্জিত হই।

রে। আহা, অমন শাশুড়ীর পা ধুইয়া জল খাইতে ইচ্ছা করে!

মনো। তুই চুপ্ কর্। তোর আজও বিয়ে হয় নাই, তুই কি জানিস? বিয়ে হউক, শাশুড়ী ননদের ঘর করা কত সুখ, টের পাবি।

মা। তোমার মরণ, তাই তুমি অমন ক'রে বল্‌ছ। আমার কি, বল? তোমার ভাল হইবে, তাই বলি, স্বতন্ত্র হও। পরের মত হইয়া থাকিতে ভাল লাগে, থাক। অমন বাগান, বাড়ী, পুষ্করিণী, তা কখনও হাতে তুলিয়া একটী ফল কাহাকেও দিতে পার না, আপনার লোক কাহাকেও বাড়ীতে থাকিতে বলিতে পার না; আমি মা, আমি গিয়া থাকিতে পাই না, অপর কে যাইবে, বল?

কা। কেন মা, তুমি গেলে তো তাঁহারা খুব যত্ন করিয়াছিলেন?

মা। যত্ন!—ওকে যত্ন বলে? ও মনোরমা, বলিব কি, মা, আমি তিন দিন ছিলাম, তা কেবল দুই বেলা আহার ও দুইটী মেঠাই ভিন্ন আর কিছুই খাইতে পাই নাই। আমি না থাকিতে পারিয়া তিন দিনের দিন রাত্রে বলিলাম, বেয়ান, শুক্‌নো আর কত দিন খাওয়াইবে, একটু আধটু মুখ ভিজাইয়া দেও। ও মা, বলিতেই আমার বেয়ানের মুখের ভাব যদি দেখিতে, তুমি ভয়ে তখনই সেখান থেকে চলিয়া আসিতে। আমার হাত ধরিয়া কাঁপিতে২ বলিল, "বেয়ান, এ কি সত্য কথা? সত্যই কি তুমি ঐ আত্মনাশক দ্রব্য পান করিয়া থাক? তোমায় বিনয় করি, যদি ইহা সত্য হয়—বিনয় করি, আর পান করিও না।" আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম, তার পরদিন ভোরে উঠে ঘরে এলাম।

কা। মা, তাহা সত্য বটে; আমাদের বাটীতে উহা কখন দেখি

নাই, এমন কি সেখানকার কোন খ্রীষ্টীয়ান স্ত্রীলোক তামাক পর্য্যন্ত খায় না; ভদ্র লোকের উহা ছুঁইতে নাই।

মা। ভাল, ভাল; ও কথা যাউক। এখন পৃথক হইতে তোমার ইচ্ছা আছে কি না, আমাকে বল।

কা। আমি কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

মা। তোমার মরণ, বুদ্ধির মাথা খাইয়াছ। দেখিতে পাইতেছ না যে, যত দিন আলাদা না হইবে, তত দিন তোমার শাশুড়ীই বাড়ীর কর্ত্তা। অমন দৈখে শুনে বিয়া দিলাম! কোথা বাগান বাড়ীর ঠাকুরাণী হইয়া দাস দাসীকে হুকুমে চালাইবে, না কোথায় পরের মত দিবারাত্রি পড়িয়া থাক। থাক, থাক; আমার কি? আমাকে আর কোন কথা বলিলে, তখন দেখিতে পাইবে।

কা। মা, রাগ করিও না। আমি স্বতন্ত্র থাকিতে চাহি না। তবে তোমার জামাতার সঙ্গে বিবাদ হইল কেন? কিন্তু, মা, সত্য কথা বলিতেছি, তোমার পরামর্শে উহাঁর সহিত বিবাদ করিয়া আমার এক রত্তিও সুখ নাই। আমার অমন স্বামী! অমন স্বামী এ গ্রামে কাহার তো নাই।

মনো। দেখ, দেখ! বলে কি? এত বাড়া বাড়ি কেন?

কা। সত্যই তো, সত্য কথা বলিতে ভয়ই বা কি, লজ্জাই বা কি?

মা। ভাল, তোমার ভিন্ন হইবার কথা শুনিয়া রাজেন্দ্র কি বলে?

কা। মা, উনি কি বলেন, তাহা বলিতে পারি না; ও কথা তুলিতেই উনি অত্যন্ত কষ্ট পান। মা, ওঁর কষ্ট দেখিলে, আমার আর স্বতন্ত্র হইতে ইচ্ছা করে না।

মনো। উঃ, 'উনি' 'তিনি' বলেন যে, এত মান্য করে কথা! তোমার হইয়াছে কি? কামিনি, তুমি কি স্বাধীনতার মাথা খাইয়াছ?

কা। মনোরমা, তুমি হাসিতেছ, কিন্তু ভাই, তাঁহার সঙ্গে কথা

কহিলে, না কাঁদিয়া থাকিতে পারিতে না। এই যে আসিবার পূর্ব্ব দিন রাত্রে এত যে আমি উহাঁর মনে কষ্ট দিয়া স্বতন্ত্র হইবার কথা বলিয়া, উহাঁর অনিচ্ছাতে চলিয়া আসিয়াছি, তথাচ তিনি এমনি প্রেম ভাবে এত ধৈর্য্যের সহিত আমাকে বুঝাইলেন, ও আমার সঙ্গে প্রার্থনা করিলেন যে, আমি না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার এক এক বার মনে হয়, অমন স্বামীর মনে দুঃখ দিয়া যেন অনেক পাপ করিতেছি।

মা। ভাল, তুমি রাজেন্দ্রের কথা শুনিয়া কি বলিলে?

কা। আমি আর কি বলিব—আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিব বলিয়া চলিয়া আসিয়াছি।

মা। ভাল, রাজেন্দ্র কবে আসিবে, বল তো?

কা। তিনি বলিয়াছেন, আমি না ডাকিলে তিনি আসিবেন না।

মনো। ভালবাসা বটে!

মা। তবে তুমি অদ্যই পত্র লিখিয়া আসিতে বল। ভাল করিয়া পত্র লিখিও, যেন পাইবা মাত্রই আইসে।

কা। আসিলে কি হইবে? আমি তাঁহার সাক্ষাতে কিছু বলিতে পারিব না।

মা। তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না। আমি সব ঠিক করিব; কিন্তু দেখিও, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি অনিচ্ছা দেখাইও না।

কা। না, মা; তা কখনই করিব না।

মা। তবে এই পরামর্শই রহিল। এখন আমি যাই, তোমরা পত্র লিখিও। আর এক কথা, আজ তোমার পিতা আসিবেন, দেখিও, স্বতন্ত্র হইবার কথা যেন তিনি কিছুই শুনিতে না পান।

কা। তবে কাল তোমার জামাই আসিয়া কি করিবেন?

মা। আমি তো তোমার মত কাঁচা মেয়ে নই; উনি আজ আসিবেন, কাল প্রাতেই চলিয়া যাইবেন। রাজেন্দ্রের আসিতে বৈকাল হইবে। দুই জনে দেখাও হইবে না।

কামিনীর মাতা ইহা বলিয়া হুঁকা হাতে করিয়া উঠিয়া গেলেন। কামিনী সমবয়স্যাদের লইয়া পত্র লিখিতে বসিল।

কামিনীর পিতা কলিকাতায় কোন আফিসে কর্ম্ম করিতেন, বেতন পঞ্চাশ টাকা। ত্রিশ টাকা বাটীতে পাঠাইতেন, কুড়ি টাকা নিজ বাসা খরচের জন্যে রাখিতেন। কামিনীর মাতা ত্রিশ টাকা দিয়া যাহা ইচ্ছা, করিতেন। কখন২ এই টাকায় কুলাইত না বলিয়া, ধারও করিতেন। এমন সময়ে কামিনীর পিতা হিসাব চাহিলে, নানা কটু কথা বলিতেন, নতুবা "তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর?" বলিয়া কাঁদিতে বসিতেন। এই সকল এড়াইবার জন্য কামিনীর পিতা আর হিসাব লইতেন না। এমন কি, বাটীতেও আসা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এক মাস বা দুই মাস পরে আসিয়া রাত্রে থাকিতেন। স্ত্রীর জ্বালায় বাটীতে অধিক দিবস থাকিতে পারিতেন না, থাকিলে প্রায় মনস্তাপই সার হইত। কামিনী এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিক্ষা পাইয়াছিল। পাঠিকা, কামিনীর স্বভাব এ প্রকার হওয়াতে, এখন, বোধ হয়, তোমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে না। সন্তান সন্ততি মাতা পিতার ব্যবহার অনুকরণ করিতে ভাল বাসে, মাতা পিতার ব্যবহার দ্বারাই সন্তানের অন্তঃকরণে পাপ বা ধর্ম্মের বীজ প্রথমে বপন হইয়া থাকে। সন্তানের ভাবি স্বভাব ভাল মন্দ হওয়ার ভার মাতা পিতার উপরে। ঈশ্বর যে উহাঁদিগকে এই সকল সন্তানকে ধর্ম্ম শিক্ষা দান করিবার ভার দিয়াছেন, এই কথা অনেকেই বিস্মৃত হন।

দশম পরিচ্ছেদ।

যে পরিমাণে পরিমাণ করিবে, সেই পরিমাণে তোমাদের জন্য পরিমিত হইবে।

রাজেন্দ্র প্রচার করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময়ে বাটীর দ্বারের নিকটে শ্বশুরালয়ের লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে প্রণাম করিয়া রাজেন্দ্রের হস্তে একখানি পত্র অর্পণ করিল। রাজেন্দ্র পত্র পাঠ করিতে২ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহিণীও অতিশয় প্রফুল্ল চিত্তে ডাকিয়া শ্বশুরালয় হইতে সন্দেশ আসিয়াছে, এই সম্বাদ দিলেন। গৃহিণী বাহিরে আসিয়া ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বেয়ানের প্রেরিত মিষ্টান্ন তুলিতে লাগিলেন ও বাটীর মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পরে মৃণ্ময়ীকে ডাকিয়া ভৃত্যকে এক ঘটি জল দিতে এবং উহার জলযোগের আয়োজন করিয়া দিতে বলিয়া, রাজেন্দ্রের নিকটে গেলেন। রাজেন্দ্র পত্র পাঠ করিয়া গৃহিণীকে বলিল, "মা, কামিনী লিখিতেছে, 'কোন বিশেষ কথা আছে, অতএব এই পত্র পাইবামাত্রই পত্রবাহকের সহিত আসিবে। দেখিও, নিরাশ করিও না; আমি পথ চাহিয়া রহিলাম।'"

শুনিয়া গৃহিণীর মুখ শুষ্ক হইয়া গেল—বলিলেন, "এত শীঘ্র ডাকিবার কারণ কি?"

রা। বোধ হয়, ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দান করিয়াছেন। আমাদের অমতে চলিয়া গিয়া যে অন্যায় করিয়াছে, ও আবার শীঘ্র ফিরিয়া আসা উচিত, ইহা কামিনী বুঝিতে পারিয়াছে এবং বোধ হয়, এই কথা বলিবার জন্যেই আমাকে ডাকিয়াছে।

এ কথা গৃহিণীর মনে স্থান পাইল না। বুদ্ধিমতী বহুদর্শিনী গৃহিণী বহুদিবস হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কামিনী স্বতন্ত্র

হইবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু রাজেন্দ্র এই কথা কখনও মাতার নিকট উত্থাপন করে নাই বলিয়া, গৃহিণীও এ বিষয়ে কখন কিছু বলিতেন না।

গৃ। তবে কি তুমি যাইবে?

রা। আহারের পরে যাইব, মনে করিতেছি; আবার কল্য দ্বিপ্রহরের সময়ে বাটী ফিরিয়া আসিব।

গৃহিণীর হৃদয়ে স্নেহ প্রবল হইল, ইচ্ছা, রাজেন্দ্রকে ধরিয়া রাখেন। আসন্ন বিপদাশঙ্কায় রাজেন্দ্রকে চক্ষের অন্তরাল করিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু নিজের মনের ভাব গোপন রাখিয়া বলিলেন, "যাও, অনন্ত হস্ত তোমাকে বেষ্টন করিয়া আছেন; আমার কোন বাধা নাই।"

রাজেন্দ্র সন্তুষ্ট চিত্তে মাতার হস্তে পত্র খানি দিয়া বলিল, "পাঠ করিয়া দেখুন, কামিনী কত নম্রভাবে পত্র লিখিয়াছে।"

চতুরা গৃহিণী পত্র পাঠ করিয়া অধিকতর সন্দিগ্ধমনা হইলেন। ভাবিলেন, "প্রভো, তোমার পক্ষে কিছুই কঠিন নয়, তাহা আমি জানি—কামিনীকে সন্দেহ করিতেছি বলিয়া যদি দোষ হইয়া থাকে, ক্ষমা করুন,"—প্রকাশ্যে বলিলেন, "এখানে থাকিতে কামিনীর এই রূপ ভাব অল্পই প্রকাশ পাইয়াছে।"

রাজেন্দ্র দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, মন্দ কি কখনও ভাল হয় না?"

গৃহিণী উত্তর করিলেন, "সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসাধ্য নয়, এই আমার বিশ্বাস।"

আহারাদি সমাপ্ত করিয়া রাজেন্দ্র মাতা ও ভগিনীর নিকটে বিদায় লইয়া শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল।

রাজেন্দ্র প্রফুল্লচিত্তে নানাবিধ সুখ কল্পনায় মগ্ন হইয়া পথ চলিতে লাগিল। আশাই সুখের মূল, রাজেন্দ্র আশা করিল, কামিনী নিজ দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। এবার হইতে কামিনী

ধর্ম্মপরায়ণা হইবে ও নূতন অন্তঃকরণ প্রাপ্ত হইবে। কামিনী অপরিবর্ত্তিতমনা বলিয়া রাজেন্দ্রকে যে সকল কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, সে সকল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া রাজেন্দ্র অধিকতর উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত হইবে; কামিনী আর রাজেন্দ্রের প্রতিবন্ধক ও পরীক্ষাস্বরূপ না হইয়া, যথার্থই উহার সহধর্ম্মিণী হইবে। এই প্রকার নানা সুখ আশায় রাজেন্দ্র কল্পনাক্ষেত্রে অতিশয় উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিল।

এ দিকে গৃহিণী নিজ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রোদন ও প্রার্থনায় এক ঘণ্টা কাটাইলেন।

সন্ধ্যা হইবার এক দণ্ড পূর্ব্বে রাজেন্দ্র শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। কামিনী অতিশয় সমাদরসহকারে স্বামীর অভ্যর্থনা করিল। পাড়ার কয়েক যুবতী "তামাসা" দেখিবে বলিয়া মনোরমার সহিত রন্ধনগৃহে বসিয়াছিল। ইহারা অত্যন্ত মুখরা ও ব্যাপিকা, এই জন্য রাজেন্দ্র কখনই ইহাদের সহিত আলাপ করিত না; কামিনীকেও ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিতে নিষেধ করিয়াছিল। অদ্য দিবস রাজেন্দ্র আসিবে শুনিলে ইহারা বাটীর নিকটেও আসিত না, কিন্তু অদ্য কৌতূহল সংবরণ করিতে না পারিয়া পূর্ব্ব হইতে আসিয়া বসিয়াছে। রাজেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম ও শ্রান্তি দূর করিয়া আহার করিতে বসিল। কামিনীর মাতা অতিশয় যত্নের সহিত আয়োজন করিয়াছিলেন। আহারাদি শেষ হইলে, তিনিও আসিয়া রাজেন্দ্রের সঙ্গে কথা কহিতে বসিলেন:

অবশেষে কামিনীর মাতা হুঁকা হাতে করিয়া জামাতার সহিত কথা কহিতে বসিলেন। নানা ছলে, নানা কথা তুলিলেন। বলিলেন, "আমার কামিনী অত্যন্ত কৃশ হইয়াছে, বোধ হয়, শ্বশুর বাড়ীর কষ্টই কামিনীর কৃশ হইবার প্রধান কারণ।" রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কি কষ্ট?" তিনি বলিলেন, "কামিনী কখন রন্ধন করে নাই, কখন জল

তোলে নাই, কখন পুষ্করিণীতে স্নান করে নাই, ও কখনও গৃহকার্য্য করে নাই" ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে ইঙ্গিতে বলিলেন যে, শাশুড়ী ননদের সহিত একত্র থাকিলেই এই সকল কষ্ট হইয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে কথার ছল রাজেন্দ্রের বোধগম্য হইল। হায়, পথে আসিতে আসিতে রাজেন্দ্র যে অট্টালিকা উত্থাপন করিয়াছিল, তাহাতে প্রবল ঝটিকা আঘাত করিল। রাজেন্দ্র নিরুত্তর হইয়া সকল কথা শুনিল, কেবল যখন গৃহিণীকে উল্লেখ করিয়া কামিনীর মা কথা আরম্ভ করিলেন, তখন রাজেন্দ্রের শ্রবণে মাতৃনিন্দা সহ্য হইল না—তখন রাজেন্দ্র বলিল, "আপনি তো এতক্ষণ কথা বলিলেন, এখন আমি কিছু বলি, শুনুন; আপনার কন্যা সম্মুখে বসিয়া আছে, আমি কএকটী প্রশ্ন করিব?" রাজেন্দ্র কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা কিম্বা মৃণ্ময়ী কখনও কম্ম কার্য্যের জন্য তোমাকে তিরস্কার করিয়াছেন কি না?" এই সম্বন্ধে রাজেন্দ্র যত প্রশ্ন করিল, প্রত্যেক প্রশ্নে কামিনী "না," বলিল। কিন্তু তুষ্টা ধর্ম্মরহিতা কামিনীর মাতা তাহাতে লজ্জিত না হইয়া, পুনর্ব্বার বলিল, "দেখ, বাপু, আমি ও সকল বিষয়ে ভুক্তভোগী; আমার শাশুড়ী আমাকে কষ্ট দিতেন, তাহা তোমার শ্বশুরকে বলিলে, তিনি কখনই বিশ্বাস করিতেন না—তদ্বিপরীতে আমাকেই দোষী মনে করিতেন। আমার শাশুড়ীও এমনি চতুরা ছিলেন যে, তাঁর সাক্ষাতে কখনই আমাকে তিরস্কার করিতেন না। অবশেষে আমার এত কষ্ট হইল যে, আমি না থাকিতে পারিয়া তোমার শ্বশুরের অমতেই স্বতন্ত্র হইলাম। ভাগ্যে স্বতন্ত্র হইয়াছিলাম, নতুবা বুড়ী শেষে যে কাশি রোগে মারা পড়ে, যদি এক সংসারে থাকা হইত, আমি অত সেবা করিতে পারিতাম না।"

রাজেন্দ্র আর শুনিতে পারিল না, বলিল, "ও কথা থাকুক, আপনার আর কিছু বলিবার থাকে, বলুন।" কামিনীর মাতা বলিলেন,

"যদি আমার পরামর্শমতে চল, সকল কষ্ট দূর হইবে, কামিনীও তোমার সঙ্গে বাটী ফিরিয়া যাইবে।"

রা। কি পরামর্শ?

মা। স্বতন্ত্র হও।

রাজেন্দ্রের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। রাজেন্দ্রের আশারূপ অট্টালিকার ঘোরতর পতন ও তাহা ভূমিসাৎ হইল।

রা। তবে আপনার বিবেচনায় মা ছাড়িয়া স্বতন্ত্র হইলেই আমাদের মঙ্গল হয়?

মা। হাঁ, তাহা হইলে কামিনীর ও তোমার, উভয়ের মঙ্গল ও সুখ হইবে।

রাজেন্দ্র অধৈর্য্য হইয়া বলিল, "আমার মঙ্গলার্থে আপনি এত চিন্তা করিয়া থাকেন, কিন্তু নিজের সুখের জন্য আপনি কি করিতেছেন?"

মা। কেন,—আমার সুখ আবার কি?

রা। আপনার পুত্র আছে, আপনি কি পুত্রের বিবাহ দিবেন না, মনে করিয়াছেন?

মা। সে কি কথা,—পুত্রের বিবাহ দিব না কেন?

রা। আপনার পুত্রবধূ আপনার সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিবেন, সে বিষয় কি কখন চিন্তা করিয়াছেন?

মা। তোমার স্বতন্ত্র হওয়ার সহিত এ কথার সম্পর্ক কি?

রা। ধর্ম্মপুস্তক লইয়া আসুন, সম্পর্ক আছে কি না, দেখাইয়া দি।

কামিনী উঠিয়া নানা স্থান অন্বেষণ করিয়া পরে কুলঙ্গি হইতে এক খানা ধূলা মাখান অন্তভাগ বাহির করিয়া, ধূলা ঝাড়িয়া রাজেন্দ্রের হাতে দিল।

রাজেন্দ্র লূক লিখিত সুসমাচারের ষষ্ঠ অধ্যায় বাহির করিয়া, সপ্তত্রিংশতি পদ পাঠ করিতে বলিল, পরে কামিনী পাঠ করিল,

"তোমরা পরের বিচার করিও না, তাহাতে তোমাদেরও বিচার কোন ক্রমে করা যাইবে না। এবং পরকে দোষী করিও না, তাহাতে তোমরাও কোন ক্রমে দোষীকৃত হইবা না; তোমরা ক্ষমা কর, তাহাতে তোমাদেরও ক্ষমা হইবে। দান কর, তাহাতে তোমরাও দান পাইবা; লোকে ভাল পরিমাণে চাপিয়া ঝাঁকরিয়া উপচিয়া তোমাদের কোলে দিবে; বস্তুতঃ তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের নিমিত্তেও পরিমিত হইবে।"

রাজেন্দ্র বলিল, "আর না।" পরে শাশুড়ীকে বলিল, "ইহা কখন পাঠ করিয়াছেন কি? জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইতেছে, কারণ পুস্তকখানিতে যে ধূলা ছিল, বোধ হইতেছে, বহুকাল উহা কেহ স্পর্শ করে নাই। যাহা হউক, এখন যাহা শুনিলেন, এ বিষয়ে কি ভাবিতেছেন? মনে রাখুন, ঈশ্বর কখন মিথ্যা কথা কহেন না; যে পরিমাণে আপনি পরিমাণ করিতেছেন, আপনার পুত্রবধূ সেই পরিমাণে আপনাকে পরিমাণ করিবেন।"

কামিনীর মাতা লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। বাস্তবিক তাঁহার পুত্রবধূ যে তাঁহার স্বভাবের অনুকরণ করিবে, ইহা মনেও উদয় হয় নাই। শেষে উত্তর করিলেন, "আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিলাম। তুমি বালক; তোমার সঙ্গে ধর্ম্মপুস্তকের কথা লইয়া কি তর্ক করিব? এখন আমি অন্য কার্য্য দেখি গিয়া, তোমরা দুই জনে কথা বল।"

উঠিয়া গিয়া কামিনীর মাতা মনে মনে ভাবিলেন, "কামিনী সত্য বলিয়াছে, জামাতাটী কম নয়। চুপ করিয়া থাকে, লোকে হঠাৎ দেখিয়া মনে করে, অত্যন্ত হাবা। এক কথায় আমারই মুখ বন্ধ করিয়া দিল, তায় কামিনী তো বালিকা।"

কামিনীর মাতা চলিয়া গেলে, রাজেন্দ্র কামিনীকে বলিল, "কামিনি,

এই কি তোমার বিশেষ কথা? এই দুঃখ দিবে বলিয়া কি এত ক'রে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলে? তোমার মনে কি এই ছিল?"

কামিনী ভাবিল, এই সময় যাহা বলিবার, বলি, নতুবা এমন সুযোগ আর হইবে না। কামিনী মন কঠিন করিয়া বলিল,

"মা তো কোন মন্দ কথা বলেন নাই।"

আবার রাজেন্দ্র অধৈর্য্য হইল, বলিয়া উঠিল, "প্রভো, কি দোষে দাসকে এত শাসন করিতেছ? প্রভো, আমি যে নিতান্ত দুর্ব্বল, তাহা ভুলিও না।" কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া আবার রাজেন্দ্র কামিনীকে বলিল, "কামিনী, আমার হাতে হাত দিয়া সত্য করিয়া বল, স্বতন্ত্র হইয়া থাকা তোমার কি মনোগত ইচ্ছা? না কাহারও পরামর্শে এই কাজ করিতেছ? কামিনী, এক বার বল যে, তোমার ইচ্ছা নয়; এক বার স্বীকার কর যে, তোমার মাতার শিক্ষামতে তুমি স্বতন্ত্র হইবার প্রস্তাব করিতেছ; তাহা হইলে আমি এই দণ্ডে তোমাকে লইয়া চলিয়া যাই, আর এ পাপ স্থানে পা দিব না। আমার সরল হৃদয়া স্নেহময়ী মাতা এক দিনও তোমাকে কষ্ট দেন নাই, তাহা তুমিই জান—কামিনি, এমন দয়াময়ী মা ছাড়িয়া পৃথক হইতে বলিতেছ কেমন করিয়া?" বলিতে বলিতে রাজেন্দ্রের স্বর কাঁপিতে লাগিল, স্বর বদ্ধ হইয়া আসিল, রাজেন্দ্র দুই হস্তে মুখ লুক্কায়িত করিয়া নীরবে রহিল।

কামিনী দেখিয়া শুনিয়া উন্মনা হইল। কামিনী স্বামীকে ভাল বাসিত, কিন্তু কুশিক্ষা ও অহঙ্কারে কামিনীর সর্ব্বনাশ হইতেছিল। বিবেক কহিল, স্বামীর মনে অকারণে কষ্ট দিয়া পাপ বৃদ্ধি করিও না—শয়তান, মাতার ও সমবয়স্যাদের শিক্ষা কহিল, এই সময় কঠিন হও; জন্মের মত স্বাধীন হইয়া জয়ী হইবে। কামিনী উত্তর করিল—

"স্বতন্ত্র না হইলে, আমি কখনও তোমার কাছে যাইব না।"

এই কথা শুনিয়া রাজেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া ও চাদর লইয়া জুতা

পায়ে দিয়া, বলিল, "আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই; দুই দিবস পরে তোমাকে পত্রদ্বারা আমার মতামত জানাইব।"

স্বামী চলিয়া যান, দেখিয়া কামিনীর হৃদয়ে একটুমাত্র মনস্তাপ জন্মিল, নম্রতার সহিত বলিল, "এই আসিয়াছ, আবার এখনি যাইবে? কষ্ট হইবে, আজ যাইও না।"

আবার রাজেন্দ্রের মনে আশার উদয় হইল, আবার রাজেন্দ্র কামিনীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "কামিনী, যদি আমার কষ্টে তোমার কষ্ট হয়, তবে একটী কথা বলিলেই তো আমার কষ্ট দূর হইবে। বিনয় করি, সত্য করিয়া বল, একান্তই কি স্থির করিয়াছ যে, স্বতন্ত্র হইবে?"

কা। "হাঁ।"

রাজেন্দ্র কামিনীর হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া, গৃহের বাহির হইল।

এ সময়ে, নিজগৃহে, রাজেন্দ্রের মাতা কি করিতেছেন? গৃহিণী আহারাদি করিয়া নিয়মিতরূপে প্রার্থনা করিয়া পুত্র কন্যা লইয়া শয়ন করিয়াছেন। চিন্তাবর্জ্জিত বালক বালিকা অতি শীঘ্রই নিদ্রিত হইল, কিন্তু গৃহিণীর চক্ষে নিদ্রা নাই। গৃহিণী ভাবনায় কাতর হইয়া শয্যায় স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছেন না, এক এক বার আসন্ন বিপদ আশঙ্কায় বালক নগেন্দ্রকে বক্ষে করিয়া রোদন করিতেছেন, ও অনবরত সান্ত্বনার জন্যে কাতরে যাচ্ঞা করিতেছেন, দ্বিপ্রহরের সময়ে হঠাৎ দ্বারে কে আঘাত করিল, চকিত হইয়া গৃহিণী কক্ষের বাহিরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেও?"

উত্তর, "আমি রাজেন্দ্র।"

কম্পিত হৃদয়ে মাতা ত্বরায় দ্বার খুলিয়া দিলেন। বহুকাল পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় পদ বিক্ষেপ করিয়া রাজেন্দ্র বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাতার খাটে বসিল। গৃহিণী আসিয়া পুত্রের নিকট বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,

"মা, আমি ফিরিয়া আসিয়াছি দেখিয়া কি সন্তুষ্ট হও নাই ?"

গৃ। সকল সময়েই তোমাকে দেখিয়া সুখী হই, কিন্তু এমন অসময়ে কেন আসিয়াছ, তাই ভাবিতেছি।

রা। তবে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ না, কেন আসিয়াছি ?

গৃ। তোমার মনে কোন গুরুতর কষ্ট হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি ; জিজ্ঞাসা করিলে পাছে তোমার কষ্ট বৃদ্ধি হয়, সেই ভয়ে জিজ্ঞাসা করি নাই।

রা। কষ্ট—এমন কষ্ট সমস্ত জীবনে পাই নাই। এ কষ্টের ভার আমি সহিতে পারিতেছি না।

গৃ। বিভাগ করিয়া দিলে ভারের লাঘব হয়, পুত্রের দুঃখের ভারের অধিকাংশই মাতার, আমার ভার আমাকে দিতে বিলম্ব করিতেছ কেন ?

রা। ইহার ভারে আমি চূর্ণ হইতেছি ; মা, তোমার প্রাণে কেমন করিয়া সহ্য হইবে ?

গৃ। যে প্রভু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, "পৃথিবীর অন্ত পর্য্যন্ত আমি তোমার সহিত থাকিব," সেই প্রভুই এ ভার সহ্য করিতে শক্তি দিবেন, আর বিলম্ব করিও না ; সকল কথা আমাকে খুলিয়া বল।

গৃহিণী বলিতে বলিতে এক হস্ত দ্বারা পুত্রকে বেষ্টিত করিলেন, অপর হস্ত দ্বারা—যেরূপ বাল্যকালে রাজেন্দ্র কোন দুঃখের কথা মাতার নিকটে বলিতে আসিলে গৃহিণী তাহার বিশাল ললাট হইতে কেশগুচ্ছ সরাইয়া দিয়া চুম্বন করিতেন—বহুকাল পরে আবার তাহাই করিলেন—রাজেন্দ্রের দুঃখের প্রবাহ প্রবল হইল—নিজ পুরুষত্ব ভুলিয়া গেল—বালকের ন্যায় মাতার বক্ষে মস্তক রাখিয়া রোদন করিল—পুত্রের অশ্রুর সহিত মাতার অশ্রু মিলিত হইল।

রোদন করিয়া রাজেন্দ্র শান্ত হইল—একে একে গৃহিণীকে সকল

কথা বলিল—গৃহিণীর পক্ষে কি ইহা নূতন ? ইহা যে ঘটিবে, তাহা কি মাতার মন জ্ঞাত নহে ? বহুক্ষণ পরামর্শ হইল, মাতা পুত্রে সরোদনে কাতরস্বরে প্রার্থনা করিবার পর স্থির করিলেন, স্বতন্ত্র হওয়াই শ্রেয়ঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"তোমার বাক্য আমার পথের আলোকস্বরূপ হউক।"

আগামী কল্য মৃণ্ময়ীর বিবাহ। গৃহিণীর বাটীতে আনন্দের সীমা নাই। গৃহিণী আনন্দিত, নগেন্দ্র নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া, মিষ্টান্ন খাইয়া আনন্দে মত্ত হইয়া, নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে, কামিনীও স্বতন্ত্র হওন সম্বন্ধীয় গোলযোগ পরিত্যাগ করিয়া, এক সপ্তাহের জন্য ননদের বিবাহোৎসবে যোগ দিতে আসিয়াছে। পাঠিকা জিজ্ঞাসা করিতে পার, স্বতন্ত্র হওন সম্বন্ধীয় গোলযোগ আবার কি ? পাঠিকা ও সকল বড় দুঃখের কথা, এখন থাকুক ; পরে বলিব। অদ্য বিবাহের অধিবাস, সুখের দিন, সুখের কথাই বলি।

কল্য মৃণ্ময়ীর বিবাহ। অদ্য গৃহিণী নানা কার্য্যে ব্যস্ত। কখনও এ ঘর ও ঘর করিয়া, সকল দেখিয়া শুনিয়া, গুছাইয়া রাখিতেছেন, কখনও বা আগত নিমন্ত্রিতগণের আশীর্ব্বাদোক্তি গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। আর মৃণ্ময়ী ? মৃণ্ময়ী কি করিতেছে ? সরলা, সুন্দরী মৃণ্ময়ী একখানি নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া বিদ্যুতের ন্যায় এ ঘর ওঘর করিয়া গৃহিণীর সাহায্য করিয়া বেড়াইতেছে। গৃহিণী বার বার মৃণ্ময়ীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতেছেন, "আজ তোমার কর্ম্ম করিবার দিন নয়, মা, আজ তুমি গিয়া সমবয়স্যাদের সঙ্গে আনন্দ কর।" মাতার অনুরোধে মৃণ্ময়ী এক এক বার যাইয়া সমবয়স্যাদের সহিত মিলিত হইতেছে, কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে পারিতেছে না,—মৃণ্ময়ীর মন চঞ্চল হইতেছে। অতি শীঘ্রই স্নেহময়ী মাতাকে পরিত্যাগ

করিয়া অপরিচিত শাশুড়ীর সহিত বাস করিতে হইবে, ইহা যত মৃণ্ময়ীর মনে পড়িতেছে, ততই মৃণ্ময়ী মাতার নিকট থাকিবার ব্যপদেশ অন্বেষণ করিয়া সুবিধা পাইলেই গৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইতেছে। গৃহিণীও ভাব বুঝিয়া সম্পূর্ণরূপে বাধা দিতে পারিতেছেন না—কেন? মাতার মন কি উতলা হয় নাই? যাঁহারা জানেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন।

মৃণ্ময়ী মাঝের ঘরে সমবয়স্যাদের নিকটে বসিয়া আপনার বিবাহ উপলক্ষে যে সকল শিল্প কার্য্য প্রস্তুত করিয়াছিল, সেই সকল দেখিতে ছিল— সকলেই তাহার শিল্প কার্য্যের নৈপুণ্যের সুখ্যাতি করিতেছিল; এমন সময়ে এক হস্তে যষ্টি অপর হস্তে শুক্ল বস্ত্র জড়িত একটী পুলিন্দা দৃঢ়রূপে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে এক বৃদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধাকে দেখিয়া মৃণ্ময়ী সমবয়স্যাদের বলিল, "ভাই, খানিকক্ষণের জন্য আমায় ছেড়ে দেও,—আমি বুড়ী দিদির কাছে যাই।" এই কথা শুনিয়া কোন অজ্ঞানা যুবতী হাসিয়া হাসিয়া হাত নাড়িয়া, ব্যঙ্গ করিয়া, অন্যান্য যুবতীদের বলিল, "আঃ মরি— এই সকল গোলাপ ফুলের সহবাস ত্যাগ করিয়া, ঐ কুঁজী বুড়ীর কাছে না গেলেই কি নয়? ঐ শুষ্ক ফুলে কি তোমার তরে এতই মধু আছে?"

গৃহ মধ্যে আরও অনেক স্ত্রী লোক বসিয়াছিল, যুবতীর ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া অনেকেই হাসিয়া উঠিল; কিন্তু এ কথা শুনিয়া সরলচিত্ত যীশুর দাসী মৃণ্ময়ীর মন ব্যথিত হইল,—মৃণ্ময়ী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সপ্রেম স্বরে বলিল, "বুড়ী দিদি আমাদের অতি প্রিয়, আমরা সপরিবারে উহাঁকে অত্যন্ত মান্য করি, আর তাহা না হইলেও 'পক্ক কেশ প্রাচীনদের সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়ান ও বৃদ্ধ লোকদের মান্য করা কর্ত্তব্য।" এই কথা শুনিয়া যুবতী কিঞ্চিৎ লজ্জিতা ও কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া মস্তক নত করিয়া, অন্য কথা আরম্ভ করিল। ভাগ্যক্রমে আমাদের বুড়ী দিদি "একটু উঁচু" শুনিতেন, তাহাতে ঐ সকল কথা কিছুই শুনিতে পান নাই।

মৃণ্ময়ী যত্নপূর্ব্বক বৃদ্ধার হস্ত ধরিয়া বিছানার উপর বসাইল ও আপনি উহার পার্শ্বে বসিল। বৃদ্ধা মৃণ্ময়ীর চিবুক চুম্বন করিয়া গৃহের চতুর্দ্দিক দেখিয়া কহিল, "আহা, আজি কি আনন্দের দিন, অদ্য তোমাদের গৃহ লোকে পূর্ণ—এই আনন্দের দিন দেখিতে, মৃণ্ময়ীর বিবাহ দেখিতে অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল—প্রভু আমার জীবনের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন।" এমন সময় গৃহিণীও মাঝের ঘরে আসিয়া বৃদ্ধাকে দেখিবামাত্র সম্মানসহ প্রণাম করিয়া উহার অপর পার্শ্বে বসিলেন। বৃদ্ধা ধীরে ধীরে কম্পিত হস্তদ্বয় তুলিয়া দুই পার্শ্বস্থিতা মাতা কন্যার মস্তকে রাখিয়া, কম্পিতস্বরে উহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল,

"পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ তোমাদের দুই জনের উপরে বর্ত্তুক। মা, গুণময়ি, তুমি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তোমার পুত্র কন্যার ও পুত্রবধূর ভালবাসা ও সেবা লাভ করিয়া, তোমার বহুকালের পরিশ্রমের ফল ভোগ কর। আর মৃণ্ময়ী—যীশুকে তোমার বন্ধু করিও, যীশুতোমার জীবনের কষ্ট ক্লেশ ও পরীক্ষার ভার গ্রহণ করুন, তুমি মায়ের ন্যায় গুণময়ী ও স্বামীর প্রিয় হইয়া এক মনে উভয়ে যীশুর দাস দাসী হইয়া সুখে জীবন কাটাও।" রোদন করিতে করিতে বৃদ্ধা আশীর্ব্বাদ করিল, গৃহিণী নীরবে নিজ চক্ষু হইতে অশ্রু মুছিলেন—গৃহ মধ্যে অনেককেই চক্ষে অঞ্চল দিতে হইল।

তাহার পরে বৃদ্ধা পুলিন্দা খুলিয়া অতি সুন্দর রূপে বাঁধান একখানি ধর্ম্মপুস্তক বাহির করিয়া, মৃণ্ময়ীর হস্তে রাখিয়া বলিল, "মৃণু, তোমার বিবাহের সময় তোমাকে কি দিব, অনেক ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। মনের ইচ্ছা যে, অনেক দিই, তাই ধর্ম্মপুস্তক খানি দিতেছি—ইহার শিক্ষানুসারে চলিলে, তোমার কিছুরই অভাব হইবে

না; এবং পৃথিবীর লোকে যে শান্তি দান বা হরণ করিতে পারে না—সেই শান্তি তোমার লাভ হইবে। মৃণ্ময়ী, লও, এই পুস্তকখানি তোমার বুড়ী দিদির নিকট হইতে লও।" মৃণ্ময়ী অশ্রুপূর্ণ-নয়নে পুস্তকখানি গ্রহণ করিল, মনের অস্থিরতা প্রযুক্ত কোন উত্তর করিতে পারিল না। পুস্তকখানি উত্তমরূপে লোহিত চর্ম্মে বাঁধান ও পত্রে সোণালী জল—পৃষ্ঠে "ধর্ম্মপুস্তক" ও "মৃণ্ময়ী বসু" সোণালী জলে মুদ্রাঙ্কিত। গৃহিণী দেখিয়া বলিলেন, "মা, এই বহুমূল্য পুস্তক ক্রয় করিতে না জানি আপনি কত আত্মসুখে বঞ্চিত হইয়াছেন।"

বৃদ্ধা, বলিল, "না, তাহা নয়; মৃণ্ময়ীর বিবাহের কথা হইয়াছে অবধি আমি প্রতি মাসে নিজ খরচ হইতে কিছু কিছু রাখিয়া দিতাম ও মধ্যে মধ্যে ভ্রাতা ভগিনীরাও যাহা দিতেন, তাহা হইতেও কিছু কিছু রাখিয়া পাঁচ টাকা জমাই। কিন্তু মনের মত পুস্তক কাহাকে কিনিতে দিব, স্থির করিতে পারিলাম না—অবশেষে এক দিন বিজয় আমার সঙ্গে দেখা করিতে যায়"—অমনি মৃণ্ময়ীর মস্তক নত হইল—"ভাবিলাম, বিজয় কলিকাতায় যাতায়াত করে, উহাকে কিনিতে দিব। গত মাসে বিজয়কে টাকা দিই, বিজয় যখন এখানে আইসে, তখন পুস্তক খানি লইয়া আইসে—আবার আমাকে একটী টাকা ও এই নূতন কাপড় দিয়া প্রণাম করে। পিতার আশীর্ব্বাদে আমার কিছুরই অভাব নাই, তিনি আমায় সবলই যোগাইয়া দিতেছেন।"

মৃণ্ময়ী নম্র-ভাবে বৃদ্ধাকে প্রণাম করিল, ও বলিল, "ঈশ্বর আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন যাবজ্জীবন তাঁহার এই বাক্য আমার পক্ষে দীপ ও আলোকস্বরূপ হয়। আবার যেন মৃত্যু পরে স্বর্গে বুড়ী দিদির সহিত আমার পুনর্ম্মিলন হয়।"

গৃহিণী ও বৃদ্ধা হৃদয়ের সহিত আমেন্ বলিলেন। পরে আরও অন্যান্য কথোপকথন হইতে লাগিল।

পাঠিকা, বরের বিষয় কি কিছু শুনিতে তোমার ইচ্ছা হইতেছে না? তবে এস, এই বেলা তোমাকে বরের পরিচয় দিই।

প্রায় দুই বৎসর গত হইল, কলিকাতার নিকটস্থ কোন গ্রামে রাজেন্দ্র প্রচার করিতে যায়। গ্রামে উপস্থিত হইয়া ষ্টেশনের নিকটেই দুই চারিটী বৃহৎ২ বৃক্ষ দেখিয়া রাজেন্দ্র এবং তাহার সঙ্গী উপযুক্ত স্থান বিবেচনায়, বৃক্ষের ছায়াতে প্রচার করিবার নিমিত্ত দাঁড়াইল উহাদের হস্তে "ধর্ম্মপুস্তক" দেখিয়া, "ঐ দেখ, ভাই, যীশু ভজাতে এসেছে," বলিয়া, কএক জন যুবা বৃক্ষের তলে আসিয়া দাঁড়াইল ইহা দেখিয়া রাজেন্দ্র পুস্তক খুলিয়া "আমার পাপের কে করিবে মার্জ্জনা?" এই গানটী আরম্ভ করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজেন্দ্র উত্তম গায়ক। গানের স্বরে আকর্ষিত হইয়া অনেক লোক ক্রমে ক্রমে বৃক্ষের ছায়ায় আসিয়া একত্র হইল। গীত শেষ করিয়া রাজেন্দ্র ধর্ম্মপুস্তক খুলিয়া এই পদটি পাঠ করিল, "সদাপ্রভু পরমেশ্বর বলিতেছেন, আমি যদি জীবিত ঈশ্বর হই, তবে সত্য বলিতেছি, পাপীদের বিনাশে আমার প্রীতি নাই, বরং পাপী মনুষ্য আপন পাপ হইতে ফিরিয়া রক্ষা পায়, ইহাতেই আমার প্রীতি হয়। ফির! ফির! হে লোক সকল, তোমরা কেন বিনষ্ট হইবে।" পদটি পাঠান্তর রাজেন্দ্র অত্যন্ত উৎসাহসহকারে পাপীকে ফিরিতে অনুরোধ করিল; ফিরিলে লাভ কি, না ফিরিলে ক্ষতি কি, এই বিষয় বর্ণনা করিতে লাগিল। কিন্তু তখন গ্রীষ্মকাল ও সূর্য্যের রশ্মি অত্যন্ত প্রখর বলিয়া, কেহই অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না। একে একে সকলে যথাস্থানে প্রস্থান করিল, কেবল যে কয় জন যুবা প্রথমে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহারা রহিল। যত ক্ষণ উহারা ছিল, তত ক্ষণ রাজেন্দ্র নিরস্ত হইল না, বরং অধিকতর আগ্রহের সহিত পাপীর মুক্তি সমাচার প্রচার করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের এক জন বলিল, "চল হে, আর

ও কথা শুনে কি হইবে? দেশী কৃষ্ণ ভজিয়া লোকে যে পাপ করে, বিলিতি খ্রীষ্ট ভজিয়াও সেই পাপ করিতেছে। পাপের আবার মুক্তি হয়? তুমিও যেমন, ও সকল কথা মিথ্যা, সত্য হইলে আর পথে পথে গলি গলি এত বদমাইস মাতাল খ্রীষ্টীয়ান দেখা যাইত না।" এ কথা শুনিয়া সকলেই চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল, এক জন মাত্র স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উহার সঙ্গিরা ডাকিয়া বলিল, "বিজয়, তুমি কি শুনিতেছ? তোমার কাছে ওসব পুরাতন গৎ, চলিয়া আইস।" বিজয় উত্তর করিল, 'পুরাতন হইলেও আজ নূতন বোধ হইতেছে, তোমরা যাও, আমি যাইব না।'

"বিজয় বাবু 'ভাই লোক' পাইয়াছেন—খ্রীষ্টীয়ানে খ্রীষ্টীয়ানে মিলিয়াছে—চল২, আমরা যাই," বলিয়া সকলে চলিয়া গেল, বিজয় একা রহিল। প্রথম হইতেই রাজেন্দ্র এই যুবাকে লক্ষ্য করিয়াছিল, ইহার সুন্দর বর্ণ, সুন্দর কান্তি, সুন্দর গঠন দেখিয়া, রাজেন্দ্র মনে করিতেছিল, এমন সুপুরুষ যে কখনই দেখি নাই। বিশেষ উহার মুখের ভাব দেখিয়া রাজেন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিল যে, পবিত্র আত্মা উহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া উহাকে উতলা করিয়াছেন। যুবাকে একা দেখিয়া রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নিবাস?"

"আমি এই গ্রামে থাকি, কলিকাতায় মেডিকেল কালেজে শিক্ষা করি। গ্রীষ্মের ছুটি পাইয়া বাটী আসিয়াছি। আমার নাম শ্রীবিজয়-মাধব বসু—যদি আপনারা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে চাহেন, অনুগ্রহ করিয়া আমার বাটীতে গেলে নিতান্ত বাধিত হইব।"

রাজেন্দ্র আহ্লাদ পূর্ব্বক বিজয়ের নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করিল।

বুদ্ধিমতী পাঠিকা অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে, এই বিজয় আমাদের মৃণ্ময়ীর বিজয়।

বিজয় ও রাজেন্দ্রের আলাপের এই আরম্ভ—ক্রমে উভয়ের বাটীতে

যাতায়াত চলিতে লাগিল—বিজয়ের মনঃপরিবর্ত্তন হইল ও যেরূপ দায়ূদ ও যোনাথনের পরস্পর বন্ধুতা হইয়াছিল—সেই রূপে রাজেন্দ্র ও বিজয়ের মন দৃঢ় প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হইল। পরে বিজয়ের সহিত মৃণ্ময়ীর বিবাহের সম্বন্ধ হইল, এক্ষণে আগামী কল্য বিজয়ের বিবাহ। তিন দিবস পূর্ব্ব হইতেই বিজয় রাজেন্দ্রের বাটীতে আছে।

বিবাহের পূর্ব্বে আর এক বার মৃণ্ময়ীর সহিত নির্জ্জনে কথা কহে, বিজয়ের এই একান্ত অভিলাষ; কিন্তু কোন মতেই সুবিধা না পাইয়া অবশেষে গৃহিণীকে মনোবাসনা জানাইতে বাধ্য হয়। গৃহিণী বিজয়কে নিজ কক্ষে লইয়া গিয়া বসিতে আদেশ করিলেন। বিজয়ের গৃহিণীর ঘরে আসিয়া বসিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই মৃণ্ময়ী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল ও বিজয়কে দেখিয়া দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল। বিজয় দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "মৃণ্ময়ি, অত দূরে দাঁড়াইলে কেন? নিকটে আইস; কোন বিশেষ কথা আছে।" মৃণ্ময়ী সলজ্জ ভাবে খাটের নিকটে মেমাদুর পাতা ছিল, আসিয়া তাহাতে বসিল। বিজয় হেঁট হইয়া মৃণ্ময়ীর চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিয়া ধরিল, ও প্রেমপূর্ণ স্বরে বলিল, "মৃণ্ময়ি, আর এক রাত্রি মাত্র—তাহার পরে এই দুই বৎসর অবধি যে বন্ধনে বদ্ধ হইতেছি, তাহার শেষ গ্রন্থি সংবদ্ধ হইবে—মৃণ্ময়ি, তোমার কি মনে সুখ হইতেছে?"

মৃ। "হাঁ।"

বিজয়। মাতা ভ্রাতা পরিত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন আমার সঙ্গে বাস করিতে কি তোমার ভয় বা অবিশ্বাস হইতেছে না?

অমনি সরলা মৃণ্ময়ী লজ্জা ভুলিয়া গেল—সরল ভাবে বিজয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল,

"তোমার প্রতি আমার বিন্দু মাত্র অবিশ্বাস নাই; থাকিলে এ গুরুতর কার্য্যে হাত দিতাম না। কিন্তু ভয়, এক এক বার হয়, আমি

বালিকা, অবলা; পাছে যথার্থরূপে তোমার সহধর্ম্মিণী না হইতে পারি; এ ভিন্ন আমার মনে আর কোন ভয় নাই।

বিজয় মৃণ্ময়ীর দিকে আরও সরিয়া গেল—মৃণ্ময়ীর প্রতি স্থির দৃষ্টে চাহিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "মৃণ্ময়ি, আর আমার মাতার সহিত কিরূপে বাস করিবে?"

আবার মৃণ্ময়ী বিজয়ের প্রতি দৃষ্টি করিল, দৃষ্টিতে বিজয় অকৃত্রিম প্রেমব্যক্তি ও সৎক্রিয়াসাহস স্পষ্ট দেখিল, মৃণ্ময়ী বলিল, "এ বিষয়ে যে ভয় হয় না, তা বলিতে পারি না? কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঈশ্বর তোমাকে ধৈর্য্য শক্তি দিয়াছেন, তিনি তোমার সহিত আমাকে ও আমাদের মাতার সমস্ত কথা কহিতে শক্তি দিবেন।"

বিজয় খাট হইতে নামিয়া মৃণ্ময়ীর নিকটে বসিল, এক হস্তে মৃণ্ময়ীকে আলিঙ্গন করিল, অপর হস্তে দৃঢ়রূপে মৃণ্ময়ীর দুই হস্ত ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া কম্পিত স্বরে বলিল,

"হে পিতঃ, তুমি যে এই অযোগ্য দাসকে এ নারী রত্ন দান করিতেছ, তাহার জন্য তোমার ধন্যবাদ করিতেছি। আরও বিনয় করি, যেন আমরা দুই জনে তোমার সত্য সেবক ও সেবিকা হই, ও তোমার সাক্ষীস্বরূপ হইতে পারি; এই আশীর্ব্বাদ তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি।"

পাঠিকা, এই প্রার্থনায় তুমি কি আমেন্ বলিবে না?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"মনুষ্য যাহা বপন করিবে, তাহাই কাটিবে।"

কামিনীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। যে জন্যে দিবা নিশি চিন্তাযুক্ত ছিল, যে অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্যে স্বামীর ও স্বামীর পরিবারস্থ সকলের হৃদয়ে তীক্ষ্ণ ছুরিকা প্রবিষ্ট করাইয়াছিল, কামিনীর

সেই অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। না জানি কামিনী কতই সুখী হইয়াছে! হইবেই বা না কেন? মনোভিলাষ পূর্ণ হইলে কে না সুখী হয়? সুখী যদি না হইবে, তবে আশা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত এত চেষ্টিতই বা হইবে কেন? আশ্চর্য্য! কামিনীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, কামিনী কিন্তু সুখী হয় নাই। যে স্বাধীনতা পাইবে মনে করিয়া কামিনী স্বতন্ত্র হয়, স্বতন্ত্র হওয়াই সেই স্বাধীনতা হারাইবার মূল কারণ হইল। কামিনী সুখী হইল না, আশা পূর্ণ হইল, সুখও পলায়ন করিল। কারণ কি? আমরা দুর্ব্বল, জ্ঞানহীন, ও ভবিষ্যতের বিষয়ে অন্ধ; তাহাতে আবার কামিনী অনভিজ্ঞ, একা ঘর করিবার যে সকল ঝঞ্ঝাট, তাহার কিছুই জানিত না! পরম দয়ালু সর্ব্বজ্ঞ পিতা আমাদের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, সেই অবস্থাতেই আমাদিগকে রাখিয়া থাকেন; ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলা করিয়া মনের স্বার্থপরতামূলক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিলেই মনস্তাপ ভিন্ন আর কিছু লাভ হয় না। কামিনী মনস্তাপের বীজ আপনি বপন করিয়াছিল। এখন প্রচুর মনস্তাপ ভোগ করিতে হইতেছে।

যে সময়ে কামিনীর স্বতন্ত্র হইবার কথা স্থির হয়, সেই সময়ে গৃহিণীর বাটীর পুষ্করিণীর অপর তীরে এক জন ভ্রাতার বাটী খালি ছিল, তাহাই ছয় মাসের জন্য ভাড়া লওয়া হইল। কলিকাতায় গমন করেন ও যাইবার সময়ে নিজ বাড়ীর ভার রাজেন্দ্রের হাতে দিয়া যান উক্ত বাড়ী ভাড়া লইবার দুই কারণ, প্রথম গৃহিণীর নিকট দ্বিতীয় উহাতে খাট টেবিল চেয়ার ইত্যাদি গৃহসামগ্রী সকল থাকায়, রাজেন্দ্রকে কোন নূতন দ্রব্য ক্রয় করিতে হইল না। কামিনী পিত্রালয় হইতে আসিয়া আহ্লাদে মগ্ন হইল, ভাবিল, আর আমার সুখের সীমা থাকিবে না। কামিনী কি পরিমাণে সুখী হইয়াছে, পাঠিকা তোমার আমার এ বিষয় জানিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, চল, দেখিয়া আসি।

বালিকা, অবলা; পাছে যথার্থরূপে তোমার সহধর্ম্মিণী না হইতে পারি; এ ভিন্ন আমার মনে আর কোন ভয় নাই।

বিজয় মৃণ্ময়ীর দিকে আরও সরিয়া গেল—মৃণ্ময়ীর প্রতি স্থির দৃষ্টে চাহিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "মৃণ্ময়ি, আর আমার মাতার সহিত কিরূপে বাস করিবে?"

আবার মৃণ্ময়ী বিজয়ের প্রতি দৃষ্টি করিল, দৃষ্টিতে বিজয় অকৃত্রিম প্রেমব্যক্তি ও সৎক্রিয়াসাহস স্পষ্ট দেখিল, মৃণ্ময়ী বলিল, "এ বিষয়ে যে ভয় হয় না, তা বলিতে পারি না? কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঈশ্বর তোমাকে ধৈর্য্য শক্তি দিয়াছেন, তিনি তোমার সহিত আমাকেও আমাদের মাতার সমস্ত কথা কহিতে শক্তি দিবেন।"

বিজয় খাট হইতে নামিয়া মৃণ্ময়ীর নিকটে বসিল, এক হস্তে মৃণ্ময়ীকে আলিঙ্গন করিল, অপর হস্তে দৃঢ়রূপে মৃণ্ময়ীর দুই হস্ত ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া কম্পিত স্বরে বলিল,

"হে পিতঃ, তুমি যে এই অযোগ্য দাসকে এ নারী রত্ন দান করিতেছ, তাহার জন্য তোমার ধন্যবাদ করিতেছি। আরও বিনয় করি, যেন আমরা দুই জনে তোমার সত্য সেবক ও সেবিকা হই, ও তোমার সাক্ষীস্বরূপ হইতে পারি; এই আশীর্ব্বাদ তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি।"

পাঠিকা, এই প্রার্থনায় তুমি কি আমেন্ বলিবে না?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"মনুষ্য যাহা বপন করিবে, তাহাই কাটিবে।"

কামিনীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। যে জন্যে দিবা নিশি চিন্তাযুক্ত ছিল, যে অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্যে স্বামীর ও স্বামীর পরিবারস্থ সকলের হৃদয়ে তীক্ষ্ণ ছুরিকা প্রবিষ্ট করাইয়াছিল, কামিনীর

সেই অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। না জানি কামিনী কতই সুখী হইয়াছে! হইবেই বা না কেন? মনোভিলাষ পূর্ণ হইলে কে না সুখী হয়? সুখী যদি না হইবে, তবে আশা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত এত চেষ্টিতই বা হইবে কেন? আশ্চর্য্য! কামিনীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, কামিনী কিন্তু সুখী হয় নাই। যে স্বাধীনতা পাইবে মনে করিয়া কামিনী স্বতন্ত্র হয়, স্বতন্ত্র হওয়াই সেই স্বাধীনতা হারাইবার মূল কারণ হইল: কামিনী সুখী হইল না, আশা পূর্ণ হইল, সুখও পলায়ন করিল। কারণ কি? আমরা দুর্ব্বল, জ্ঞানহীন, ও ভবিষ্যতের বিষয়ে অন্ধ; তাহাতে আবার কামিনী অনভিজ্ঞ, একা ঘর করিবার যে সকল ঝঞ্ঝাট, তাহার কিছুই জানিত না! পরম দয়ালু সর্ব্বজ্ঞ পিতা আমাদের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, সেই অবস্থাতেই আমাদিগকে রাখিয়া থাকেন; ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলা করিয়া মনের স্বার্থপরতামূলক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিলেই মনস্তাপ ভিন্ন আর কিছু লাভ হয় না। কামিনী মনস্তাপের বীজ আপনি বপন করিয়াছিল। এখন প্রচুর মনস্তাপ ভোগ করিতে হইতেছে।

যে সময়ে কামিনীর স্বতন্ত্র হইবার কথা স্থির হয়, সেই সময়ে গৃহিণীর বাটীর পুষ্করিণীর অপর তীরে এক জন ভ্রাতার বাটী খালি ছিল, তাহাই ছয় মাসের জন্য ভাড়া লওয়া হইল। কলিকাতায় গমন করেন ও যাইবার সময়ে নিজ বাড়ীর ভার রাজেন্দ্রের হাতে দিয়া যান উক্ত বাড়ী ভাড়া লইবার দুই কারণ, প্রথম গৃহিণীর নিকট দ্বিতীয় উহাতে খাট টেবিল চেয়ার ইত্যাদি গৃহসামগ্রী সকল থাকায়, রাজেন্দ্রকে কোন নূতন দ্রব্য ক্রয় করিতে হইল না। কামিনী পিত্রালয় হইতে আসিয়া আহ্লাদে মগ্ন হইল, ভাবিল, আর আমার সুখের সীমা থাকিবে না। কামিনী কি পরিমাণে সুখী হইয়াছে, পাঠিকা তোমার আমার এ বিষয় জানিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, চল, দেখিয়া আসি।

দেখ, কামিনী স্বতন্ত্র হইয়াছে, চাকরাণী রাখিয়াছে, কর্ম্ম করিতে হয় না, রন্ধন করিতে হয় না; টেবিলে রাখিলে চেয়ারে বসিয়া, "খানা" খায়; দিবসের অধিকাংশ সময় নাটক ও উপন্যাস পাঠ করিয়া কাটায়; তথাচ কামিনী সুখী হইল না। প্রথমতঃ, দেখ, কামিনীর ঘর অপরিষ্কার, দাবা অপরিষ্কার, উঠান অপরিষ্কার, গৃহসামগ্রী, চেয়ার, টেবিল অপরিষ্কার। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া রাজেন্দ্র প্রায় অসুখেই থাকে, কাজেই কামিনী সুখী হইতে পারে না। পাঠিকা, জিজ্ঞাসা করিবে, কেন? এ সকল পরিষ্কার থাকে না কেন? উত্তর, কামিনী নিজে কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে না। পাঠিকা, আবার জিজ্ঞাসা করিবে, কামিনী যদি কর্ম্ম করিবে, তবে চাকরাণী কেন রহিয়াছে? পাঠিকা, তুমি যদি উত্তমা গৃহিণী হও, তবে নিশ্চয় জ্ঞাত আছ যে, আপনার গৃহকার্য্যে আপনি হাত না দিলে কখনও উত্তমরূপে সকল কাজ হয় না। যে বাটীর গৃহিণী অলস, সে বাটীর দাস দাসীরাও যে অমনোযোগী হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কামিনী যখন পিত্রালয় হইতে আইসে তখন কামিনীর মাতা নিজ বাটীর এক জন দাসীকে সঙ্গে পাঠাইয়া দেন। কারণ এই দাসী বালিকা অবস্থা হইতে কামিনীর স্বভাব উত্তমরূপে জ্ঞাত থাকায় অন্য নূতন দাসী অপেক্ষা কামিনীর সেবা উত্তম রূপে করিতে পারিবে, এই তাঁহার উদ্দেশ্য। পাঠিকা, তুমি যদি বুদ্ধিমতী হও, তবে কামিনীর মাতার মনোনীতা দাসী কি রূপ হইবে, তাহা বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইবে না।

এক দিবস কোন প্রতিবাসী কৌতূহলী হইয়া, কামিনী কিরূপে ঘর করিতেছে, দেখিতে আসিয়া, উঠান ইত্যাদি অপরিষ্কার দেখিয়া অনেক নিন্দা করিল, তাহাতে কামিনী বলিল, "আমি কি করিব, বল; ভুতীর মাকে এত করিয়া বলি, তা ও পরিষ্কার করিবে না।" অমনি ভুতীর মা রন্ধনগৃহ হইতে চীৎকার করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া

বলিল, "এক হাতে কত করিব? জল তুলিব, বাঁটনা বাঁটিব, কুটনা কুটিব, বাসন মাজিব, রাঁধিব; আবার উটান ঝাঁটি দিব কখন্? একবার করে দেখ না, টের পাবে তখন।" তাহার পরে এক দিবস রাজেন্দ্র কামিনীকে বলে, "তুমি ত জান, আমার পরিষ্কার ঘরে থাকা অভ্যাস, এই অপরিষ্কার বাটীতে থাকিতে আমার কত কষ্ট হয়, তাহা বলিতে পারি না; তুমি যদি একটু মনোযোগী হইয়া সকল পরিষ্কার করাও, আমি অত্যন্ত সুখী হইব।" স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া কামিনী কিছু লজ্জিতা হইল। রাজেন্দ্র বাহিরে গেলে কামিনী ভুতীর মাকে ডাকিয়া তিরস্কার করিল। ভুতীর মা অমনি বলিল, "আমি একা এত কাজ করিতে পারি না—তুমি রাঁধ, আমি ঘর উঠান সব ঝাঁট দিব।" কামিনী রন্ধনের কিছু জানে না, ও পাছে ভুতীর মাকে বেশী কথা বলিলে সে চলিয়া যায়, এই ভয়ে স্বয়ং ঝাঁটি দিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিল। এক মাসের আহারীয় সামগ্রী ক্রয় করিয়া রাজেন্দ্র কামিনীর হস্তে সমস্ত সমর্পণ করে। অনভিজ্ঞা কামিনী ঘরের চাবি ও নিত্য বাজারের খরচ দাসীর হস্তে দিয়া বলে, "ভুতীর মা, তুমি সংসারের খরচ চালাইও, আমি তো কিছুই জানি না।" ভুতীর মা সুবিধা পাইয়া এক মাসের সামগ্রী অর্দ্ধ মাসে ব্যয় করিয়া বসিয়া রহিল। কামিনী তিরস্কার করাতে উত্তর করিল, "আমি কি চুরি করিয়াছি? পোড়া কপাল আমার, তাই এমন ঘরে কর্ম্ম করিতে আসিয়াছি—কত বড় বড় বাবু ভায়ের বাড়ী কর্ম্ম করিলাম, তাহাদের রোজ এক সের দু সের ঘিয়ের খরচ, তখন চুরি করিলাম না; তোমার এক পলা তেল ও এক কুনকে চাল থেকে আবার চুরি করিব কি? তোমরা অন্য লোক দেখ বাবু, বুড়ো বয়সে তোমার বাড়ীতে চোর বদনাম নিতে আসি নাই।" হায়, শাশুড়ীর স্নেহ ও ননদের অকৃত্রিম ভালবাসা যে কামিনীর তিক্ত লাগিত, সেই কামিনী এখন দিবানিশি চাকরাণীর গঞ্জনায়

জ্বালাতন হইতেছে। তদ্ভিন্ন ভূতীর মা কামিনী দ্বারায় অনেক কর্ম্ম করাইয়া লইত; জল তোলা, ঘর ঝাঁটি দেওয়া, বাসন মাজা, বাঁটনা বাঁটা, যখন যাহা ইচ্ছা নানা ছলে সেই কাজ করাইয়া লইত। কামিনী করিতে অস্বীকার করিলে, সে অমনি বলিত, "তোমরা অন্য লোক দেখ, আমি চলিলাম।" এক দিন কামিনী লুচি ভাজিতে বলিয়া খাটে শুইয়া২ একখানি গল্পের পুস্তক পাঠ করিতেছে। দুষ্টা দাসী ডাকিয়া বলিল, "ওগো, আমি রান্নাঘর ছাড়িয়া যাইতে পারি না; তুমি এক কলসী জল আনিয়া দেও।" কামিনী বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমি যদি নিত্যই জল তুলিব, তবে তোমাকে মাইনে দিই কেন? চতুরা দাসী কিছু না বলিয়া জল আনিতে গেল, কিয়ৎক্ষণ পরে চীৎকার করিয়া বলিল, "ঐ যা, জল আনিতে গিয়াছিলাম, এরই মধ্যে কুকুরে সব ঘি খাইয়া গিয়াছে।" কামিনী বাহিরে গিয়া বাটী দেখিয়া বোধ করিল যে, ঘি কেহ ঢালিয়া লইয়াছে! এ কথা শুনিয়া ভূতীর মা অভিমান করিয়া চলিয়া গেল। তখন রন্ধন কিছুই হয় নাই, অগত্যা কামিনী রন্ধন করিতে বসিল। লুচি তো কামিনী কখনও ভাজে নাই—তাহা তো কোন মতেই পারিবে না; ইহা জানিয়া, মাছের ঝোল ও অন্ন রন্ধন করিতে স্থির করিল—কিন্তু অনভ্যাস প্রযুক্ত উনান পর্য্যন্ত ধরাইতে পারিল না। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে কামিনী মনের দুঃখের আধিক্য প্রযুক্ত বাহিরে গিয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন মৃণ্ময়ী বাটী আসিয়াছিল। মৃণ্ময়ী মধ্যে মধ্যে ভ্রাতৃবধূকে দেখিতে যাইত। ভাগ্যক্রমে সে দিবস মৃণ্ময়ী সেই সময়ে আসিয়া উপস্থিত কামিনী বাহিরে বসিয়া রোদন করিতেছে, চাকরাণী নাই, ও রন্ধন-গৃহে কাষ্ঠ আগুন দেসলাই পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া, মৃণ্ময়ী গতিক বুঝিতে পারিয়া কামিনীকে শান্ত করিয়া বলিল, "বৌ, তোমার চাকরাণী চলিয়া গিয়াছে, তুমি কেন আমাকে ডাকিয়া পাঠাও নাই?" কামিনী তখন

মনস্তাপে দগ্ধ হইতে ছিল, সুতরাং অন্য সময়ে অপেক্ষা অধিক নম্রতার সহিত উত্তর করিল, "কোন্ মুখে তোমাকে ডাকিব ভাই, আমি কি, তোমাদের সহিত আলাপ করিবার পথ রাখিয়াছি?" এই কথা বলিতে বলিতে কামিনী অধিকতর রোদন করিতে লাগিল। মৃণ্ময়ী কামিনীকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া বলিল, "আমরা তোমারই; যখন ডাকিবে, তখনই আসিব।"

দেখিতে না দেখিতে মৃণ্ময়ী রন্ধন-গৃহ পরিষ্কার করিয়া উনান ধরাইয়া, ভাত চড়াইয়া দিল, তাহার পরে বাঁটনা কুটনো করিয়া রাখিয়া বলিল, "বৌ, ঢের বেলা হইয়াছে, আমি যাই; তুমি ভাত নামাইয়া মাছের ঝোল রাঁধিও। আবশ্যক হইলে বৈকালে বলিয়া পাঠাইও, আমি আসিয়া রাঁধিয়া দিব।" মৃণ্ময়ী চলিয়া গেলে, কামিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিয়া, ভাত নামাইতে বসিল। যে যাহা কখনও করে নাই, সে কর্ম্ম প্রথমে করিতে গেলে নানা গোল হয়। কামিনী ভাত নামাইতে বসিল—ভাতের হাঁড়ির সরা ভাল করিয়া না ধরাতে, খুলিয়া পড়িল এবং গরম ভাত ও ফ্যান পড়িয়া কামিনীর হাত পা পুড়িয়া গেল। কামিনী জ্বালায় কাতর হইয়া কিয়ৎক্ষণ ভাতের কথা ভুলিয়া গেল, পরে আর বার ভাতের ফ্যান গালিতে গিয়া দেখে ভাত "কাদা" হইয়া গিয়াছে। কোন মতে কামিনী ভাত নামাইয়া মাছের ঝোল রন্ধন করিল, কিন্তু পাঠিকা, সে ব্যঞ্জন কেমন হইয়াছিল, তাহা যদি জানিতে চাহ, তবে এই মাত্র বলি যে, রাজেন্দ্র আহার করিতে বসিয়া এক গ্রাসমাত্র কষ্টে উদরস্থ করিয়াছিল, দ্বিতীয় বার আর পারিল না। কামিনী দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল, রাজেন্দ্র দেখিয়া শুনিয়া দুঃখিত হইল; কিন্তু এই রূপ শিক্ষা পাওয়া কামিনীর পক্ষে উত্তম বিবেচনা করিয়া, কোন কথা কহিল না। গৃহিণী মৃণ্ময়ীর নিকট সমস্ত কথা শুনিয়াছিলেন। কামিনী রন্ধন

করিতে পারে নাই জানিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না—তিনি অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া লইয়া গেলেন। দেখিয়া কামিনীর বিষণ্ণ হৃদয় প্রফুল্ল হইল, ও সাদরে শাশুড়ীর হস্ত হইতে আহারীয় লইয়া স্বামীর সম্মুখে রাখিল। স্ত্রী পুরুষে তাহাই আহার করিল।

এই কষ্ট পাইয়া কামিনী ভাবিয়াছিল, যদি শাশুড়ী এক বার বলেন, বাড়ী চল; এই দণ্ডেই যাই। কিন্তু তখনও মন এত দূর নম্র হয় নাই যে, কামিনী স্বয়ং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পুনর্ব্বার শাশুড়ীর সঙ্গে একত্র থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কামিনি, এখনও তুমি নম্র হও নাই? বোধ হয়, এখনও তোমাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। দেখিতেছ তো, মনুষ্য যাহা বপন করে, তাহাই কাটে। তবে কেন আরও মনস্তাপের বীজ বপন করিতেছ? নম্র হও, ক্ষমা প্রার্থনা কর, বিপদ এড়াইয়া সুখে শাশুড়ী ও স্বামীর আদরের ধন হইয়া কাল কাটাও।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"বিসম্বাদী স্ত্রীর সহিত এক গৃহে থাকা অপেক্ষা অরণ্যবাস শ্রেয়ঃ।"

বিজয়ের মাতা গৃহকার্য্যে নিপুণা; যাহা করেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রূপে করেন। বিজয়ের বাটী পাকা বাটী নয়, পল্লীগ্রামে যে রূপ ছোট ছোট আটচালা দেখা যায়, বিজয়ের বাটীতে তেমনি খান কতক আট-চালা মাত্র। কিন্তু বিজয়ের মাতা এমনি পরিষ্কার রূপে ঘর নিকাইয়া রাখিতেন যে, "সিন্দুর পড়িলে খুঁটে তোলা" যাইত।

বিজয়ের মাতার গুণও যেমন, রূপও তেমনই। এমন কি, নিখুঁৎ সুন্দরী বলিলেও বলা যায়। বয়ঃক্রম আটত্রিশ বৎসর, তথাচ বিজয়ের

নিকটে দাঁড়াইলে অপরিচিত লোকে মাতা পুত্র বিবেচনা না করিয়া ভ্রাতা ভগিনী জ্ঞান করিবে। বিজয়েব মাতা শিল্প কার্য্যেও পটু ছিলেন, পিরান চাপকান ইত্যাদী স্বহস্তে সিলাই করিতেন। কিন্তু এই সকল গুণ থাকিলে কি হইবে? বিজয়ের মাতার একটী দোষ থাকায় এই গুণরূপ অমৃত কলসিতে, সেই দোষটুকু এক বিন্দু গরল তুল্য হইয়াছে। দোষ কি? মৃণ্ময়ী যে বিষয়ে ভীতা ছিল, তাহাই—অর্থাৎ তিনি উগ্র-স্বভাবা ও কটুভাষিণী। এই স্বভাব নিবন্ধন পাড়ার কোন ব্যক্তি, স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, কেহই উহাঁকে ভাল বাসিত না। বিজয় যখন তিন বৎসরের, এবং বিজয়ের মাতা ১৯ বৎসরের, তখন তিনি বিধবা হন। সকলে জানে, খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিদের মধ্যে এত অল্প বয়সে বিধবা হইলে, পুনরায় বিবাহ হইতে পারে। অনেক দেশহিতৈষী লোকের যত্নেও আজি পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ-প্রথা সম্পূর্ণ রূপে প্রচলিত হয় নাই। সুতরাং বিজয়ের মাতার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু বিজয়ের মাতার এমন উগ্রস্বভাব যে, কেহ তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইত না। বিজয়ের মাতা শেষে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বভাবজাত পাপদূর হয় নাই। বিজয় মাতার স্বভাব বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিল, এই জন্য বিবাহের পূর্ব্ব দিবস মৃণ্ময়ীকে উক্ত প্রশ্নগুলি করে। আর মৃণ্ময়ী যে বলিয়াছিল, "ভয় করে," তাহার কারণ এই, মৃণ্ময়ীর সহিত বিজয়ের বিবাহের কথা স্থির হইলে উহার মাতা মৃণ্ময়ীকে দেখিতে চান। কিন্তু অহঙ্কার বশতঃ গৃহিণীর বাটীতে না গিয়া বুড়ী দিদির বাটীতে উপস্থিত হয়েন, ও বুড়ী দিদির দ্বারা মৃণ্ময়ীকে ডাকাইয়া পাঠান। মৃণ্ময়ী সে সময়ে স্নান করিয়া, সুদীর্ঘ কেশ শুষ্ক করিতেছিল; গৃহিণীর অনুমতি পাইয়া, লাবণ্যপূর্ণ, সুন্দরী মৃণ্ময়ী "এলোকেশেই" ভাবী শাশুড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, ও তিনি যে বিজয়ের মাতা, ইহা জানিতে পারিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিল। যদিও বিজয়ের মাতা মৃণ্ময়ীকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তথাচ এই

রূপে মৃণ্ময়ীকে সম্ভাষণ করেন, "রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাব? চুল নিয়ে কি বিছিয়ে শোব? গুণ না থাকিলে সকলই বৃথা?" কথা সত্য বটে, কিন্তু তখন বলিবার কি আবশ্যক ছিল? মৃণ্ময়ী কথা শুনিয়া ভয় পাইল ও শীঘ্র বিদায় লইয়া বাটী চলিয়া গেল। আবার যখন বিজয়ের মাতা মৃণ্ময়ীকে দেখিয়া বুড়ী দিদির নিকট উহার গুণের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করেন, বিজয় হাসিতে২ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মা, আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন তো?" কটুভাষিণী তৎক্ষণাৎ উত্তর করেন, "আমি সন্তুষ্ট হইলেই বা কি না হইলে বা কি? আপনি দেখিয়া শুনিয়া বিবাহের কথা স্থির করিয়াছ; ভাল হইলে তুমি সুখী হইবে, মন্দ হইলে তুমি ইকষ্ট পাইবে। আমার কি করিবে? আমি আজও একা, কালও একা; না বনে স্বতন্ত্র থাকিব।"

অদ্য বিজয় বাটী আসিবে, বিবাহিতা সহধর্ম্মিণীকে লইয়া আসিবে, বিজয়ের মাতা আহ্লাদে আটখানা। একে সকল সময়েই গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে; তাহাতে আবার এই উপলক্ষে, তিনি স্বহস্তে গৃহাদি পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। ঘর, দাবা, উঠান সকলই লেপন করিয়াছেন; বিছানার চাদর, লেপের ওয়াড়, বালিসের ওয়াড় সকল "ধব ধব" করিতেছে। নিজে এক খানি "বগের পালকের ন্যায়" নয়ন-সুখের থান ফাড়া ধুতি পরিয়া পুত্র ও পুত্রবধূর অপেক্ষায় এক বার ঘরে, এক বার বাহিরে গিয়া পথ চাহিতেছেন। এমন সময়ে কোন কোন প্রতিবেশিনীও আসিয়া উপস্থিত হইল। কি বলিয়া বিজয়ের মাতার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিয়া উহাকে সন্তুষ্ট করিবে, ভাবিয়া শেষে গৃহের পরিপাটী ও পরিচ্ছন্নতার সুখ্যাতি করিয়া বলিল, "যাহা বল, যাহা কহ, বিশু আমাদের রাঙ্গা দিদির, (অসাক্ষাতে "কুঁজুলে বৌ", যেমন পরিষ্কার কাজ কর্ম্ম এমন আর কাহারও দেখি নাই; আহা, ঘর দ্বার যেন আশীর মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে।"

রাঙ্গা দিদি অমনই উত্তর করিলেন, "করিবে না কেন? আমি তো তোদের মতন ছয় রথের মাথা খাই নাই?"

প্রতিবেশিনীরা শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিল—ভাগ্যক্রমে যদি সেই সময়ে "বর কন্যা আসিতেছে," "বর কন্যা আসিতেছে," বলিয়া বালক বালিকাগণ চীৎকার করিতে করিতে দৌড়িয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ না করিত, একটা ঝগড়া না হইয়া কথার শেষ হইত না। বর কন্যার পাল্‌কি দেখিয়া পাড়ার বালক বালিকাগণ পুষ্পমালা, পুষ্পগুচ্ছ প্রভৃতি লইয়া আসিল, এবং বাটীর মধ্যে পাল্‌কি প্রবেশ করিবামাত্র, কেহ বরের কেহ কন্যার গলায়, অঙ্গে পুষ্প ঢালিয়া দিতে লাগিল। বিজয় এই শিশুদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। অতএব পাল্‌কি হইতে নামিয়া একে২ উহাদিগকে কোলে করিয়া চুম্বন করিল। আর সরলা নববিবাহিতা মৃণ্ময়ী নূতন লোকের মধ্যে আসিয়া কিরূপ অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইবে, এই চিন্তায় মগ্ন ছিল—মৃণ্ময়ী বালক বালিকাদের নিষ্কলঙ্ক সুন্দর২ কমল তুল্য মুখ দেখিয়া এবং উত্তম সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা স্নিগ্ধ হইয়া মনে২ এই প্রার্থনা করিল, যেন স্বামীর ও স্বামীর পরিবারস্থ সকলের জীবন এইরূপ পুষ্পময় হয়। দেশীয় প্রথানুসারে বিজয়ের মাতা পাল্‌কি হইতে মৃণ্ময়ীকে ক্রোড়ে করিয়া নামাইলেন। ঘরে লইয়া গিয়া বসাইয়া দুই জনকে "দীর্ঘজীবী হও," বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বৌ দেখিতে পাড়ার লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। কেহ চক্ষু, কেহ নাসিকা, কেহ চিবুক, কেহ ওষ্ঠাধর, কেহ কেশ, কেহ ভ্রূ, কেহ সর্ব্বাঙ্গের লাবণ্য সমষ্টির সুখ্যাতি করিয়া, "যেমন বর, তেমনি কন্যা—ঘর আলো করা বৌ—আহা মরি, কি সুন্দরী—আহা, যেন ছবি খানি" ইত্যাদি নানা কথায় নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। বাটীতে, উঠানে লোক পরিপূর্ণ। কোলাহলের সীমা নাই। কেহ ঘরে, কেহ দাবায়, কেহ উঠানে সামিয়ানার নীচে বসিল। আজ "রাঙ্গা দিদির"

বাটীতে মহোৎসব, কতক লোক উঠানে সামিয়ানার নিম্নে আহার করিতে বসিয়াছে, কতক দাবায়, ঘরে ও বাহিরে বসিয়া তামাক পান ইত্যাদি সেবন করিতেছে, বিজয় ও তাহার কয়জন যুবা হাস্য বদনে সকলের পরিবেষণ করিতেছে। মৃণ্ময়ী গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া অনিমেষ চক্ষে নিজ শাশুড়ী প্রতি চাহিয়া রহিল, তিনি ক্ষণপ্রভার ন্যায় কখন এ ঘর, কখন ও ঘর, কখনও বা দাবায়, উঠানে বেড়াইয়া সকলের তত্ত্ব লইতেছেন। মৃণ্ময়ী তাহাই দেখিতেছিল ও ভাবিতেছিল, আমার নূতন মায়ের মত সুন্দরী তো কখনই দেখি নাই, ইনি কি আমার মার্ত্তার ন্যায় গুণবতী নহেন? এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া শাশুড়ীর স্বভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, এমন সময়ে তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "আঃ মরণ! ফ্যাল্‌ হ করে দেখ্‌ছ কি? মানুষ কি কখনও দেখ নাই?" মৃণ্ময়ী শাশুড়ীর রূঢ় বাক্যের উত্তর না দিয়া বলিল, আর পান সাজা নাই; এখনই লোকে পান চাহিবে; পান ও বাটা কোথায় আছে, অনুগ্রহ করে বলে দিন, আমি পান সাজি।"

কথা শুনিয়া বিজয়ের মাতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু এ ভাব অপ্রকাশ রাখিয়া আরও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "বাটা কোথায়, দেখে শুনে নেও না? তুমি তো আর ছেলে মানুষ নও যে, কর্ম্ম দেখাইয়া দিতে হইবে?" মৃণ্ময়ীর কোমল হৃদয় ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িল, ভাবিতে লাগিল, কি আশ্চর্য্য দোষ না করিলেও কি ইনি নিষ্ঠুর কথা কহিয়া থাকেন? আমি আগে ভাবিয়া ছিলাম, কোন দোষ করিলেই ইনি আমার মায়ের ন্যায় সহ্য করিতে না পারিয়া, তিরস্কার করিবেন, কিন্তু অকারণে যে ক্রূর কথা ব্যবহার করিবেন, তাহা জানিতাম না। দুঃখিত মনে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃণ্ময়ী পানের বাটা খুঁজিতে লাগিল— বিজয়ের মাতা সে গৃহ হইতে অন্যত্র গেলেন।

দ্বিপ্রহরের পর আহারাদি হইয়া গেল ও পান ইত্যাদি খাইতে

ও বিদায় হইতে প্রায় দুইটা বাজিয়া গেল। তখনও মৃণ্ময়ী কিছু আহার করে নাই, অতএব বিজয়ের মাতা বলিলেন, "তুমি যাও, আহার কর; বেলা অনেক হইয়াছে।" প্রফুল্ল মুখে মৃণ্ময়ী উত্তর করিল, "বেলা অধিক হইয়াছে, তাহাতে ক্ষতি কি, আমি আপনার সঙ্গে আহার করিব।" কতকগুলি স্ত্রীলোক "মৃণ্ময়ীর নিকট বসিয়াছিল, তাহাদের এক জন বলিল, আমরা জানি, গুণময়ীর মেয়ে স্বয়ং গুণময়ী হইবে, অমন গুরুভক্তি প্রায় দেখি নাই। নিজ উগ্রস্বভাব বশতঃ বিজয়ের মাতা উত্তর করিলেন, "হাঁ, তোমরা রেখে দেও—যার সঙ্গে ঘর করি নাই, সেই বড় ঘরুণী" আমার বেয়ান যত গুণময়ী, তাহা এক আঁচোড়ে জানা গিয়াছে; ছয়মাস যাইতে না যাইতে বৌকে আলাদা করিয়া দিয়াছেন।"

এক মুহূর্ত্তের জন্যে মৃণ্ময়ী কিছু বিরক্ত হইল। অমন স্নেহময়ী সর্ব্ব-গুণযুতা মাতার প্রতি শ্লেষ বাক্য ও মিথ্যা দোষারোপ মৃণ্ময়ীর মাতৃ-ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সহ্য হইল না; কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎ বালিকাবস্থা হইতে যে ধর্ম্ম শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহা প্রবল হইল, "যীশু আমাকে নম্র কর, আমাকে সহিষ্ণুতা দান কর;" মনে মনে এই প্রার্থনা করিয়া ও তাহাতে বল প্রাপ্ত হইয়া শাশুড়ীর কথায় উত্তর করিল না। প্রতি-বেশীরা দেখিয়া শুনিয়া শীঘ্র বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, বিজয়ের মাতা ও মৃণ্ময়ী আহার করিতে বসিলেন।

বিজয়ের মাতা নানাবিধ আহারীয় সামগ্রী মৃণ্ময়ীর সম্মুখে রাখিয়া, আহার করিতে বসাইলেন। কিন্তু মৃণ্ময়ী নিতান্ত চিন্তাযুক্তা ছিল;— এই মাতার নিকট হইতে অন্তর হইবার প্রথম দিবস, এই শাশুড়ীর সহিত আলাপের প্রথম দিবস; এই প্রথম দিবস প্রথম আলাপেই যখন এত কটু কথা শুনিতে হইল, না জানি, আর অধিক দিন থাকিলে আরও কত কটু কথা শুনিতে হইবে। মৃণ্ময়ীর হৃদয় দুঃখে

মগ্ন হইল ; ইচ্ছা, রোদন করে। কিন্তু শাশুড়ীর ভয়ে মনের বেগ সংবরণ চেষ্টা করিল। এমন অবস্থায় কি আহার হয়? মৃণ্ময়ী আহার করিতে বসিল বটে, কিন্তু অধিকাংশ দ্রব্য স্পর্শও করিল না, এবং অবশিষ্ট দ্রব্য আস্বাদ মাত্র করিল। শাশুড়ী দেখিয়া ভাবিলেন, আহা, হয় তো মায়ের জন্য মন উচাটন হইয়াছে। হইবে নাই বা কেন?—ছেলে মানুষ বই তো নয়?—কিন্তু মিষ্ট কথা দ্বারা লোককে সান্ত্বনা করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ—অতএব ক্রুদ্ধ ভাবে বলিলেন, "দেখ, ও সকল আমার কাছে চলিবে না; না খাইয়া রোগা হইয়া আমার বদনাম দিয়া কি স্ত্রী পুরুষে স্বতন্ত্র হইবে? তোমার গুণময়ী মায়ের কাছে এই শিক্ষা পাইয়াছ নাকি? ভাল চাও তো পেট ভরে খাও।"

এ কথা শুনিয়া মৃণ্ময়ী নীরব থাকিতে না পারিয়া, অতি মৃদুস্বরে বলিল, "মা, আপনি কেন অমন কথা বলিতেছেন? আমার মা কখন কাহাকে কু শিক্ষা দেন নাই।"

অমনি বিজয়ের মাতা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ও মা, কোথায় যাইব? এই প্রথম দিনেই মুখের উপর উত্তর? আর কিছু দিন পরে যে নাক কান কাটিয়া আমাকে বিদায় করিয়া দিবে!" এই কথা বলিতে২ বিজয়ের মাতা গৃহের বাহিরে চলিয়া গেলেন। অপর ঘরে বিজয় শয়ন করিয়াছিল, কথাটী বিজয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল।

মৃণ্ময়ী রন্ধন গৃহের কার্য্য সারিয়া, পান সাজিয়া শাশুড়ীকে দিবার সময় বলিল, "মা রাগ করিবেন না; আমি আপনার কন্যা; ও কথায় যদি দোষ হইয়া থাকে, ক্ষমা করুন।" বলিতে বলিতে মৃণ্ময়ীর চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল, দেখিয়া বিজয়ের মাতা ফিরিয়া বসিলেন, আমি আবার কে? আমার কাছে কেন ক্ষমা চাহিতেছ? আমি কি তোমার মায়ের যোগ্য?"

দুঃখভারে নত হইয়া মৃণ্ময়ী ধীরে২ গৃহ হইতে বাহির হইল।" অপর গৃহের দ্বারের নিকট বিজয় দাঁড়াইয়াছিল, মৃণ্ময়ীকে দেখিবামাত্র ইঙ্গিতে ডাকিল, কষ্টে দলিত প্রায় হইয়া মৃণ্ময়ী স্বামীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। বিজয় মৃণ্ময়ীর হস্ত ধারণ করিয়া সপ্রেম স্বরে বলিল,"মৃণ্ময়ি, এই প্রথম দিবসেই কি হতাশ হইয়া পড়িলে?"

রোদন করিতে২ মৃণ্ময়ী স্বামীর নিকটে বসিয়া কহিল, "না, হতাশ হই নাই। তুমি কিছু মনে করিও না; মায়ের জন্য আমার প্রাণ কেমন২ করিতেছে।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"গুণবতী ভার্য্যা কে পাইয়াছে? মুক্তা অপেক্ষাও তাহার মূল্য অধিক।"

রোদন করিয়া মৃণ্ময়ী অনেক সান্ত্বনা পাইল, পরে ভাবিতে লাগিল, এইরূপ রোদন করিয়া স্বামীর মনে কষ্ট দাওয়া উচিত নয়। হয় তো তিনি ভাবিবেন, এই প্রথম দিবসেই যখন এইরূপ হইল, তবে সমস্ত জীবন একত্র কি রূপে ঘর করিবে? তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। বাস্তবিক বিজয়ও এই চিন্তা করিতেছিল। এই সকল কথা মনে উদয় হইলে—মৃণ্ময়ী হঠাৎ রোদন সম্বরণ করিয়া, চক্ষের জল অঞ্চল দিয়া মোচন করিয়া, মৃদু হাসি হাসিয়া, স্বামীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, "আমার মনের কষ্ট দূর হইয়া গিয়াছে—আমি আর কাঁদিব না।"

মৃণ্ময়ীর কথা শুনিয়া বিজয়ের বিষণ্ণতা কিঞ্চিৎ দূর হইল। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, "মা কি বলিতেছিলেন?"

পিত্রালয় হইতে আসিবার সময়ে গৃহিণী মৃণ্ময়ীকে যে সকল শিক্ষা দেন, তাহার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান এই, "কখনই শাশুড়ীর বিপক্ষে স্বামীর

কাছে কিছু বলিবে না, বরং নম্রতা ও সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার সমস্ত কথা সহ্য করিলে ভাল হইবে। কারণ যিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, নম্রান্তঃকরণ ব্যক্তিরা পৃথিবী অধিকার করিবে, তিনি কখনই মিথ্যা কহেন না।" বিজয়ের প্রশ্ন শুনিয়া মাতার এই উপদেশ মৃণ্ময়ীর স্মরণ হইল। নিজ দুর্ব্বলতা প্রকাশ হওয়াতে দুঃখিতা ও অধিকতর লজ্জিতা হইয়া বলিল,

"মায়ের কথা শুনিয়াই যে আমি কাঁদিয়াছি, ফলে তা নয়—কিন্তু আমার ধৈর্য্য অল্প, তাহাতেই কাঁদিয়াছিলাম।"

বিজয় আবার জিজ্ঞাসা করিল,

"মৃণ্ময়ি, এই প্রথম দিবসেই ভগ্নাশ হইয়া পড়িলে?"

মৃ। না; তাহা নয়। যতক্ষণ ঊর্দ্ধে যীশুর শক্তি ও পৃথিবীতে তোমার ভালবাসা আছে, ততক্ষণ হতাশ হইবার কোনই কারণ দেখিতেছি না; তবে যে কাঁদিয়াছি, সে কেবল দুর্ব্বলতা মাত্র। আমাকে ক্ষমা কর, প্রভুর কৃপায় আর এ প্রকার দুর্ব্বলতা কখনই দেখিতে পাইবে না।"

প্রফুল্লচিত্তে ও হাস্যমুখেই মৃণ্ময়ী কথা কহিতে লাগিল—বিজয়ের মুখচন্দ্র হইতে বিষণ্ণমেঘ ক্রমেং দূরীভূত হইতে লাগিল।

বি। তোমার কথা শুনিয়া আমি আবার আশ্বস্ত হইলাম—কিন্তু এই ভাবিতেছিলাম যে, বিবাহ করিয়া হয় ত অন্যায় করিয়াছি।

মৃ। কেন?

বি। মা অত্যন্ত কটু-ভাষিণী। মায়ের কটু কথা সহ্য করা আমার কর্ত্তব্য বটে। কিন্তু এ ভার অন্যের উপর দিয়া কত দূর ভাল করিয়াছি, সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতেছে।

মৃ। ওরূপ চিন্তা আর করিও না। তোমার ভার লাঘব করিবার জন্যই প্রভু আমাকে এ বাটীতে আনিয়াছেন—এ বিষয়ে সন্দেহ করিও না।

বি। অন্য সকল সুখ দুঃখের সময়ে যে আমার সহভাগিনী হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র হয় না। কিন্তু, মৃণ্ময়ি, আমি তোমাকে বলিতে ত্রুটী করিয়াছিলাম, মা আমার এমনি কটুভাষিণী যে, কেহ উঁহার বা আমার সুখ্যাতি করিলেও উনি কটু কথায় উত্তর করিয়া থাকেন। এই কারণে বাল্যকাল হইতে কাহার সঙ্গে আলাপ করিতে সাহস করি নাই ও বন্ধুতার স্বার্থহীন উন্নতিশালী প্রেমে বঞ্চিত রহিয়াছি। এ সকল বিষয় বিবাহের অগ্রে তোমাকে জ্ঞাত করান আমার কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু লজ্জাবশতঃ বলিতে পারি নাই; মৃণ্ময়ি, আমার কি অন্যায় হয় নাই?

মৃণ্ময়ী বিজয়ের নিকট কিঞ্চিৎ সরিয়া বসিল, সরল ও সপ্রেম নয়নে স্বামীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, "তা যা হইবার হইয়া গিয়াছে—ও কথা আর ভাবিও না। যীশুর সাহায্যে অদ্য হইতে যাহাতে তোমার এ ভার ন্যূন হয়, আমি প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিব।"

বিজয়ের মুখ হর্ষে প্রফুল্ল হইল। আবার জিজ্ঞাসা করিল, "মৃণ্ময়ি, এখন তুমি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছ—প্রতিদিন যে কষ্ট পাইতে হইবে, তাহার আস্বাদও পাইয়াছ; আমার কাছে কিছু গোপন করিও না; সত্য করিয়া বল, মৃণ্ময়ি, আমাকে বিবাহ করিয়াছ বলিয়া কি দুঃখ করিতেছ?"

এবারে মৃণ্ময়ী স্বামীর বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়া বলিল, "তোমার দুঃখের ভার লাঘব ও সুখ বৃদ্ধি করিবার যে সুযোগ প্রভু হইতে পাইয়াছি, তাহাতে আপনাকে পরম সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিয়া যীশুর ধন্যবাদ করিতেছি। আর সমস্ত জীবনই যে এ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, তাহারই বা কারণ কি? মায়ের মন কি কখন ফিরিবে না?"

বি। সত্য বলিতে কি, মৃণ্ময়ি, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র আশা নাই।

মৃ। ও কথা বলিতে আছে?—কেন, প্রভুর হস্ত কি সঙ্কীর্ণ হইয়াছে?

প্রস্তর হইতে যিনি জল নির্গত করিয়াছেন, তাঁহার কি শক্তির সীমা আছে? মায়ের মন প্রস্তর অপেক্ষা কঠিন নয়। এজন্য কি তুমি প্রার্থনা করিয়া থাক?

বি। যে বিষয়ে আশা নাই, সে বিষয়ে প্রার্থনা করিয়া কি ঈশ্বরকে উপহাস করিব?

মৃ। আমাদের মন যখন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তখন অন্যের বিষয় অল্প বিশ্বাসী হইবার কারণ দেখি না। অদ্য হইতে মায়ের মন পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত আমরা দুই বেলা প্রার্থনা করিব। প্রভু অযথার্থ্য বিচারকের বিষয়ে যে দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আশ্বস্ত হও।

বি। মৃণ্ময়ি, তোমার বিশ্বাস দেখিয়া ও তোমার কথা শুনিয়া আমি নূতন উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং যে কষ্ট আশঙ্কায় যে সকল বৃথা চিন্তা মনকে অনর্থক ব্যথিত করিতেছিলাম, আর তাহা করিব না। কিন্তু দেখ, রাত্রি হইতেছে, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি; বোধ হয়, তুমিও হইয়া থাকিবে; আইস, প্রার্থনা করিয়া বিশ্রাম করা যাউক।

বিজয় উঠিয়া গিয়া সেল্‌ফ হইতে এক খানি ধর্ম্মপুস্তক লইয়া আর বার মৃণ্ময়ীর নিকটে বসিল।

মৃণ্ময়ী বলিল, "মাকে ডাক।"

বি। তিনি কখনই আসিবেন না।

মৃণ্ময়ী হাসিয়া বলিল, "যে নূতন উৎসাহ অদ্য প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা ব্যবহার কর,—তুমি ডাকিয়া দেখ, আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমরা করি, ফল ঈশ্বরের হাতে।"

বিজয় উঠিয়া মাতার ঘরে গেল, দেখিল, তিনি বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। বিজয় অত্যন্ত নম্রতার সহিত বলিল, "মা, এত

দিনের পরে ঈশ্বর আমাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়া আপনাকে কন্যা ও আমাকে ধার্ম্মিকা সঙ্গিনী দিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার ধন্যবাদ করিতে চাহি. আমার ঘরে আসুন, আমরা একত্রে প্রার্থনা করিব।"

বিজয়ের মাতা। মনোবাঞ্ছা তোমারই পূর্ণ হইয়াছে, আমার কি, আপনি সুখী হইবে বলিয়া আপনি দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিয়াছ, আমার সুখ দুঃখ তো বিবেচনা কর নাই।

বি। মা, আমি যাহাকে মনোনীত করিয়াছি, তাহার দ্বারা আপনি সুখী হইবেন। যে স্ত্রী আপনাকে অশ্রদ্ধা করিবে, তাহাকে আমি কখনই বিবাহ করিতাম না। মৃণ্ময়ী কখনই আপনাকে অভক্তি বা অমান্য করিবে না।

বি-মা। রাখ, রাখ; তাহা আজই দেখা গিয়াছে—এক দিন না যাইতে যাইতে মুখের উপর আমাকে মিথ্যাবাদিনী বলিয়াছে, আবার এতক্ষণ তোমার কাছে বসিয়া আপনি সাধু হইয়া আমার বদনাম করিতেছিল। তা আমার কি করিবে? আমি না হয় কালই এখান থেকে চলিয়া যাইব।

অবাক হইয়া বিজয় দাঁড়াইয়া রহিল। উহারা স্ত্রী পুরুষে যে কথা কহিতেছিল, মাতা যে আড়ালে থাকিয়া তাহা শুনিতেছিলেন, বিজয় তাহা জানিত না। হঠাৎ তাহা জানিতে পারিয়া কি বলিয়া উত্তর করিবে, স্থির করিতে পারিল না। এক বার মনে হইল যে, লুক্কায়িতভাবে কাহারও কথোপকথন শ্রবণ করা কতদূর কুৎসিত ব্যবহার, তাহা মাতাকে বুঝাইয়া দিয়া, আর কখনও এইরূপ করিতে নিষেধ করিয়া দেয়; আর মৃণ্ময়ী যে উহাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলে নাই, তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়া উহাঁর মনের সন্দেহ দূর করে। এই প্রকার চিন্তা বিজয়ের মনে এত প্রবল হইল যে, অবশেষে স্থির করিল, কথা কহিলে কথা বৃদ্ধি হইয়া

বিবাদ উপস্থিত হইবে। মাতা নিজ কথা কখনই ত্যাগ করিবেন না, ইহা স্মরণ হওয়াতে বিজয় বলিল,

"মা, ও সকল কথা থাকুক, রাত্রি হইতেছে, আমরা সকলে ক্লান্ত হইয়াছি—চলুন, প্রার্থনা করি গিয়া।"

বি-মা। থাকিবে কেন? আমার কথার উত্তর দেও—তুমি না যীশুভক্ত হইয়াছ? তোমার স্ত্রী খ্রীষ্টের সত্য দাসী? তোমাদের নূতন মন পরিবর্ত্তন হইয়াছে? আমি মহা পাপিষ্ঠা, আমার মন ফিরে নাই। এই বুঝি তোমাদের ধর্ম্ম, দুই জনে বসিয়া মা ও শাশুড়ীর কুৎসা গাইতেছিলে? তোমাদের সঙ্গে আবার আমি প্রার্থনা করিব?—পোড়া কপাল—তুমি যাও, আমি যাইব না।

বিজয় দুঃখিত মনে ও দ্রুতপদে ফিরিয়া আইল, কথার শব্দ মৃণ্ময়ীর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। মৃণ্ময়ী বুঝিতে পারিয়াছিল, বিজয়ের মাতা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু কি বলিতেছিলেন, তাহা স্পষ্ট শুনিতে পায় নাই।

বিজয় নিজ ঘরে আসিয়া মৃণ্ময়ীর সহিত কোন কথা না কহিয়া, ধর্ম্ম-পুস্তক খুলিয়া পাঠ করিল? পাঠান্তে মৃণ্ময়ীকে প্রার্থনা করিতে বলিল।

মৃণ্ময়ী প্রার্থনা করিল। সে হৃদয়ের কাতরোক্তি শুনিলে পাষাণ মনও দ্রব হয়। নম্রতা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ও প্রেমের জন্যে মৃণ্ময়ী কাতরে রোদন করিতে করিতে প্রার্থনা করিল। পরে যেন সে হৃদয়ের সহিত বিজয়ের মাতাকে ভাল বাসিতে পারে, ভক্তির সহিত তাঁহার সেবা করিতে ও তাঁহার সকল কথা ও দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে পারে, এই জন্যে প্রার্থনা করিল। প্রার্থনান্তে বিজয় চক্ষু পুছিয়া মৃণ্ময়ীকে বক্ষে সংলগ্ন করিল, বিজয়ের মাতা আড়াল হইতে সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া ভাবিলেন, "এ কি আশ্চর্য্য মেয়ে; আর এমন প্রার্থনা তো কোন পাদ্রির মুখেও শুনি নাই!"

পাঠিকা, এই রূপে মৃণ্ময়ীর প্রথম দিবস গত হয়। বিবাহের পরে বিজয় মৃণ্ময়ীর সহিত দুই দিবস মাতার কাছে থাকে, তৃতীয় দিবস বিজয়ের সঙ্গে মৃণ্ময়ী ভ্রাতার বাটীতে আইসে। মাতার নিকটে মৃণ্ময়ী কি প্রকার আদরে থাকিত, তাহা পাঠিকা দেখিয়াছেন। শ্বশুরালয়ের প্রথম অভ্যর্থনা কিরূপ, তাহাও দেখিয়াছেন। শাশুড়ীর অপ্রেম ব্যবহার মৃণ্ময়ী কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাও দেখিতেছেন। মৃণ্ময়ী ও কামিনীতে কত প্রভেদ, তাহাও দেখিতেছেন। এক জন স্নেহময়ী শাশুড়ীকে ভক্তি শ্রদ্ধা না করিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে বিবাদ উপস্থিত করিল, অপর জন বিসম্বাদিনী ক্রুদ্ধস্বভাব শাশুড়ীর হাতে পড়িয়াও হৃষ্টচিত্তে নম্রতার সহিত এ ভার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মস্তক নত করিল এবং নত হওন দ্বারাই স্বামী ও শাশুড়ীর ভালবাসার পাত্র হইল। পাঠিকা, ইহার কারণ কি? কিছু বুঝিতেছেন, কামিনী আত্মম্ভরী ও শয়তানের দাসী; মৃণ্ময়ী খ্রীষ্টের অনুগামিনী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"দুষ্টলোকদিগের পরামর্শ প্রতারণাপূর্ণ।"

মৃণ্ময়ীর বিবাহ উপলক্ষে কামিনী এক সপ্তাহের অধিক গৃহিণীর বাটীতে ছিল। এই কয় দিবসের মধ্যে গৃহিণীর খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তি দৃঢ়বিশ্বাস ও সকল লোকের সহিত সদ্ব্যবহার; এতদ্ভিন্ন গৃহকার্য্যে পটুতা ও সুব্যবস্থা দেখিয়া নিজের অযোগ্যতার বিষয়ে কামিনীর বিশেষ জ্ঞান জন্মিল। এক দিকে গৃহিণীর পরিপাটী পরিচ্ছন্ন সুব্যবস্থার সংসার, অপর দিকে নিজের অপরিষ্কার অব্যবস্থার ও বৈরক্তির সংসার রাখিয়া তুলনা করিয়া দেখিল, এই দুইয়ে আকাশ পৃথিবী প্রভেদ। ভৃতীর মায়ের কর্কশ স্বর, ও বচসায় কামিনী জ্বালাতন হইয়াছিল, ও কিছু দিনের জন্য প্রাত্যহিক বৈরক্তি হইতে মুক্তি পাইয়া গৃহিণীর বাটীতে আসিয়া, গৃহিণীর মৃদু মিষ্ট সস্নেহ বাক্য ব্যবহার দেখিয়া

শুনিয়া কামিনীর তাপিত প্রাণ শীতল হইয়াছিল। আবার শ্বশুরালয়ে যাইবার সময়ে মৃণ্ময়ী অনেক করিয়া বুঝাইয়াছিল, স্বতন্ত্র থাকিলে কোনক্রমেই সুখী হইতে পারিবে না, কারণ স্বতন্ত্র থাকিয়া তুমি আমাদের সকলেরই মনে কষ্ট দিতেছ। কামিনীকে লইয়া মৃণ্ময়ী প্রার্থনাও করিয়াছিল, কামিনীরও মন পবিত্র আত্মার দ্বারা আকর্ষিত হইতেছিল, ও পূর্ব্ব ভাবের অনেক পরিবর্ত্তনও হইয়া আসিতেছিল।

এমন কি, কামিনী মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে আর স্বতন্ত্র বাটীতে ফিরিয়া যাইব না, ও এ কথা জ্ঞাত করাইবার নিমিত্ত মাতাকে পত্র লিখিয়া বলিল,

"স্বতন্ত্র হইয়া আমি কতদূর অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, তাহা এখন বুঝিতেছি। স্বতন্ত্র হইয়া অবধি এক দিনের জন্যেও সুখী হই নাই। যে স্ত্রী লোকটীকে আপনি আমার সেবা করিবার জন্যে দিয়াছেন, সে আমার দাসী নয় বরং আমাকে তাহার আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিতে হয়। রন্ধন ভিন্ন আর কোন গৃহকার্য্য করিতে বলিলে সে আমাকে বস্তুতঃ প্রহার করে না, কিন্তু এমনি কর্কশ স্বরে, নানা প্রকার কটু কথা বলে যে, ইহ জীবনে আমি সে পাপ বাক্য কাহারও মুখে শুনি নাই। কিন্তু আমি কাহাকেও দোষী করি না, ইহা আমার নিজ দুর্ব্বুদ্ধির ফল। ঈশ্বর এখন আমার চক্ষু খুলিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার ধন্যবাদ করিতেছি। আমি স্থির করিয়াছি, স্বতন্ত্র থাকিয়া আমার নির্ম্মলান্তঃকরণ শাশুড়ী ও সাধু স্বামীর মনে কষ্ট দিয়া আর পাপ বৃদ্ধি করিব না। অতএব আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি যে, আর আমি ভিন্ন বাটীতে ফিরিয়া যাইব না।"

এই পত্র কামিনী ভৃত্যের মায়ের দ্বারায় মাতার নিকটে প্রেরণ করে। তিন দিবস পরে ভৃত্যের মা পত্রের উত্তর লইয়া প্রত্যাগমন করে। সে পত্রে কি লিখিত ছিল, পাঠিকা, তাহা বলিতে পারি না, কেননা আমি

তাহা পাঠ করি নাই। এই মাত্র জানি যে, পত্র পাইবার পর কামিনীর একত্র হইবার আর তত ইচ্ছা দেখা গেল না, ও কামিনীর এপ্রকার ভাবান্তর দেখিয়া রাজেন্দ্রও সন্দিগ্ধচিত্ত হইল, কারণ এক দিন কথোপকথন করিতেং কামিনী প্রায় স্বীকার করিয়াছিল যে, সে আর স্বতন্ত্র বাটীতে থাকিবে না। রাজেন্দ্র তাহা শুনিয়া বলিয়াছিল,

"যে দণ্ডে বলিবে, সেই দণ্ডেই তোমাকে বাটীতে লইয়া যাইব। আর মায়ের মন তো জানই, তুমি যেন আর যার বাটীতে ফিরিয়া যাও, এই তাঁহার প্রাত্যহিক প্রার্থনীয়। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তুমি শীঘ্রই বাটীতে ফিরিয়া যাইবে। আমি এক দিবস জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'মা আপনি প্রত্যহ প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রার্থনার উত্তর না পাইয়া কি আপনার বিশ্বাস শিথিল হইতেছে না?' তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, 'যে প্রভু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "আমার গৌরবার্থে পিতার নিকট যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে," সেই প্রভুর নিকটে আমি কামিনীর মন পরিবর্ত্তনের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। তিনি অবশ্য কামিনীর মন পরিবর্ত্তন করিবেন ও মন পরিবর্ত্তন হইলে কামিনী এক দণ্ডও স্বতন্ত্র বাটীতে থাকিবে না, আমার কন্যা আবার আমার প্রাণ সুখী ও গৃহ আলো করিবে, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

কথা শুনিয়া কামিনীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল, কিন্তু স্বামী যেন না দেখিতে পান, এই নিমিত্ত মস্তক ফিরাইয়া লইল।

যাহা হউক, গৃহিণী ও রাজেন্দ্র উভয়ের এই আশা ছিল যে, মৃণ্ময়ী বিবাহের পরে কামিনী আর স্বতন্ত্র বাটীতে যাইবে না। কিন্তু তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল না। মৃণ্ময়ীর স্বামীর গৃহে যাইবার দুই দিবস পরে, কামিনী আবার স্বতন্ত্র বাটীতে চলিয়া গেল।

পাঠক কি পাঠিকা মনে করিতে পার যে, ইহাতে গৃহিণী হতাশ ও রাজেন্দ্র বিরক্ত হইয়া থাকিবেন; ফলতঃ তাহা নয় রাজেন্দ্র ও

গৃহিণী দুঃখিত হয়েন, সত্য, কিন্তু নিরাশ হন নাই। কামিনীর মন পরিবর্ত্তনার্থে যে ঈশ্বরের নিকট প্রত্যহ প্রার্থনা উৎসর্গ হইত, সেই করুণাময় ঈশ্বর উহাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া কামিনীর হৃদয়ে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করিতে ছিলেন—ইহার অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছিল, ও যে শুভ দিবস কামিনী নিজ স্বর্গীয় পিতার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবে, বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের সহিত মাতা পুত্রে সেই দিবসের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

এক দিন কথোপকথন করিতে করিতে কামিনী রাজেন্দ্রকে কহিল,

"যত দিন আমার বিবাহ হইয়াছে, তত দিন যদি তোমার মায়ের কাছে থাকিয়া মনোযোগী হইয়া গৃহকার্য্য শিখিতাম, তাহা হইলে কত শিখিতে পারিতাম।"

রাজেন্দ্র। ঠিক বলিয়াছ—শিক্ষা করিবার তোমার যথেষ্ট সুবিধা ছিল, কেবল গৃহকার্য্য নয়, ইচ্ছা করিলে মৃণ্ময়ীর কাছে অনেক শিল্প কার্য্যও শিখিতে পারিতে।

কামিনী। আমি কি অজ্ঞানই ছিলাম, গৃহকার্য্যের বিষয় কিছুই বুঝিতাম না, আর বুঝিব বা কি ক'রে? আমার মা কখনই কোন গৃহকার্য্য দেখেন না। আর শিল্পকার্য্য? সে বিষয়ে বা কি বলিব? কখন মাকে ছেঁড়া কাপড় শিলাই করিতে দেখি নাই। নূতন কাপড় ছিঁড়িলেও শেলাই করেন নাই; অমনি ফেলিয়া রাখেন, কিম্বা কাহাকে দিয়া ফেলেন। বাবা কতবার কলিকাতা হইতে শিল্পকার্য্যের জন্য ছুঁচ্ সুতো ইত্যাদি আনিয়া মাকে দিতেন, কিন্তু মা কোন জিনিসেরই যত্ন করিতেন না; সে সকল কোথায় ফেলিয়া রাখিতেন, দুই দিনে হারাইয়া যাইত, কিম্বা দাস দাসীরা চুরি করিত। টাকা কড়িরও হিসাব কখনই রাখেন না। আমাদের বাটীতে কি কারণে এত অপব্যয় হয়, তাহা এখন বুঝিতেছি। এবং যে কারণে বাবা সর্ব্বদা মাকে তিরস্কার

করিতেন ও বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতায় থাকেন, তাহার কারণও এখন পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাইতেছি। তুমি যাহা বলিয়া থাক, সে কথা সত্য, অর্থাৎ সংসারের উন্নতি বা অবনতি ও পরিবারস্থ সকলের সুখ দুঃখ বাটীর গৃহিণীর ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। তোমাদের বাটীতে আসিয়া সংসার নির্ব্বাহের যে সকল প্রণালী দেখিতেছি ও শিখিয়াছি, ইহা মায়ের কাছে কখন শিখিতে পাই নাই।

রা। প্রভু আমার প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া তোমার হৃদয়ে এ সকল ভাব উদয় করিয়া দিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি।

কা। কেমন করিয়া জানিলে?

রা। তোমার ব্যবহারে। পূর্ব্বে কোন গৃহকার্য্য করিতে হইলে তুমি যাহার পর নাই বিরক্ত হইতে ও সমস্ত দিনই অসন্তুষ্ট থাকিতে; এখন যত গৃহকার্য্য কর, এত করিতে তোমাকে কখন দেখি নাই, অথচ আমি বাড়ী আসিলে তোমাকে বিরক্ত দেখিতে পাই না। মাও সে দিন বলিতেছিলেন, "আমার বৌ-মার স্বভাব অনেক বদল হইয়াছে।"

কা। কোন২ বালক বালিকা এমনি দুষ্ট যে, মার না খাইলে সোজা হয় না। তাহাদের সহিত যত সপ্রেম ব্যবহার করা যায়, তাহারা ততই অবাধ্য হয়। আমিও তদ্রূপ—তোমাদের সকলের সদ্ব্যবহারে আমার এ কঠিন মন গলে নাই, কিন্তু এক জন দাসীর কটু কথার প্রহারে কাল আমার চক্ষু খুলিয়াছে। স্বতন্ত্র হইয়াছি বলিয়া আমি দিবানিশি অনুতাপ করি।

রাজেন্দ্র প্রেমভাবে কামিনীকে নিকটে আনিয়া, বলিল, "তবে কেন চল না বাটী যাই?"

"বাটী যাই" কথা শুনিয়া কামিনী সভয়ে বলিল, "না, না; বাটী যাইব না—আর কিছু দিন থাক, তাহার পরে যাইব।"

রাজেন্দ্র দুঃখিত হইয়া কামিনীকে ছাড়িয়া দিল, ইহা দেখিয়া

কামিনী বলিল, "দুঃখিত হইও না, আমি বাড়ী ফিরিয়া যাইব না বলিতেছি না, আমার ইচ্ছা যে, এই দণ্ডে যাই, কিন্তু———"

রা। কিন্তু কি?—

কামিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কিছুই নয়, আমার যাওয়া এখন হইতে পারে না।"

রাজেন্দ্র বুঝিল, কামিনী কিছু গোপন করিতেছে, রাজেন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইল, কারণ কামিনীকে কখন কোন মনের ভাব গোপন করিতে দেখে নাই। মনে যাহা হউক না কেন, ভাল মন্দ যেমন হইত, কামিনী তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিত। রাজেন্দ্র কিছু বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, কামিনি, তুমি কি আমার কাছে কোন কথা গোপন করিতেছ? বল, মন খুলিয়া কথা বল।"

অধিকতর ভয়যুক্ত হইয়া কামিনী উত্তর করিল, "কি কথা? কে বলিয়াছে, আমি কিছু গোপন করিতেছি?"

রাজেন্দ্র উত্তর করিল, "না, কেহ বলে নাই।" কিন্তু কামিনীর ভাব দেখিয়া কামিনী যে কোন বিষয় গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছে, এই বিষয় সে অধিকতর সন্দিগ্ধ হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

"আমি ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হইলে সকল লোককে আপনার দিকে আকর্ষিত করি।"

"নূতন জন্ম কি—মন পরিবর্ত্তন কাহাকে বলে? আমার যেন মন পরিবর্ত্তন হয়, এই জন্য মৃণ্ময়ী কেন প্রার্থনা করিল—নূতন নূতন কালে, নূতন নূতন কথা—না, নূতন কথাও যে নয়—এখন মনে হইতেছে যে, ধর্ম্ম পুস্তকের নূতন জন্মের কথা পাড়িয়াছি—ভাল ধর্ম্মপুস্তক

তো আছে; খুঁজিয়া দেখি, পাই কি না।" এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বিজয়ের মাতা বিজয়ের ঘরের গবাক্ষ হইতে সরিয়া গিয়া, নিজ ঘরে প্রবেশ করিয়া, ধর্ম্মপুস্তক আনিয়া প্রদীপের নিকটে পাঠ করিতে বসিলেন। কিন্তু উক্ত বিষয় কোথায় লিখিত আছে, না জানায়, বহুক্ষণ পাত উল্টাইয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া, রাখিয়া দিয়া, ভাবিলেন, "কখন তো ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করার চর্চ্চা নাই, তা পাবই বা কেমন করিয়া? রবিবারে পাদরি সাহেব যে স্থান পাঠ করেন, সেই স্থান পড়ি, তার পরে তো আর ধর্ম্মপুস্তক খোলাই হয় না। ভাল, মৃণ্ময়ী যে প্রার্থনা করিতে করিতে বলিল, 'নূতন জন্ম না হইলে কেহ স্বর্গে যাইবে না;' তাহা কি সত্য? যে চোর, কিম্বা ব্যভিচারী হয়, আর পরে কুমতি ত্যাগ করিয়া গির্জ্জায় যায়, প্রার্থনায় মন দেয়, তাকে আমরা বলি, ওর মন ফিরিয়াছে—আমি তো জানত কোন পাপ করি নাই— কৈ, কেহ বলুক দেখি, বিজয়ের মা কাহারও পানে উঁচু নজরে চেয়েছে—আমার আবার মন পরিবর্ত্তন কি হবে? আবার মৃণ্ময়ী প্রার্থনা করিল, 'যে রূপ তুমি আমার স্বামীর ও আমার মন পরিবর্ত্তন করিয়াছ, তদ্রূপ আমার নূতন মায়ের মনও পরিবর্ত্তন কর।' অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি, আমার বিজয়ের মত রূপে গুণে এ পাড়ায় কেহ নাই। তবে ওরই বা মন পরিবর্ত্তন কি করিয়া হইল? হাঁ, এ কথা সত্য বটে, আজ প্রায় চারি বৎসর হইল, বিজয় বাপ্তাইজ হইয়া যেন অনেক শান্ত হইয়াছে। আমি রাগ করিয়া এত বকি, তা বাছা আমার একটা কথাও বলে না; যখন আমি অনেক বকি, তখন হাস্য মুখে বলে, 'মা, আপনি এত বকেন কেন?' আরও দেখেছি যে, বিজয় ধর্ম্মপুস্তক পড়া ও প্রার্থনায় অনেক মন দিয়াছে। রোজ দুই বেলা প্রার্থনা করিলেই কি মন পরিবর্ত্তন হয়? কিছু বুঝিতে পারি না। মৃণ্ময়ী প্রার্থনা করিল, 'হে ঈশ্বর, মা যখন আমাকে অন্যায় করিয়া

বকিবেন, ও যে সময়ে আমার মনে কষ্ট হইবে, সে সময়ে তুমি আমাকে অধিক ধৈর্য্য শক্তি দিও; সে সময়ে যেন আমি অধিক নম্রতা ও ভক্তির সহিত মায়ের সহিত সৎ ব্যবহার করিয়া তোমার সত্য ভক্ত হইয়া, তোমার মহিমা বৃদ্ধি করিতে পারি।' আমি এত বুঝি, কিন্তু এ ছেলে মানুষের কথা বুঝিতে পারি না কেন? এমন প্রার্থনাও যে কখনও শুনি নাই। ভাল, পরীক্ষা করিয়া দেখিব, কেমন নম্রতা প্রকাশ করে,—কাল হইতে খুব শক্ত কথা বলিব, যদি এক মাস আমার কথা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকে ও আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, তবে বুঝিব, মন পরিবর্ত্তন কাহাকে বলে। ধর্ম্মপুস্তকে কোথায় লেখা আছে না, 'তোমরা শত্রুকে প্রেম কর; আমি তো কখনই ইহা করিতে পারি না, কিন্তু মৃণ্ময়ীর প্রার্থনা শুনিয়া আমার সেই কথা মনে পড়িল, বোধ হয়, যাহাদের মনপরিবর্ত্তন হয়, তাহারাই শত্রুকে ভাল বাসিতে পারে।" এইরূপ আরও নানা চিন্তায় বিজয়ের মাতার মন অস্থির হইল। সে রাত্রে নিদ্রা হইল না। কেন? পাঠক বুঝিয়াছেন, কেন? মৃণ্ময়ী যে বিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা করিয়াছিল, 'হে প্রভো, পবিত্র আত্মা দ্বারা আমার নূতন মায়ের মনে এই বিষয়ে চিন্তা জন্মাও,' কি বোধ হইতেছে? ঈশ্বর কি এইরূপে তাহার প্রার্থনার উত্তর প্রদান করিতেছিলেন? "তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপন আপন সন্তানদিগকে উত্তম দ্রব্য দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা কত অধিক পরিমাণে আপন যাচকদিগকে পবিত্র আত্মা দান করিবেন," যে যীশু এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তিনি আপন বালিকা সেবিকার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া অঙ্গীকার পালন করিতেছিলেন, পাঠক, তোমার কি এরূপ বোধ হয় না? যে চিন্তা তিনি কখনও করিতেন না, আজি সেই চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিল। মৃণ্ময়ী শ্বশুরালয়ে আসিয়া এই প্রথম দিনে, যীশুর মহিমা বর্দ্ধন করিল, অর্থাৎ যীশু উহাকে নূতন অন্তঃকরণ

দিয়াছেন এবং যীশু উহাকে সাহায্য করিয়া শান্তি দিতেছেন বলিয়াই যে, সে সকল পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইত, এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া যে বীজ ছড়াইল, তাহা বিজয়ের মাতার মনক্ষেত্রে উপ্ত হইল। সময়ক্রমে এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ফল ধারণ করিয়াছিল কি না, ক্রমে জানিতে পারা যাইবে।

কেবল বিজয়ের মাতার মনে নূতন ভাব উদয় হইয়াছিল, এমন নয়, বিজয়ও নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হইল, মৃণ্ময়ীর বিশ্বাস দেখিয়া ও প্রার্থনা শুনিয়া, "আজি হইতে আর আমি একা নই, ঈশ্বরই আমাকে প্রকৃত সুখ দুঃখভাগিনী সহধর্ম্মিণী প্রদান করিয়াছেন, "ইহা জানিতে পারিয়া বিজয় কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল। সত্যই, যাহারা ঈশ্বরেতে বিশ্বাস রাখে, তাহারা নূতন বল প্রাপ্ত হয়।

বিজয়ের মাতা মনে মনে যে পরামর্শ করিয়াছিলেন, তাহা করিলেন। মৃণ্ময়ী যাহা কিছু করিত, তাহাতেই নানা ছল ধরিয়া তাহাকে যারপর নাই তিরস্কার করিতেন। বারোমাস ঘর করিতে গেলে যে সকল সামান্য ভুল চুক হইয়াই থাকে, তাহার জন্য যারপর নাই কটূক্তি করিতেন। মৃণ্ময়ী প্রায় প্রাতঃকালে বিজয়ের মাতার অগ্রেই উঠিত, কিন্তু যদি কোন দিন উঠিতে একটু বিলম্ব হইত, বিজয়ের মাতা কহিতেন, "আমি বাড়ীর দাসী, উনি ঠাকুরাণী; আমি উঠে কাজ করিব, মাঠাকুরাণী পড়িয়া২ ঘুমাইবেন!" নিয়মিত কার্য্যের কোনটী ভুলিয়া গেলে—"স্বামীর ঘর কন্নায় তো মন নাই, দিন রাত্রি বাপের বাড়ীর ভাবনায় ব্যস্ত থাকে।" স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে ভুলিলেও মৃণ্ময়ীকে তাহার জন্য তিরস্কার করিতেন—"আমি বুড়োমানুষ, নানা জ্বালায় জ্বালাতন; তুমি কি করিতে আছ? মনে করিয়া দিতে পার নাই?" না জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কার্য্য করিলে, "আমি বাড়ীর কেহ নই—

উনি গিন্নী; উনি যা ইচ্ছা, তাই করেন।" অনুমতির অপেক্ষায় থাকিলে, "আঃ মরণ! আপনি দেখে শুনে কাজ করিতে পার না? যতক্ষণ বলিয়া দিব, ততক্ষণে করিবে; আমি যে দিক না দেখি, সেই দিকে আগুন লেগে যায়।" পাঠিকা, আর কত লিখিব? যাহা লিখিয়াছি, তাহা যদি যথেষ্ট না হইয়া থাকে, তবে আর এক কথা বলি। যখন প্রতিবেশীদের কেহ মৃণ্ময়ীকে দেখিতে আসিত, তখন গৃহিণী উহাদের সাক্ষাতে মৃণ্ময়ীর মাতার ও ভ্রাতার যথেষ্ট নিন্দা করিতেন; কখন বলিতেন, "যেমন মা, তেমনি মেয়ে।" কখনও বলিতেন, "যেমন পরিবার, তেমনি শিক্ষা পাইয়াছে?" কখন "অহঙ্কারী," কখনও "কুঁচী" ইত্যাদি বলিয়া মৃণ্ময়ীকে তাক্ত বিরক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু যে মৃণ্ময়ী সকলের স্নেহের পাত্র—সরল কোমলান্তঃকরণ মৃণ্ময়ী; সে মৃণ্ময়ী কি প্রকারে এত জ্বালা সহ্য করিত?—প্রকাশিত বাকোর শেষ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পদে যে জীবনবৃক্ষের বর্ণনা আছে, মৃণ্ময়ী সেই জীবন বৃক্ষের পত্রের প্রলেপ দ্বারা আপন হৃদয়ের ক্ষত স্থান আরোগ্য করিত। পাঠিকা, ইহার অর্থ যদি না বুঝিতে পার, তবে তুমিও যাইয়া যীশুর নিকট যাচ্ঞা কর, তিনি তোমাকে শিক্ষা দিবেন। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া নিত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইবার অগ্রে মৃণ্ময়ী যীশুর নিকটে সমস্ত মনের ব্যথা জানাইয়া শক্তির জন্য প্রার্থনা করিত, আর যে যীশু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, দুর্ব্বলতাতেই আমার শক্তি সিদ্ধ হইবে, সেই যীশু মৃণ্ময়ীকে এই সকল সহ্য করিবার শক্তি দিতেন।

আর মৃণ্ময়ী যে কেবল কষ্টই পাইত, তাহা নয়। স্বামীর গৃহে যে তাহার কোন সুখ ছিল না, তাহা বলিতে পারি না। এই ঘোরতর পরীক্ষার সময়ে মৃণ্ময়ী যে সুখতারার জ্যোতির প্রতি দৃষ্টি করিত, তাহা কখনই বিষণ্ণমেঘ দ্বারায় আচ্ছাদিত হয় নাই—অর্থাৎ স্বামীর সহিত আলাপ মৃণ্ময়ীর সুখের উপলক্ষ্য ছিল। রোগীদিগকে দেখিয়া প্রত্যহ

দ্বিপ্রহরের সময়ে বিজয় বাটীতে আসিত, সেই সময়ের জন্যে মৃণ্ময়ী তৃষিতা চাতকিনীর ন্যায় প্রতীক্ষা করিত। বিজয়ের মাতারও এই গুণ ছিল, বিজয় বাটীতে আসিলে তৎক্ষণাৎ মৃণ্ময়ীকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। বিজয়ের সেবার যেন বিন্দু মাত্র ত্রুটী না হয়, এ বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। অতএব দ্বিপ্রহরের আহারের পর হইতে যতক্ষণ অপরাহ্নে বিজয় পুনরায় বাহিরে না যাইত, ততক্ষণ মৃণ্ময়ী বিজয়ের সহিত কথোপকথনে কাল যাপন করিত। উহার প্রতি বিজয়ের অকৃত্রিম প্রেম, বিশ্বাস, অতুল যত্ন ও সকল বিষয় তত্ত্বাবধারণ দ্বারা মৃণ্ময়ীর তাপিত মন শীতল ও প্রেমপূর্ণ হৃদয় তৃপ্ত হইত।

কখন আহারাদির পরে বিজয়ের মাতা আসিয়া বিজয়ের ঘরে বসিয়া কথোপকথনে যোগ দিতেন, সে দিন মৃণ্ময়ীর সুখের সীমা থাকিত না। যেরূপ নিজ পিত্রালয়ে রাজেন্দ্র প্রচার করিয়া প্রত্যাগমন করিলে মাতা ভ্রাতার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইত, মৃণ্ময়ী সেই সকল বিষয় স্মরণ করিত ও সেই রূপই সুখী হইত। এই অল্প সময়ে বিজয়ের মাতাও কটূক্তি পরিত্যাগ করিয়া পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতেন। চিকিৎসা করিতে গিয়া যাহা যাহা ঘটিত, কোন কোন দিন বিজয় সে সকল বর্ণন করিত। খ্রীষ্টীয়ান হউক বা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীই হউক, সুযোগ পাইলে পীড়িত ব্যক্তির নিকটে আত্মার একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা যীশুর বিষয় প্রকাশ করিতে বিজয় ত্রুটী করিত না। কখনও বা খ্রীষ্টের বিশ্বাসী দাস দাসীর মৃত্যুনদী পার হইবার সময়ে যে সকল মৃত্যুঞ্জয়ী লক্ষণ দেখিত, তাহা বর্ণন করিত। বিজয় যখন এই সকল কথা কহিত, তখন উহার মাতা নিস্তব্ধ হইয়া, এক মনে শুনিতেন। ক্রমে ক্রমে বিজয়ের মাতার অনেক ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া আসিল। দিবসিক প্রার্থনার সময়ে আর বাধা না দিয়া বরং আপনি নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইতেন, কখনও বা বিজয়কে ধর্ম্মপুস্তকের কোন বিশেষ

স্থান পাঠ করিতে বলিতেন, কখনও বা প্রার্থনার পরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে উঠিয়া নিজ ঘরে গিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিতেন। এই সকল চিহ্ন দেখিয়া বিজয় ও মৃণ্ময়ী উৎসাহিত হইয়া সঙ্কীর্ণ পথে চলিতে যে সকল ক্লেশ হইত, তাহা বিস্মৃত হইয়া, প্রভু যে উহাদিগকে তাঁহার সেবক সেবিকা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ মনে প্রভুর ধন্যবাদ করিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যাহারা ঈশ্বরকে ভয় করে, তাহারাই বিজ্ঞ, যাহারা দুষ্ক্রিয়া পরিত্যাগ করে, তাহারাই বিবেচক।

এক দিন রাজেন্দ্র প্রচার করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল কামিনী রন্ধন করিতেছে। রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, 'ভূতীর মা কোথায় গা? হাসিতে২ কামিনী উত্তর করিল, ভূতীর মা যমের বাড়ী গিয়াছে।" রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "আবার কি হইয়াছে?"

কামিনী বলিল, "খাবার জলে পোকা হইয়াছিল, তাই তাহাকে বলিলাম, জলের জালা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া জল তুল, আমি অন্য কাজ করি। এই কথা শুনিবামাত্র সে রাগ ভরে চীৎকার করিয়া নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিল। আমি বলিলাম, এরূপ অন্যায় চেঁচাইয়া কথা বলিলে, এ বাটীতে তোমার থাকা হইতে পারে না। সেও তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল।" রাজেন্দ্র গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, সমস্ত গৃহ উত্তমরূপে নিকান হইয়াছে, উঠান ঝাঁটি দেওয়া হইয়াছে, বাসনগুলি ঝক্‌২ করিতেছে। রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, তবে এ সব করিল কে? কামিনী প্রফুল্ল বদনে স্বামীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, "কেন? তোমার দাসী।" রাজেন্দ্র বুঝিল যে, কামিনী নিজ

হস্তে সকল কার্য্য করিয়া আবার রন্ধন করিতে বসিয়াছে। তখনও বেলা অধিক হয় নাই, অথচ সমস্ত কার্য্য হইয়া গিয়াছে। কামিনী একা এত শীঘ্র কর্ম্ম করিয়াছে, এবং পূর্ব্বে একটী কাজ করিতে হইলে যেরূপ মুখ অপ্রসন্ন করিয়া বসিয়া থাকিত, সেরূপ না করিয়া হাস্য মুখে স্বামীর সহিত কথা কহিতেছে, দেখিয়া শুনিয়া রাজেন্দ্রের হৃদয় এক নূতন সুখে তৃপ্ত হইতে লাগিল। কামিনী স্বামীর হস্ত হইতে উড়ানী ও পুস্তক লইয়া গৃহে আসিয়া, একটী মাদুর বাহির করিয়া আনিয়া দাবায় পাতিয়া স্বামীকে বসিতে দিল ও স্বামীর নিকটে জল গামছা রাখিয়া রন্ধনশালায় যাইতে উদ্যত হইল। দেখিয়া রাজেন্দ্র কামিনীর হস্ত ধরিয়া বলিল, "আমার নিকটে বৈস।" স্বামীকে সুখী দেখিয়া কামিনীর হৃদয় প্রফুল্ল হইতেছিল, মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি কি আগেকার মত নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি? আমি যে গৃহিণী হইয়াছি; এখন বসিলে আমার তরকারি পুড়িয়া যাইবে। একটু অপেক্ষা কর, তরকারি নামাইয়া আসি।"

রাজেন্দ্র কামিনীর হস্ত ছাড়িয়া দিল। কামিনী রন্ধনশালায় গিয়া ব্যঞ্জন নামাইয়া, সমস্ত গুছাইয়া, স্বামীর নিকটে আসিয়া বসিল। রাজেন্দ্র কামিনীকে বলিল—

"আজ যেরূপ সুখী হইলাম, এরূপ সুখী কখনই হই নাই; এক নূতন সুখ।"

কা। আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম, আমিও এ প্রকার সুখী কখনই হই নাই।

রা। তুমি কেন সুখী হইলে, তুমি প্রাতঃকাল হইতে দাসাবৃত্তি করিতেছ?

কা। এই দাস্য বৃত্তিতেই আমার সুখ। আমি দাসাবৃত্তি করিয়াছি বিলয়া তুমি কেন সুখী হইলে?

উভয়ের কথা শুনিয়া উভয়ে হাসিয়া উঠিল—পরে রাজেন্দ্র সপ্রেম-স্বরে বলিল, "আমার স্ত্রীর মনের ভাব ও চরিত্র পরিবর্ত্তন হইতেছে দেখিয়া, আমি সুখী হইয়াছি ও সেই জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি।"

কা। স্বামীর সেবা ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে যে লোকে এত সুখী হয়, তাহা আগে জানিতাম না। আমি এত কাল অন্ধ ছিলাম। ঈশ্বর দয়া করিয়া আমার চক্ষু মেলিয়া দিয়াছেন, তাহার জন্য আমি যে কত কৃতজ্ঞ, তাহা বলিতে পারি না।"

রাজেন্দ্রের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইতে লাগিল, স্থির থাকিতে না পারিয়া কামিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল, "কি বলিলে, আবার বল।"

কা। আজ আমার ব্যবহার দ্বারা তোমাকে সুখী করিতে পারিয়াছি দেখিয়া, আমি যে প্রকার আনন্দ ভোগ করিতেছি, এইরূপ কখনই করি নাই। বিবাহ হওনাবধি তোমার মনে কষ্ট দিয়াছি, কেবল তোমার মনে নয়, আমার নির্দ্দোষ শাশুড়ীর মনেও কত কষ্ট দিয়াছি এই সকল কুচরিত্র জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি।

পরে ভীতস্বরে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল, "আমার সকল দোষ তোমাকে ক্ষমা করিতে হইবে।"

রাজেন্দ্র কথা কহিতে পারিল না—কামিনীকে দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, মনে মনে প্রভুর ধন্যবাদ করিল।

কামিনী পুনরপি বলিল, "বল, ক্ষমা করিবে?"

রা। সমস্ত ভুলিয়াছি, সকল ক্ষমা করিয়াছি। মা এ কথা শুনিয়া কতই না সুখী হইবেন! কামিনী, তুমি বৈস, আমি যাইয়া মাকে ডাকিয়া আনি।

কামিনী কিছু যেন ভীতা হইল, বলিল, "না, না; মাকে বলিবার আবশ্যক কি? মাকে বলিলে তিনি আমাকে বাড়ী লইয়া যাইবেন।"

রা। যদি তিনি বাড়ী লইয়া যাইতে চাহেন, তাহাতে দোষ কি? তোমার কি বাড়ী যাইতে ইচ্ছা নাই?

বোধ হইল, কামিনী কি বলিয়া উত্তর করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না। যেন কিছু ভীতও হইতেছে। শেষে বলিল, বাড়ীতে যাইতে ও একত্র থাকিতে আমার অনিচ্ছা নাই; তবে এত শীঘ্র যাইবার আবশ্যক কি? আরও কিছু দিন যাউক।"

রাজেন্দ্র কিছু দুঃখিত হইল, কিন্তু বলপূর্ব্বক কামিনীকে গৃহে লইয়া যাইতে তাহার ইচ্ছা ছিল না। অতএব আর এ কথা না পাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল, কামিনি, তুমি কি কেবল আমাদেরই কাছে দোষ করিয়াছ?"

কা। না—ঈশ্বরের কাছে ভয়ানক দোষ করিয়াছি, সে অপরাধের জন্য অনুতাপ করিতেছি ও ঈশ্বরের নিকট দিবা নিশি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু তুমি যে প্রকার শান্তির কথা বলিয়া থাক, তাহা আজও পাই নাই।

রা। ইহার কারণ কি? কিছু কি বুঝিতে পারিতেছ?

কা। আমি এ বিষয়ে অনেক প্রার্থনা করিয়াছি, প্রার্থনা করিয়া কেবল মনে হইল যে, অহঙ্কার দূর করিয়া তোমার ও মায়ের নিকট আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, তোমাদের নিকট ক্ষমা না চাহিলে, আমি ঈশ্বর হইতে শান্তি পাইতে পারি না। অনেক দিন পর্য্যন্ত অহঙ্কার বশতঃ তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতে পারি নাই, আজ এ কার্য্য করিতে ঈশ্বর আমাকে শক্তি দিয়াছেন; তাহার জন্য তাঁহার ধন্যবাদ করিতেছি। মায়ের নিকট ক্ষমা চাহিতে আমার লজ্জা করিতেছে না, কিন্তু পাছে তিনি আমাকে বাড়ী লইয়া যান, এই ভয়ে তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিতে পারিতেছি না।

রা। কামিনি, বাড়ী ফিরিয়া যাইতে তোমার এত ভয় কেন?

কামিনী আরও ভীতা হইয়া বলিল, "থাক, থাক; ও কথায় আর কাজ নাই। আমি এখন কিছু দিন যাইতে পারি না।"

রাজেন্দ্র ভাবিল, কামিনী কোন কথা গোপন করিতে চাহিতেছে। বাটীতে ফিরিয়া যাইতে এত অনিচ্ছা কেন, তাহা বলিতে চাহে না, দেখিয়া দুঃখিত হইল; কিন্তু যে ঈশ্বর তাহার প্রার্থনার উত্তর প্রদান করিয়া কামিনীর মন পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন, তিনি অবশ্য নিজ কার্য্য সিদ্ধ করিবেন, এই বিশ্বাসে ধৈর্য্য ধরিয়া রহিল।

রাজেন্দ্র উঠিয়া স্নান আহার করিয়া বিশ্রাম করিল, কামিনীও আহার ও গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইল।

পাঠক, দেখিতে পাইতেছ, কামিনী এখন আর সে কামিনী নয়, কামিনীর স্বভাবসিদ্ধ দোষ অহঙ্কার; আর মাতার কুশিক্ষা দ্বারা কামিনী আত্মসুখী হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু কামিনী নিতান্ত অজ্ঞানা নহে। বিবাহের পর স্বামীর গৃহে আসিয়া পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় মধ্যে যে অনেক ভিন্নতা, তাহা বুঝিতে তাহার অধিক বিলম্ব হয় নাই। বুদ্ধিমতী কামিনী এই পার্থক্যের যে কি সুখ দুঃখ, সে বিষয় আলোচনা করিতে থাকে। অল্প দিন মধ্যে কামিনী বুঝিতে পারিল যে, উহার শ্বশুরালয়স্থ সকলেই যীশুর সেবক সেবিকা, কিন্তু পিত্রালয় মধ্যে সকলেই কেবল নামে খ্রীষ্টীয়ান, আত্মসুখে রত হইয়া পৃথিবীর মায়া জালে বদ্ধ। অনেক দিবস হইতে কামিনীর ইচ্ছা ছিল যে, স্বামীর পরিবারস্থের ন্যায় যীশুর সেবিকা হইয়া, তাহারা যে অতুল সুখ শান্তি ভোগ করিতেছে, তাহা নিজে ভোগ করে; কিন্তু মাতার কুপরামর্শ ও নিজের অহঙ্কার বশতঃ এত কাল ঘটিয়া উঠে নাই। আরও, কামিনী নিজে বুদ্ধিমান ধৈর্য্য-শীল সাধু স্বামীকে হৃদয়ের সহিত প্রেম ও ভক্তি করিত, কিন্তু মাতা ও এক জন সমবয়স্যা, উহাকে শিক্ষা দিয়াছিল যে, ভাল বাসা দেখাইয়া স্বামীর বাধ্য হইলে স্ত্রীলোকের মান ও স্বাধীনতা থাকে না। নির্ব্বোধ কামিনী সেই কুশিক্ষার বশীভূত হইয়া এত কাল কষ্ট পাইতেছিল। কিন্তু যে প্রভু আপন সেবকদের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া

থাকেন, তিনি রাজেন্দ্র ও গৃহিণীর প্রার্থনার উত্তর প্রদান করিয়া, কি রূপে কামিনীর মনপরিবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহা পাঠিকা দেখিয়াছ।

কামিনী আহারাদি করিয়া স্বামীর নিকটে বসিয়া ২ অনভ্যস্ত শ্রমহেতু ত্বরায় নিদ্রিতা হইল। কিন্তু রাজেন্দ্র বসিয়া ২ চিন্তা করিতে লাগিল। নির্ব্বোধ কামিনী বাটী যাইতে ভয় করে কেন? হঠাৎ কামিনীর বালিসের নীচে হাত রাখিতে গিয়া একখানি পুস্তক পাইল। পুস্তকখানি কি, দেখিবার নিমিত্ত কৌতূহলী হইয়া বাহির করিয়া দেখিল, যাত্রিকের গতি। এই পুস্তক রাজেন্দ্র কামিনীকে বিবাহের সময়ে দিয়াছিল, কিন্তু উহা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বলিয়া তখন কামিনীর মনঃপূত হয় নাই। এখন কামিনী ঐ পুস্তক পাঠ করিতেছে, দেখিয়া রাজেন্দ্র আহ্লাদিত হইল। পাঠ্য স্থানে একটি চিহ্ন ছিল, রাজেন্দ্র সেই স্থান খুলিল, খুলিবামাত্র হাতের লেখা একখানি কাগজ পড়িয়া গেল, রাজেন্দ্র তুলিয়া পাঠ করিল, "বার বার একত্র থাকিবার কথা কেন আমাকে জানাইতেছ? আমি বার বার বলিতেছি, একত্র হইলে আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্কের শেষ হইবে। তুমি যে আমাকে বলিয়াছিলে, তোমার স্বামী অপেক্ষা আমাকে বেশী ভাল বাস, সে কথা মিথ্যা। বিলক্ষণ দেখিতেছি যে, তোমার স্বামী তোমার সর্ব্বস্ব, আমি কেহ নই। ভাল, একত্র হইতে ইচ্ছা হয়, হও, কিন্তু আমার সহিত—" এই স্থলে কাগজ শেষ হইল। রাজেন্দ্র পাঠ করিয়া হতবুদ্ধি হইল। হস্তাক্ষর পুরুষের। পত্র খানি কামিনীকে লিখিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কামিনীর বাটী ফিরিয়া যাইতে ভয় কেন, কিছু কিছু অনুভব হইল। লেখক কে, কেনই বা কামিনীকে এইরূপ লিখিয়াছে, ভাবিতে ভাবিতে রাজেন্দ্র অকূল সাগরে মগ্ন হইল। অস্থির হইয়া শয্যার উপর বসিয়া রহিল, কামিনী জাগরিত হইল, স্বামীকে এ ভাবে দেখিয়া মধুর হাসি হাসিয়া কহিল; "তুমি ঘুমাও নাই?" রাজেন্দ্র গম্ভীর স্বরে

বলিল, "কামিনি, ওঠ; একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।" স্বামীর গম্ভীর স্বর শুনিয়া কামিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসিল, "কামিনি, তুমি কি আমার কাছে কোন কথা গোপন করিতেছ? তুমি কি ইহার মধ্যে কাহারও নিকট হইতে কোন পত্র পাইয়াছ?"

ভয়ে কামিনীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, ত্রাসব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "কই? না, আমাকে কেহ পত্র লেখে নাই।"

কামিনী কখন কাহাকে মিথ্যা কথা কহিত না! অহঙ্কার বশতঃ কাহাকেও ভয় করিত না। সেই কামিনীর মুখ ভয়ে বিব্রত দেখিয়া রাজেন্দ্র কিছু বুঝিতে পারিল না, গাত্রোত্থান করিয়া নিজ দুঃখের দুঃখিনী মাতার নিকট গিয়া তাঁহার কাছে আপন সুখ দুঃখ সন্দেহ সকলই বলিল। গৃহিণী অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এ পত্র কামিনীর মাতার, তাহার সন্দেহ নাই।" কিন্তু রাজেন্দ্রের মনে তীক্ষ্ণ ছুরিকাসদৃশ সন্দেহ প্রবেশ করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

"ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতমের প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহা আমার প্রতি করিয়াছ।"

বিজয় মধ্যে২ স্ত্রীলোক রোগীদের সেবা করিবার জন্য মৃণ্ময়ীকে সঙ্গে লইয়া যাইত। যে স্থানে অধিক সাবধানতা ও মনোযোগের আবশ্যক হইত, সেই স্থানে বিজয় মৃণ্ময়ীকে পাঠাইয়া দিত। মৃণ্ময়ীও রোগীদের সেবা করিতে ভাল বাসিত। স্বামী বিশ্বাস করিয়া কোন গুরুতর কর্ম্মের ভার দিলে মৃণ্ময়ীর আনন্দের সীমা থাকিত না। যে দিবস প্রথমে বিজয় মৃণ্ময়ীকে এ কর্ম্মে প্রেরণ করিতে মনস্থ করে, বিজয়ের মাতা সে দিবস সহস্রমুখে এরূপ কার্য্যের নিন্দা করিতে থাকেন, বলেন, "আমি কখনই যাইতে দিব না।" মৃণ্ময়ী কোন কথা

না বলিয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। মাতা স্থির হইলে বিজয় ধীরে ধীরে বলিল, "মা, মৃণ্ময়ী না গেলেই নয়; এই স্ত্রীলোকটী অত্যন্ত দরিদ্রা, মাতার এক মাত্র সন্ততী—মাতা ও কন্যা উভয়েই বিধবা। স্ত্রীলোকটীর দুটী সন্তান, নিজে পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতেই সংসার নির্ব্বাহ হয়। যদি স্ত্রীলোকটী মারা পড়ে, তবে ঐ বৃদ্ধা ও দুটী সন্তান সহায়হীন হইবে। পীড়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, ঘণ্টায়২ পীড়ার তারতম্য বুঝিয়া ঘণ্টায়২ ঔষধ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি পড়িতে জানে, সে নিকটে না থাকিলে চলিবে না। আমি আজ দুই রাত্র নিদ্রা যাই নাই, তাহা আপনি জানেন; আজ রাত্রি জাগিলে নিশ্চয় পীড়া হইবে। আমি মৃণ্ময়ীকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়াছি। এই স্থান হইতে সে পাড়া অধিক দূর নয়; পাল্কি আনাইয়া দিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া আপনি ও মৃণ্ময়ী যাইয়া আমার অনুরোধে এ কার্য্য করিয়া আসুন। এই আমার নূতন কর্ম্মারম্ভ। অযত্নে স্ত্রীলোকটী মারা গেলে আমার দুর্নাম হইবে; এ ছাড়া আমি ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইব।" পুত্রের দুর্নাম হইবে শুনিয়া বিজয়ের মাতা অগত্যা যাইতে স্বীকার করিলেন, বিজয় পাল্কি আনয়ন করিল ও আহারাদি ও দিবসিক প্রার্থনার পরে মৃণ্ময়ী এবং মাতাকে প্রেরণ করিল। উহাঁরা রোগীর বাটীতে যাইয়া দেখিলেন যে, এক খানি পর্ণকুটীর মাত্র, উহার দাবায় বিছানার উপর ত্রিশ বৎসর বয়স্কা একটী স্ত্রীলোক জ্বরে অজ্ঞান প্রায় হইয়া পড়িয়া আছে। নিকটে এক জন পক্বকেশ বৃদ্ধা স্ত্রী ও দুইটী শিশু রোদন করিতেছে। মৃণ্ময়ী পাল্কি হইতে নামিলে বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল ও পাল্কির নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে?" মৃণ্ময়ী বলিল "আমরা ডাক্তার বাবুর বাড়ী হইতে আসিয়াছি।" বৃদ্ধা বিজয়ের মাতার দিকে চাহিয়া বলিল, 'ইনি কি ডাক্তার বাবুর মা?" মৃণ্ময়ী উত্তর করিল, "হাঁ, ইনি আমার

শাশুড়ী।" বৃদ্ধা আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল ও বলিল, "ডাক্তার বাবু বলিয়া গিয়াছিলেন যে, আজ রাত্রে জাগিবার জন্য আমি লোক পাঠাইয়া দিব। সে লোক কই?" মৃণ্ময়ী বলিল, "আমরা তোমার কন্যার সেবা করিব বলিয়া আসিয়াছি" বৃদ্ধা কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়যুক্তা হইয়া দুই জনের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, পরে বিজয়ের মাতার দুই হস্ত ধরিয়া রোদন করিতে করিতে বলিল, "মাঠাকুরুণ, গরীবের প্রতি আপনার এত দয়া! আপনি নিজে এ দুঃখীর বাটীতে আসিবেন, ইহা আমি মনেও করি নাই। কি বলিয়া আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিব, জানি না; আপনার সন্তান চিরজীবী হউন। আহা, যেমন বাবুর দয়া, তেমনি মায়েরও মন। হইবে না কেন? যেমন মা, তেমনি সন্তান।"

বিজয়ের মাতা নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। কোন কথার উত্তর করিতে পারিলেন না; কিন্তু মৃণ্ময়ী দেখিল যে, উহাঁর হৃদয় গলিয়া যাইতেছে। বিজয়ের আদেশানুসারে মৃণ্ময়ী গৃহ হইতে একটী লণ্ঠন ও দুইখানি বিছানার চাদর এবং এক খানি পরিষ্কার গামছা আনিয়াছিল। অল্পক্ষণ মধ্যে মৃণ্ময়ী দীপ জ্বালিয়া লণ্ঠন মধ্যে রাখিল ও রোগীর চক্ষের আড়ালে দাবার চালে লণ্ঠন টাঙ্গাইয়া রাখিল। পরে বিজয় যেরূপ শিক্ষা দিয়াছিল, সেইরূপ শীতল জল দিয়া রোগীর মস্তক আর্দ্র করিল ও কিঞ্চিৎ গরম জল করিয়া তাহাতে গামছা ডবাইয়া উহার সমস্ত শরীর ভিজাইয়া অবশেষে পরিষ্কার গামছা দ্বারা মুছাইয়া দিল। তাহার পরে এক খানি পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করাইয়া বিছানা পরিষ্কার করিয়া শুয়াইয়া দিল। অপর পরিষ্কার চাদর খানিদ্বারা উহাকে আবৃত করিয়া রাখিল। শরীর পরিষ্কার, বিছানা পরিষ্কার, বস্ত্র পরিষ্কার, মস্তক শীতল; এই সকল কারণে রোগী অনেক আরাম পাইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে নিদ্রা গেল। বৃদ্ধার সাহায্যে মৃণ্ময়ী এ সকল

কার্য্য করিল। বিজয়ের মাতা এক পার্শ্বে বসিয়া মৃণ্ময়ীর কর্ম্মদক্ষতা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বৃদ্ধা দেখিল যে, মৃণ্ময়ী যথার্থ যত্নের সহিত নিজ কন্যার সেবা করিতেছে; অতএব নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিল ও পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণে ক্লান্তি প্রযুক্ত অল্পক্ষণ মধ্যে নিদ্রিতা হইল। বিজয়ের মাতা অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন, কোন স্থানে গেলে অপরিষ্কার বিছানা বা মাদুরে শয়ন করিতে পারিতেন না, মৃণ্ময়ী ইহা জানিত। সে জন্য বাটী হইতে এক খানি পরিষ্কার ছোট শতরঞ্জি আনিয়াছিল, গৃহের এক পার্শ্বে তাহা পাতিয়া দিয়া কহিল, "মা, আপনার বিছানা প্রস্তুত, শয়ন করুন।" মৃণ্ময়ী উহাঁর আরাম চিন্তা করিয়া মনে করিয়া এই বিছানা গৃহ হইতে আনিয়াছে দেখিয়া, বিজয়ের মাতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট মনে শয়ন করিলেন। মৃণ্ময়ী একাকিনী বসিয়া রোগীর সেবা করিতে লাগিল। বিজয়ের মাতা শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা হইল না। তাঁহার হৃদয় এক নূতন চিন্তার সূত্র উপস্থিত। তিনি অত্যন্ত কর্ম্মিষ্ঠা, কিন্তু নিজ সুখের জন্যই পরিশ্রম করিতেন, অন্যের জন্যে যে কষ্ট স্বীকার উচিত, এ ভাব তাঁহার মনেও উদয় হয় নাই। যদি কখন তিনি কিম্বা বিজয় পীড়িত হইতেন, তাহার বাক্যজ্বালায় ভয়ে প্রতিবেশীরা তাঁহার সাহায্য করিতে আসিতে সাহস করিত না, তিনিও অহঙ্কার বশতঃ কাহাকেও ডাকিতেন না। আজি তাঁহার সম্মুখে এক নূতন কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত। অন্যকে সুখী করিলে কি মহা সুখানুভব হয়, আজি তাহার বিন্দুমাত্র আস্বাদ করিয়া, এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, এ সুখ প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিবার এক নূতন ইচ্ছা তাঁহার মনে উদয় হইল।

শেষ রাত্রে রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল—নিকটে ষোড়শ বর্ষীয়া সুন্দরী মৃণ্ময়ীকে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রোগী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে?"

মৃ। আমি তোমার সেবা করিতে আসিয়াছি।

রোগী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "তোমাকে কে পাঠাইয়াছে?

মৃ। যীশু।

রো। যীশু কে?

মৃ। আমার, তোমার ও সকল পাপীর ত্রাণকর্ত্তা।

রোগী হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী নীচ জাতীয়া। মৃণ্ময়ীর কথা শুনিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিল। বিজয়ের মাতা জাগরিত ছিলেন। মৃণ্ময়ী সহসা হিন্দু জাতীয়া স্ত্রীর নিকট যীশুর কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন—কিন্তু কিছু না বলিয়া শুনিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রোগী জিজ্ঞাসিল? "মা কোথায়? আমি উঠিয়া বসিব।"

মৃণ্ময়ী বলিল, তোমার মা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া আছেন, আমি তোমাকে তুলিয়া বসাইতেছি।"

মৃণ্ময়ীর সাহায্যে রোগী উঠিয়া দেওয়ালে হেলান দিয়া বসিল। দীপের নিকট বিজয়ের মা শয়ন করিয়াছিলেন, দীপের আলোকে তাঁহার উজ্জ্বল বর্ণ আরও অধিকতর শোভা পাইতেছিল। রোগী দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, "উনি কে?"

মৃ। আমার শাশুড়ী।

রো। তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ?

মৃ। ডাক্তার বাবুর বাড়ী হইতে।

রো। তোমরা কি ডাক্তার বাবুর পরিবার?

মৃ। হাঁ।

রোগী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেন কিছু স্মরণ করিতে লাগিল, জিজ্ঞাসিল—

"আপনি কি সমস্ত রাত্রি আমার নিকটে ছিলেন?"

মৃ। হাঁ।

রো। নিজ বাড়ী ছেড়ে এ অনাথিনীর কুঁড়ে ঘরে কষ্ট পেতে কেন এলেন?

মৃ। যিনি অনাথের বন্ধু, তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।

রো। অনাথের বন্ধু কে?

মৃ। যীশু।

রো। যীশু নাম ডাক্তার বাবুর মুখেও শুনিয়াছি।

রোগী আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। সুযোগ বুঝিয়া মৃণ্ময়ী মৃদু স্বরে ও স্পষ্ট বাক্যে প্রার্থনা করিল, "হে অনাথের বন্ধু যীশু, প্রার্থনা করিতেছি, এই স্ত্রীর প্রতি দয়া কর। ইহার মাতা ও দুইটী সন্তানের প্রতি দয়া করিয়া, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে ইহাকে আরোগ্য কর। হে ত্রাণকর্ত্তা যীশু, তোমার নামে এই প্রার্থনা করিতেছি।"

রোগী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সকল কথাই শুনিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "আমি মুখ ধুইব।" মৃণ্ময়ী উঠিয়া বৃদ্ধাকে জাগরিত করিল। তখন রাত্রি প্রভাতপ্রায়, সমস্ত রাত্রি নিদ্রার পরে বৃদ্ধা তৃপ্ত হইয়া উঠিয়া বার বার বিজয়ের মাতাকে ও মৃণ্ময়ীকে আশীর্ব্বাদ করিল। এ দিকে বিজয় প্রত্যূষে উঠিয়া বাটীর দাসীর দ্বারা প্রাতঃকালের সকল কার্য্য করাইল ও স্বয়ং মাতার ও মৃণ্ময়ীর জন্যে তৈল ও গামছা ইত্যাদি স্নানের আয়োজন করিয়া রাখিল। পূর্ব্ব রাত্রে বেয়ারাদের বলা ছিল; উহারাও প্রত্যূষে বিজয়ের মাতাকে আনিতে গেল। পাল্কি আসিয়াছে দেখিয়া, মৃণ্ময়ী রোগীর নিকট বিদায় লইয়া বলিল, "আমরা বাড়ী যাই; যদি আবশ্যক হয়, আমার শাশুড়ীর নিকট খবর পাঠাইলে, আমরা আবার আসিব। আর আমি যীশুর নিকট প্রার্থনা করিব, যেন তিনি তোমাকে সুস্থ করেন।"

"যীশু কি আমাকে সুস্থ করিতে পারেন।"

"হাঁ, তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাকে সুস্থ করিতে পারেন।"

"আমার বৃদ্ধা মাতা ও সন্তান দুইটির জন্যে আমার বাঁচিতে ইচ্ছা করে।"

মৃণ্ময়ী বলিল, "তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব, তোমাদের জন্য যাহা মঙ্গলকর, তাহাই তিনি করিবেন।"

মৃণ্ময়ী ও বিজয়ের মাতা বাটীতে আসিয়া দেখেন যে, বিজয় উহাঁদের অপেক্ষায় বাটীর দরজার নিকটে দাঁড়াইয়া আছে, উহাঁরা পাল্কি হইতে নামিবামাত্র বিজয় বলিল, "তোমরা অগ্রে স্নান করিয়া পরে বাটীতে প্রবেশ কর।" বিজয়ের মাতা দেখিলেন যে, সকল গৃহকার্য্য শেষ হইয়াছে, তখন হৃষ্টচিত্তে স্নান করিয়া আসিলেন।

এই দিবস আহারাদির পরে মৃণ্ময়ী শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল, বিজয়ের মাতা উহাকে ডাকিলেন না। অপরাহ্নে যখন মৃণ্ময়ীর নিদ্রা আপনা আপনি ভঙ্গ হইল, মৃণ্ময়ী দেখে যে, বিজয়ের মাতা খাটের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। মৃণ্ময়ী সভয়ে বলিল, "মা, বেলা গিয়াছে, আমি এতক্ষণ ঘুমাইয়া অন্যায় করিয়াছি।" বিজয়ের মাতা স্নেহের সহিত বলিলেন, "না, না; ঘুমায়ে ভালই করিয়াছ, রাত্রি জেগে কোন অসুখ করে নাই তো?" এই প্রথম বার শাশুড়ীর মিষ্ট কথা শুনিয়া অমনি মৃণ্ময়ীরও মন প্রেমে পরিপূর্ণ হইল। বাহুদ্বয়দ্বারা শাশুড়ীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, "মা, আপনার স্নেহ থাকিলে অমন দশ রাত্রি জাগিলেও মৃণ্ময়ীর অসুখ করিবে না।" বিজয়ের মাতা ব্যস্ত হইয়া গৃহের বাহির হইলেন। মৃণ্ময়ীর কোমল শরীর স্পর্শ করিয়া ও প্রেমভাব দেখিয়া উহাঁর হৃদয়ে যে অপত্যস্নেহ প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা বহুকাল পরে উদ্দীপ্ত হইল। এই দিবসাবধি বিজয় মৃণ্ময়ীকে কোন রোগীর সেবাতে পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে, বিজয়ের মাতা আহ্লাদ পূর্ব্বক সঙ্গে যাইতেন। এবং মৃণ্ময়ীর সহিত রাত্রি জাগিয়া রোগীর

সেবাও করিতেন। কেবল এক বিষয় নয়, অন্যান্য বিষয়েও বিজয়ের মাতার অনেক পরিবর্ত্তন দেখা গেল। ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, গোপনে প্রার্থনা, নিজ কটুভাষা ও ক্রূর স্বভাব দমন ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তাঁহার বৈলক্ষণ্য দেখা গেল। পাঠিকা, যদি জিজ্ঞাসা কর যে, ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও প্রার্থনা করিয়া বিজয়ের মাতার কি লাভ হইল? ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে২ তিনি দেখিলেন যে, "আমি অত্যন্ত পাপী।" এই বিবেচনায় দেখিলেন, তাঁহার মনে২ যে অহঙ্কার ছিল, সে মিথ্যা; ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি নিতান্তই অজ্ঞ। যখন দেখিলেন যে, তিনি ধর্ম্ম বিষয় কিছুই বুঝিতে পারেন না, তখন মনে মনে ঈশ্বরের নিকট এই যাচ্ঞা করিলেন, "হে ঈশ্বর, আমি অজ্ঞান, আমাকে এ সকল বুঝিতে শক্তি দেও।" যে অন্তর্যামী ঈশ্বর কাহারও ধর্ম্ম বিষয়ে ক্ষুধা অতৃপ্ত রাখেন না, তিনি উহাঁর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া উহাঁকে এ সকল বুঝিতে শক্তি দিলেন। বিজয়ের মাতা পূর্ব্বাপেক্ষা নম্র হইলেন। পরে সকল মনুষ্য পাপী, ও পাপীদের দণ্ড মৃত্যু, ও মৃত্যুর পরে নরক, এই বিষয় ধর্ম্মপুস্তকে পাঠ করিয়া জ্ঞাত হইলেন। পরে ঈশ্বর মনুষ্য মাত্রের নিমিত্ত মুক্তির এক মাত্র উপায় বিধান করিয়াছেন ও সেই উপায় যীশু, ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে করিতে এ জ্ঞানও প্রাপ্ত হইলেন। অবশেষে অনেক নম্রতার সহিত যীশুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পাপের ক্ষমা ও শান্তি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া বিজয়ের মাতার এই সকল বহুমূল্য সুখ লাভ হইল। পাঠিকা, এই শান্তি ও আনন্দের বিষয় কি তুমি জ্ঞাত আছ? যদি না জান, তবে আমার পরামর্শ শুন; তুমিও বিজয়ের মাতার ন্যায় প্রত্যহ প্রার্থনার সহিত ধর্ম্মপুস্তক পাঠ কর, তাহা হইলে পিতা ঈশ্বর প্রচুর রূপে তোমাকে পুরস্কার দিবেন। জগৎ যে শান্তি দান, বা হরণ করিতে সমর্থ নয়, সেই শান্তি তোমার হইবে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

"আমার নিকটে আইস, আমি তোমাকে শান্তি দান করিব।"

মাতার পরামর্শানুসারে রাজেন্দ্র মনের সন্দেহ মনে মনে রাখিল। গৃহিণী বলিয়াছিলেন, উক্ত পত্র কামিনীর মাতার, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। কামিনী একত্র থাকিতে জিদ্ করিতেছে বলিয়া, উহার মাতা সাধ্যানুসারে বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছে।" গৃহিণী আরও বলিলেন, "ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া প্রতীক্ষা কর, কামিনী অল্প দিন মধ্যে এ সকল কথা আপনা হইতেই বলিবে।"

রাজেন্দ্র তাহাই করিল, এবং কামিনীর ব্যবহারের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, কামিনীর ভক্তি, প্রেম, যত্ন ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইতেছে। অথচ কামিনীকে এক এক বার মাত্র নিতান্ত দুঃখিত ও ভাবনাযুক্ত দেখিত। কিন্তু কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কামিনী "কই? না, কিছু না," বলিয়া উত্তর দিত। উক্ত ঘটনার দুই তিন দিবস পরে রাজেন্দ্র প্রচার করিয়া আসিয়া দেখে, কামিনী এক খণ্ড কাগজ হাতে করিয়া বসিয়া চিন্তায় এরূপ মগ্ন যে, রাজেন্দ্র যে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কামিনী টের পায় নাই। কিন্তু রাজেন্দ্রকে দেখিবামাত্র ব্যস্ত হইয়া কাগজ খানি লুকাইত করিল, আর বার রাজেন্দ্রের মনে সন্দেহ প্রবল হইল। কিন্তু কামিনী আপনা হইতে কোন কথা বলে কি না, তাহা দেখিবার জন্য রাজেন্দ্র কোন প্রশ্ন করিল না। আহারের পরে কামিনী কাপড় ছাড়িয়া আল্‌নায় রাখিতেছে, এমন সময়ে রাজেন্দ্র দেখিল যে, অঞ্চলে কোন দ্রব্য বাঁধা আছে, কৌতূহল সম্বরণ করিতে না পারিয়া, কামিনী কর্ম্মোপলক্ষে বাহিরে গেলে রাজেন্দ্র অঞ্চল খুলিয়া পূর্ব্বকার হস্তাক্ষরে লিখিত এক খণ্ড কাগজ দেখিতে পাইল। রাজেন্দ্র

পাঠ করিল, "ভূতীর মার নিকটে সমস্ত শুনিয়াছি। তুমি নিতান্ত মূর্খের কাজ করিতেছ। একত্র থাকিতে স্থির করিতেছ, আবার নানা ছলে ভূতীর মাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছ। তোমাকে কতবার বলিয়াছি, যদি একা থাকিতে তোমার কষ্ট হয়, তবে আমার কাছে আইস। তোমার স্বামী তোমাকে পরিত্যাগ করিলে আমি কখনই পরিত্যাগ করিব না। আমি যাবজ্জীবনের জন্য তোমার ভার গ্রহণ করিব। আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হয় না? তোমার সঙ্গে আমার একটী বড় গোপনীয় কথা আছে, আজি সন্ধ্যার সময়ে আমি যাইব; আমি তোমাদের বাটীতে যাইব না, কিন্তু যে খানে থাকিব, তাহা ভূতীর মা জানে। উহার সঙ্গে আসিও। দেখিও, বাটীর কেহ যেন জানিতে না পারে।" রাজেন্দ্র ব্যাকুল হইয়া গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিবার আশায় গৃহ হইতে বাহির হইল, দৈবক্রমে পথিমধ্যে আর দুই জন প্রচারকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইহাদের সহিত কোন দূর গ্রামে প্রচার করিতে যাইবার কথা ছিল, রাজেন্দ্র তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। রাজেন্দ্র অকূল চিন্তায় মগ্ন হইল, অগত্যা প্রচারক দুই জনকে নিজ বাটীতে ডাকিয়া লইয়া গেল এবং "আপনারা বসুন, আমি প্রস্তুত হইতেছি," বলিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া স্বর্গীয় পিতার নিকটে সকল দুঃখ জানাইল। প্রার্থনা করিয়া রাজেন্দ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া প্রচারকদের সহিত যাইতে প্রস্তুত হইল। বাটী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে কামিনীকে বলিল, "কামিনি, আমার আসিতে রাত্রি হইবে, যতক্ষণ না আসি, তুমি বাটী হইতে বাহির হইও না।" এ কথা শুনিয়া কামিনী ভয়ে চকিতের ন্যায় স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। সেই ভাব দেখিয়া রাজেন্দ্র বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাজেন্দ্র অধৈর্য্য প্রায় হইয়া পথ চলিতে লাগিল, হঠাৎ প্রভুর

এই অঙ্গীকার স্মরণ হইল, "তুমি আমার নিকটে আইস; আমি তোমাকে শান্তি দান করিব।"

রাজেন্দ্র সেই অঙ্গীকার সাগরনিমগ্ন তৃণাবলম্বি ব্যক্তির ন্যায় দৃঢ়-রূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, কিছু বল পাইল।

বাটী ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইল, রাজেন্দ্র অগ্রে গৃহিণীর নিকটে গিয়া সমস্ত জানাইল এবং মাতাকে সঙ্গে করিয়া সত্বর বাসা বাটীতে গমন করিল। বাটী মধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতে রাজেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া, "কামিনি, কামিনি," বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না—রাজেন্দ্র দাবায় উঠিয়া দ্বারে হাত দিয়া দেখে, কুলুপ বন্ধ। রাজেন্দ্রের শরীর কাঁপিতে লাগিল—দেয়ালে হেলান দিয়া দাঁড়াইল—গৃহিণী পুত্রের নিকট দাঁড়াইয়া, কি করা কর্ত্তব্য, ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কামিনী ও ভূতীর মা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, স্বামী ও শাশুড়ীকে দেখিয়া ভীত ও কম্পিত পদে কামিন দাবার উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। রাজেন্দ্র স্থির থাকিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কামিনি, কোথায় যাওয়া হইয়াছিল?" কামিনী আর অগ্রসর হইল না, এক পদ পশ্চাৎ সরিয়া ভীতস্বরে বলিল, "কোথায়ও না।"

"কামিনি, কামিনি, মিথ্যা কথা বলিয়া আমার হৃদয়ে কেন ছুরিকা মারিতেছ?" বলিয়া রাজেন্দ্র চীৎকার করিয়া কামিনীর হস্ত ধরিবে বলিয়া নিজ হস্ত বিস্তার করিল, তাহাতে চমকিয়া উঠিয়া কামিনী আর এক পদ পশ্চাতে নিক্ষেপ করিল, এবং করিবামাত্র বেগে দাবা হইতে উঠানে পতিত হইল। অন্ধকার বশতঃ, কামিনী যে দাবার নিতান্ত ধারে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা কেহই দেখে নাই। কামিনী পড়িয়া গেলে রাজেন্দ্র হতবুদ্ধির ন্যায় দাবার ধারে বসিয়া পড়িল—গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া, কামিনীকে তুলিতে গিয়া দেখেন, কামিনী মূর্চ্ছিতা হইয়াছে। গৃহ

হইতে আসিবার সময়ে নগেন্দ্র গৃহিণীর পশ্চাৎ আসিয়াছিল। গৃহিণী কামিনীর অঞ্চল হইতে চাবি লইয়া নগেন্দ্রকে বলিলেন, "দ্বার খুলিয়া প্রদীপ লইয়া আইস।" নগেন্দ্র ত্বরায় তাহাই করিল। দীপ আনীত হইলে গৃহিণী দেখিলেন, উঠানের ইট লাগিয়া কামিনীর কপালে গভীর ক্ষত হইয়া রুধির বহিয়া মুখমণ্ডল ও বস্ত্র সিক্ত হইয়াছে। গৃহিণী নগেন্দ্রকে বলিলেন, "জলের কলস বাহির করিয়া আন।" গৃহিণী জল দ্বারা কামিনীর মুখ ধৌত করিয়া ও নিজ অঞ্চল ছিন্ন করিয়া, কামিনীর কপাল বন্ধন করিয়া, রুধিরস্রোতঃ রুদ্ধ করিলেন। পরে নগেন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি ঘরের ভিতরে মাদুর পাতিয়া বিছানা কর।" নগেন্দ্র তাহা করিলে পর মাতা ও পুত্র দুই জনে কামিনীকে ধরিয়া গৃহ মধ্যে লইয়া গিয়া বিছানায় শয়ন করাইয়া দিলেন। শেষে গৃহিণী একখানি পরিষ্কার বস্ত্র বাহির করিয়া কামিনীর পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন। পরে বাহিরে গিয়া রাজেন্দ্রকে বলিলেন, "ভিতরে আইস।"

গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজেন্দ্র কামিনীর বিছানার নিকটে গিয়া বসিল ও অনিমেষ নয়নে কামিনীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। অল্প-ক্ষণ পরে কামিনী চক্ষু মেলিল, কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ পরক্ষণেই মুদ্রিত করিল। রাজেন্দ্র কামিনীর মুখের কাছে মুখ আনিল। আর বার কামিনী চক্ষু মেলিয়া কিছু যেন স্মরণ করিবার চেষ্টায় স্বামীর প্রতি চাহিয়া রহিল। পরে রাজেন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া সপ্রেম দৃষ্টে চাহিয়া মৃদু হাসিল—রাজেন্দ্র সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া মুখ ফিরাইল, রাজে-ন্দ্রের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল। কামিনী দেখিয়া ধীরে ধীরে নিজ বাহুদ্বয় দ্বারা স্বামীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া রাজেন্দ্রের মস্তক নিজ বক্ষোপরে রাখিয়া বলিল, "কাঁদিতেছ কেন?" গৃহিণী দেখিলেন যে, অধিক কথা বলিলে আর বার মূর্চ্ছা যাইবার সম্ভাবনা, অতএব সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন, "মা, তুমি

অসুস্থ হইয়াছ, আর কথা বলিও না।" শাশুড়ীকে দেখিয়া কামিনী স্বামীর গ্রীবা হইতে হস্ত অপসারিত ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। গৃহিণী অঙ্গে হস্ত চালনা করিলে দুর্ব্বলা কামিনী শীঘ্রই নিদ্রিতা হইল। কামিনী নিদ্রিত হইলে গৃহিণী অপর এক বিছানা করিয়া রাজেন্দ্রকে বলিলেন, "প্রার্থনা করিয়া শয়ন করা যাউক।" মাতা পুত্রদ্বয়কে লইয়া প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিলেন। সে রাত্রে মাতা পুত্রে অনাহারে রহিলেন।

অতি প্রত্যূষে কামিনীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিয়ৎক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। খাটে না শুইয়া ঘরের মেজেতে শয়ন—পার্শ্বে গৃহিণী ও নগেন্দ্র এবং রাজেন্দ্র অপর বিছানায় শয়ন করিয়া আছে দেখিয়া কিছু স্থির করিতে পারিল না। কামিনী উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল, দেখে যে অত্যন্ত দুর্ব্বল—আর মস্তক বেদনা করিতেছে—কপালে হস্ত দিয়া দেখে যে, দৃঢ়রূপে বন্ধন রহিয়াছে, আর বার কামিনী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমস্ত স্মরণ করিতে চেষ্টা করিল। ক্রমে ক্রমে একে একে সমস্ত ঘটনা মনে উদয় হইল। রাত্রে বাটী হইতে গমন ও বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণী ও রাজেন্দ্রকে বাটীতে দর্শন, রাজেন্দ্রের প্রশ্ন, তাহার উত্তর, রাজেন্দ্রের পুনঃ তিরস্কার বাক্য, সমস্ত স্মরণ হইল। কামিনী ভাবিতে লাগিল, এইরূপ সন্ধ্যার পরে বাটী হইতে চলিয়া যাওয়াতে রাজেন্দ্র ও গৃহিণী কি কি ভাবিতে পারেন? কামিনী জানিত যে, বিনা অনুমতিতে ঐরূপ বাটী হইতে বহির্গমন করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য। চিন্তা করিতে করিতে কামিনীর মনে হইল, হয় তো আমার প্রতি রাজেন্দ্রের অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। এ কথা মনে করিয়া কামিনী ব্যথিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। রোদন শব্দ শুনিয়া গৃহিণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। উঠিয়া কামিনীর গাত্রে হস্ত দিয়া বলিলেন, "কেমন আছ?" কামিনী উত্তর করিল, "মাথা অত্যন্ত বেদনা করিতেছে কেন,

বুঝিতে পারিতেছি না।" গৃহিণী বলিলেন, "পড়িয়া গিয়া মাথায় লাগিয়াছে।"

কা। আপনি কি সমস্ত রাত্রি আমার কাছে ছিলেন?

গৃ। হাঁ।

কা। আমার জন্য এত কষ্ট কেন করিলেন?

গৃ। কন্যা পীড়িত হইলে মাতার ক্রোড়ই তাহার বিশ্রামের স্থান।

কামিনী উঠিয়া বসিল, গৃহিণীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া বলিল, "আপনি কি আমাকে বড় দোষী মনে করেন?"

গৃ। স্বামীর অনুমতি বিনা অন্যত্র যাওয়া দোষ বটে।

কা। আর আমি আপনার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে অনেক বেদনা দিয়াছি, আপনার কাছে অনেক দোষ করিয়াছি, আপনার দোষী কন্যাকে কি আর বার নিজ স্নেহে ও গৃহে স্থান দিবেন?

এবার গৃহিণী রোদন করিতে২ কামিনীকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া, বলিলেন, "তোমার ব্যবহারে যদিও আমি অনেক বার মনোকষ্ট পাইয়াছি, কিন্তু যীশুর সাহায্যে তাহা সহ্য করিয়াছি,—ক্ষমা তোমাকে অনেক দিন করিয়াছি। মাতা কন্যাকে কখন হৃদয় হইতে অন্তর করিতে পারে না। আর বাটী ফিরিয়া যাইবার কথা, মা বাটীতে আমারও যত অধিকার, তোমারও ততই অধিকার।

গৃহিণী আরো বলিলেন, "আর কথা কহিও না, আগে মুখ হাত ধুইয়া কিছু আহার কর, পরে বল পাইলে যা বলিবার বলিও।"

গৃহিণী কামিনীকে বাহিরে দাবায় লইয়া গিয়া মুখ ধুইবার জল দিয়া নিজ বাটী হইতে দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন আনিয়া কামিনীকে পান আহার করাইলেন ও দাবায় বিছানা পাতিয়া দিয়া রাজেন্দ্রকে জাগরিত করিয়া নগেন্দ্রকে লইয়া, তথা হইতে বাহির হইলেন। রাজেন্দ্র বাহিরে দাবায় আসিয়া কামিনীর নিকটে বসিল। রাজেন্দ্র বলিল, একটী প্রশ্ন করি,

আগে তার উত্তর দেও।" কামিনী স্থির হইয়া বসিল। রাজেন্দ্র অগ্রে সেই দুই খণ্ড লিপি দেখাইয়া জিজ্ঞাসিল, "এ কাহার পত্র? লেখাই বা কাহার?" নির্ভয়ে কামিনী স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, "এ পত্র মা আমাকে লিখিয়াছিলেন, হস্তাক্ষর ছোট মামার।"

রাজেন্দ্রের চক্ষু হইতে যেন কেহ আবরণ খুলিয়া লইল, সমস্ত বুঝিতে পারিল—নিজের নিষ্ঠুর সন্দেহ হেতু লজ্জিত হইল, আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কালি রাত্রে কাহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলে?"

কা। মায়ের সঙ্গে।

রা। তবে কাল অস্বীকার করিলে কেন?

কা। আমার হতবুদ্ধি।

রা। গোপনে দেখা করিবার আবশ্যক কি ছিল?

কা। সে অনেক কথা, আমি সকল খুলিয়া বলিতেছি। তোমার মনে থাকিতে পারে, আমার মায়ের বাটীতে এই শেষ বারে কি জন্যে তোমাকে পত্র লিখিয়া ডাকি ও আমার নিকট হইতে তুমি কি অবস্থায় চলিয়া আইস। তুমি সেখান হইতে চলিয়া আসিবামাত্র আমি মনস্তাপে এরূপ দগ্ধ হইতে লাগিলাম যে, এই বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম, মায়ের পরামর্শ শুনিয়া আমার এই লাভ হইল, আমি জীবনের মত স্বামীর প্রেম হারাইলাম। আমিও এই দণ্ডে এখান হইতে চলিয়া যাইব, এবং আমার স্বামী যে পথে গিয়াছেন, সেই পথে যাইব, এই বলিয়া কাঁদিতে২ বাটী হইতে বাহির হইতেছিলাম, এমন সময়ে মা ও কয়েক জন আমার সমবয়সী আমাকে ধরিয়া রাখিল, ও নানা কথায় বুঝাইল। বিশেষ মা এমন কথার কৌশলে আমার অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে, অল্পক্ষণ মধ্যে আমি সমস্ত ভুলিয়া গিয়া মায়ের কথায় মত দিতে লাগিলাম। সে

সময়ে মায়ের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করি যে, আমি আর কখন একত্র থাকিবার কথা মুখে আনিব না। আমি মূর্খ; ইচ্ছা পূর্ব্বক সে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়াছিলাম।

রা। তুমি কি ভূতীর মাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়াছিলে?

কা। না, ভূতীর মা যখন কাজ ছেড়ে চলে যায়, তখন বলিয়া গিয়াছিল বটে যে, সেখানে গিয়া মাঠাকুরুণকে সব বলিব—দেখি, কেমন করিয়া তুমি আমাকে তাড়াইয়া দেও। আমি কিন্তু মনে করি নাই যে, সে মায়ের কাছে যথার্থই যাইবে, আর যখন সে কাল প্রাতে আসিয়া বলিল যে, মা আসিয়াছেন, আমি তখন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম।

রা। দেখা করিয়া কি স্থির হইল?

কা। মায়ের সঙ্গে দেখা করিবার অগ্রে আমি প্রার্থনা করিয়া যীশুর নিকট স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, আর মায়ের মতে মত দিব না, ও এই জন্যে তাঁহার নিকট শক্তি চাহিয়াছিলাম। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, অদ্যই বাটী ফিরিয়া যাইব। এই প্রার্থনার পরে আমার মন যেমন অপূর্ব্ব শান্তিপূর্ণ হয়, এমন আর কখনই হয় নাই। মা আমাকে দেখিয়া অগ্রে রোদন ও তিরস্কার করিয়া, পরে কটু কথা কহিলেন। সকল কথায় আমি একই উত্তর দিলাম যে, আর স্বতন্ত্র থাকিব না—এখনই বাটী ফিরিয়া যাইব। মা অবশেষে আমাকে অভিশাপ দিলেন।

কামিনী রোদন করিতে লাগিল। আবার বলিল, "শেষে আমি আলাদা হইয়া ভূতীর মায়ের দ্বারা কিরূপ কষ্ট পাই, ও কত জ্বালাতন হই, ভূতীর মায়ের জ্বালায় এবং তোমার ও তোমাদের সকলের সদ্ব্যবহার ও ধর্ম্মাচরণ ও প্রেম দেখিয়া আমার জ্ঞান উদয় হইলে আমি মাকে পত্র দ্বারা বিনয় করিয়া প্রার্থনা করি, আমাকে প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত

কর. কিন্তু মা কোন মতেই শুনিলেন না। আমাকে নানা তিরস্কার করিয়া পত্র লিখিতেন। এ সকল কারণে আমি একা কত কষ্ট পাইয়াছি, বলিতে পারি না। কিন্তু এই সকল ঘটনা দ্বারা একটি উপকার হইল, তোমাদের ও আমার মায়ের ব্যবহার তুলনা করিয়া না দেখিয়া থাকিতে পারিলাম না। মাকে কত বুঝাইয়া পত্র লিখিলাম, কিন্তু যত বুঝাইলাম, ততই তিনি আমাকে তিরস্কার করিলেন।"

বলিতে২ কামিনী রোদন করিতে লাগিল. রাজেন্দ্র কামিনীর হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসিল, "কেন আমাকে সকল কথা খুলিয়া বল নাই ?"

কা। মায়ের মন্দ স্বভাবের বিষয় হঠাৎ কাহাকেও বলিতে পারিলাম না। মায়ের স্বভাব গোপন করিবার নিমিত্তই বলি নাই।

রা। ভাল, কাল গোপনে দেখা করিবার কি আবশ্যক ছিল ?

কা। মাকে তো জান, অহঙ্কার বশতঃই হউক, কিম্বা তিনি আমাকে এই সকল কুপরামর্শ দিতেছেন, তাহা যেন তোমরা না জানিতে পার, এই জন্যই হউক, কোন মতেই আমাদের বাটীতে তিনি আসিলেন না। পায়ে পড়িয়া কাঁদিলাম ও বিনয় করিলাম যে, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর—মা কঠিন হইয়া বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে ভৃত্যের মা গিয়া বলিল যে, তুমি ফিরিয়া আসিয়াছ। আমি তাহা শুনিয়া আর বার মায়ের পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলাম, "আমাকে মিষ্ট কথা বলিয়া বিদায় দেও," তাহা না করিয়া আরও কঠিন অভিসম্পাত দিতে আরম্ভ করিলেন—সে ভয়ানক কথা শুনিতে২ আমি বাটী ফিরিয়া আসিলাম।

রাজেন্দ্র স্থির হইয়া সকল শুনিল, কামিনী কহিল, এখন তো সমস্ত শুনিলে, এখন আমার সমস্ত গুরুতর দোষ ক্ষমা করিয়া কি আমাকে বিশ্বাস ও প্রেম করিবে না ?"

রাজেন্দ্র উত্তর করিতে পারিল না—কামিনীকে হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধারণ করিল। সেই আলিঙ্গনে উভয়েই মনের যাতনা ভুলিয়া গেল।

পরে রাজেন্দ্র যে সকল সন্দেহ করিয়া ছিল, তাহা স্বীকার করিয়া কামিনীর নিকট ক্ষমা চাহিল—কামিনী প্রেমপূর্ণস্বরে কহিল, "দোষ আমার, তোমার নয়।" রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসিল, "যদি ক্ষমা পাইয়া থাক, তবে বল কবে বাটী ফিরিয়া যাইবে ?

কামিনী প্রফুল্লচিত্তে কহিল, "এই দণ্ডে" !

পাঠিকা, এ ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল। এ ক্ষুদ্র পুস্তকে যে ভক্তির চিত্র দেখান হইয়াছে তাঁহাদের জীবনচরিত পাঠ করিয়া কি তাহাদের ন্যায় হইতে তোমার ইচ্ছা হইতেছে ? গৃহিণীর বিশ্বাস, রাজেন্দ্রের ধৈর্য্য, মৃণ্ময়ীর নম্রতা, বিজয়ের পরোপকারস্পৃহা দেখিয়া কি তোমার মনে কোন নূতন ইচ্ছার উদয় হইয়াছে ? তবে আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, যে আকর হইতে ইহারা নম্রতা, ধৈর্য্য, বিশ্বাস ইত্যাদি প্রাপ্ত হইত, তুমিও যাইয়া সেই আকর হইতে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া লইয়া আইস অর্থাৎ যীশুই ইহার আকর। ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও প্রার্থনা সোপান অবলম্বন করিয়া যীশুর নিকট হইতে সমস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া এই অপার আনন্দে আনন্দিত হও। এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়া আমার পাঠিকাদের যদি এক জনেরও হৃদয় যীশু প্রেমে আসক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ অযোগ্য লেখিকার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। পাঠক ও পাঠিকাগণ, বিদায় প্রার্থনা করিতেছি ; যদি জীবিত থাকি, তবে আবার সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে, নতুবা যদি তুমি ও আমি এ জীবনে যীশুর সত্য দাসদাসী হইয়া জীবন কাটাইতে পারি, তবে যে দেশে পাপ, শোক, পীড়া, বিচ্ছেদ ও মৃত্যু নাই, সেই দেশে অনন্ত কালের জন্য মিলিত হইব।

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

নারী শিক্ষা।

WORDS FOR WOMEN.

মূল্য চারি আনা।

পদ্মমাসী।

AUNT PADMA.

মুল্য দুই আনা।

ইস্‌লাম দর্শন।

(প্রচারকদিগের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।)

ত্রাণাকাঙ্ক্ষীর ভ্রমণ।

বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত পুস্তক সকল চৌরঙ্গী রোড
২৩ নং ভবনে বিক্রয় হয়।

Two Pilgrims to Kashi	যাত্রিদ্বয়	১৲
Divine Songs	ঈশতত্ত্ব গীত ...	১৲
Family Provision	পারিবারিক সংস্থান	১৲
The Training of Children	অপত্য পালন ...	১৲
Light in the Heart	হৃদয়জ্যোতিঃ ...	১৲
The Red Dwarf	লাল বামন	১৲
Life of Shujat Ali	শুজাতালির জীবনচরিত	৵৹
The Lord's Supper	প্রভুর ভোজ ...	৵৹
Nabakumar, a tale	নবকুমার	৵৹
Historical Romance	ঐতিহাসিক উপন্যাস	৵৹
Proverbs of Solomon, in verse	শলোমনের হিতোপদেশ	৵৹
The Up-bringing of a Child	শিশুপালন ...	৵৹
The Evils of Getting into Debt	ঋণদায়	৵৹
Martin Luther	মার্টিন লুথর ...	৵৹
The Peaceful Death-bed	শান্তিশয্যা ...	৵৹
Christian Theology	খ্রীষ্টীয় শিক্ষাসার ...	৵৹
Leisure Hours	অবকাশ-রঞ্জন ...	৹
Illustrated Scripture Lessons	ধর্ম্মরত্নাবলী ...	৹
Psalms of David, in verse	গীতসংহিতা ...	৹
Words for Women	নারীশিক্ষা ...	৹
My Companion in Youth	বালাসখী	৹
Story of Jesus	যীশুচরিত	৹
Christ is All	খ্রীষ্টই সর্ব্বেসর্ব্ব। ...	৵৹

Sold at 23 Chowringhee Road, Calcutta.